রংপুর সিটি কর্পোরেশন
সাধারণ শাখা
www.rpcc.gov.bd

স্মারক নং- ৪৬.১৮.০০০০.১০১.০৫.০০৯.২৪-৪২৯

তারিখঃ ১৫ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯' এর ধারা ৪৩ অনুযায়ী রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ .... পাতা

৩০/০৯/২৪
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
রংপুর সিটি কর্পোরেশন
ফোনঃ ০২৫৮৯৯-৬২৭৪৭
ই-মেইলঃ ceo@rpcc.gov.bd

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপসচিব,
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ ও ২ শাখা
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

স্মারক নং- ৪৬.১৮.০০০০.১০১.

তারিখঃ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

অনুলিপি:
১. সচিব, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
২. অফিস নথি।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
রংপুর সিটি কর্পোরেশন
ফোনঃ ০২৫৮৯৯-৬২৭৪৭
ই-মেইলঃ ceo@rpcc.gov.bd

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন

অর্থ বছর (২০২৩-২০২৪)

রংপুর সিটি কর্পোরেশন
সেপ্টেম্বর/২০২৪

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: মেয়রের বার্তা

১.১ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের শুভেচ্ছা ১
১.২ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আমাদের অর্জনসমূহ.......……………………………………………২
১.৩ অর্থবছর ২০২৩-২৪ এবং পরবর্তী বছরের জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি

অধ্যায় ২: সিটি কর্পোরেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

২.১ ঐতিহাসিক পটভূমি ও মূল বৈশিষ্ট্যসমূহঃ.. ৮
২.২ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ ……………………………………………..১১

অধ্যায় ৩: রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)

৩.১ রূপকল্প (Vision) ………………………………………………………………….১৪
৩.২ অভিলক্ষ্য (Mission) ১৪

অধ্যায় ৪: সাংগঠনিক কাঠামো ও মানব সম্পদ

৪.১ বিভাগসমূহ ও জনবল ১৫
৪.২ মেয়র, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর
মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর গনের নাম ও মোবাইল নম্বর:- ১৬

অধ্যায় ৫: বাজেট ও অর্থ

৫.১ সংক্ষিপ্ত আর্থিক বিবরণী ………………………………………………………………২৫
৫.২ রাজস্ব আদায়ঃ ২৬

অধ্যায় ৬: অবকাঠামো উন্নয়ন

৬.১ প্রতিবেদনের এবং পূর্ববতী বছরের উন্নয়ন প্রকল্প এবং উল্লেখযোগ্য মেরামত সংক্রান্ত কাজসমূহ ………….. ২৮
৬.২ ক্রমপুঞ্জীভূত উন্নয়ন –সম্পর্কিত অর্জন সমূহ …………………………………………………. ২৯

অধ্যায়-৭: অবকাঠামো : পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রম সমূহ

৭.১ সচিবের দপ্তর ৩০
৭.২ রাজস্ব বিভাগ ৩১
৭.৩ প্রকৌশল বিভাগ... ৩৩
৭.৪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ৩৪
৭.৫ স্বাস্থ্য বিভাগ ৩৬
৭.৬ সমাজকল্যান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ৩৮

অধ্যায় ৮: প্রশাসনিক উন্নতিকরণ

৮.১ লক্ষিত কাজ সমূহ, উদ্দেশ্য এবং ফলাফল ৪০

৮.২ সক্ষমতা উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ) ৪৮

অধ্যায় ৯: কর্পোরেশন এবং কমিটির সভা

৯.১ সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভা ৫১
৯.২ স্থায়ী কমিটির সভা ৭৭

অধ্যায় ১০: নাগরিক সম্পৃক্তকরণ

১০.১ ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটির (ডব্লিউএলসিসি) সভা ৮৫
১০.২ সিটি লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি (সিএলসিসি) সভা ১১০
(জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪)
১০.৩ জনসভা/ জনতার মুখোমুখি ১০৮
১০.৪ জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রচার কার্যক্রম ১০৮
১০.৫ নাগরিক মতামত এবং অভিযোগ প্রতিকার ১০৮

অধ্যায় ১১: ফটোগ্যালারিঃ ১১০

নোট: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণের নির্দেশিকার সংগে সংযুক্ত একটি ফরমেট অনুসরণ করে স্থানীয়

সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ৪৩ ধারা অনুয়ায়ী সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে (১) সিটি কর্পোরেশনের নিজেদের ব্যবহারের জন্য প্রতিবছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম এবং অর্জনসমূহ নথিভুক্ত করা (২) নাগরিকদের সাথে তথ্য শেয়ার করা এবং (৩) সরকার এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করা ।

শব্দ সংক্ষেপন ও ব্যাখ্যা

নোট: প্রয়োজনীয় অন্যান্য শব্দ সংক্ষেপন

	English	**Bangla**	
ADP	Annual Development Program	এডিপি	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
APA	Annual Performance Agreement	এপিএ	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
BDT	Bangladesh Taka	বিডিটি	বাংলাদেশ টাকা
CC	City Corporation	সিসি	সিটি কর্পোরেশন
C4C	Project for Capacity Development of City Corporations (of LGD assisted by JICA)	সিফরসি	ক্যাপাসিটি ফর সিটিজ (ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব সিটি কর্পোরেশন প্রকল্পের সংক্ষিপ্তরূপ)
CLCC	City Level Coordination Committee	সিএলসিসি	নগর সমন্বয় কমিটি
FY	Fiscal (Financial) Year	অব	অর্থবছর
GRO	Grievance Redress Officer	জিআরও	অভিযোগ প্রতিকার কর্মকর্তা
JICA	Japan International Cooperation Agency	জাইকা	জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা
IDP	Infrastructure Development Plan	আইডিপি	অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা

WLCC	Ward Level Coordination Committee	ডব্লিউএলসিসি	ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি

অধ্যায় ১: মেয়রের বার্তা

১.১ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের/প্রশাসকের শুভেচ্ছাবার্তা

সিটি কর্পোরেশন সংবিধিবদ্ধ একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। নগরীর সর্বস্তরের জনগণের সকল ধরনের নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সিটি কর্পোরেশনের মৌলিক দায়িত্ব। বিলুপ্ত রংপুর পৌরসভা বাংলাদেশের প্রাচীনতম বিশেষ শ্রেণীর পৌরসভা ছিল। ১৮৬৯ সালের ১ মে রংপুর পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। রংপুর নগরীর গুরুত্ব বিবেচনা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণতন্ত্রের মানসকন্যা, দেশরত্ন, জননেত্রী শেখ হাসিনা ২৮ জুন ২০১২ খ্রিস্টাব্দে রংপুরকে সিটি কর্পোরেশন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। এই ধারাবাহিকতায় রংপুর সিটি কর্পোরেশনকে একটি বসবাসযোগ্য, আধুনিক এবং নিরাপদ মহানগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। এ জন্য আমি সবসময়ই নগরবাসীর ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করি।
বর্তমানে রংপুর সিটি কর্পোরেশন কিছুটা আর্থিক অস্বচ্ছলতা কাটিয়ে নগরবাসীকে ন্যূনতম নাগরিক সুবিধা প্রদানের জন্যে কিছু আয়বর্ধক ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহন করেছে। এছাড়াও নগরীর সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য বেশ কিছু কাজ চলমান রয়েছে এবং আরও কিছু দৃশ্যমান কাজ হাতে নেয়ার আকাঙ্খা রয়েছে। সম্মিলিতভাবে সুন্দর রংপুর নগরী গড়ে তুলতে নগরীর সকলকে উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে। বর্তমান সরকার আগামী ৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চায়। এই কর্মপ্রচেষ্টায় সকলের অংশগ্রহণ দরকার।

উন্নয়নের মহাসড়কে এখন বাংলাদেশ, সাম্প্রদায়িক উসকানী, জঙ্গিঁবাদ, পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ইত্যাদির মোকাবেলা করে স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলছে রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার করে জনগনের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও সার্বিক সহযোগিতায় উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগনকে সম্পৃক্ত করে রংপুর সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। নতুন সিটি কর্পোরেশন হিসাবে টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে আরসিসি রাস্তা নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মান, ড্রেন নির্মান, বৃক্ষরোপন, জলাধার নির্মান, পানি শোধনাগার স্থাপন, মা ও শিশুর জন্য নগর স্বাস্থ্য ও মাতৃসদন স্থাপন, সিটি কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল নির্মাণ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ের আলোকে নবগঠিত সিটি কর্পোরেশন হিসেবে দাপ্তরিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন ও নাগরিক সুবিধা / সেবা সমূহ স্বল্প সময়ে নাগরিকদের নিকট পৌছানো নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে বিভিন্নধরনের কার্যক্রম আমরা বাস্তবায়ন করেছি এবং আরও অনেক উন্নয়ন কার্যক্রম আমরা হাতে নিয়েছি যা বাস্তবায়নাধীন। রংপুর মহানগরীর সর্বস্তরের মানুষের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে, পরিকল্পিত নগরায়নে, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, এসডিজি অর্জনে সরকারের সাফল্য প্রচার এবং এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জনগনকে উদ্‌বুদ্ধ করার পাশাপাশি রূপকল্প ২০৪১ এ উন্নত বাংলাদেশের প্রস্তাবনা সম্পর্কে জনগণকে উদ্‌বুদ্ধকরণ/২০৪১ অর্জন এবং বাস্তবায়নের সাথে জনগণকে সম্পৃক্তকরণের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রংপুর সিটি কর্পোরেশন প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে, আন্তরিকতা এবং সহযোগিতায় দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন বিশেষত নতুন সিটি কর্পোরেশন হিসাবে রংপুর সিটি কর্পোরেশন ২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যা রংপুর অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি সার্বিক উন্নয়নে আগামী দিনগুলোতে অত্র কর্পোরেশন যুগোপযোগী ও কার্যকরী ভূমিকা রাখবে এটাই আমার প্রত্যাশা।

নগরবাসীর সার্বিক কল্যানে ও নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে আমরা সকলে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে

আসছি। দলমত নির্বিশেষে আমরা সকল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ নগরবাসীর সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে ঐক্যমতের ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছি।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন একটি নবগঠিত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় জনগনের চাহিদা ও প্রত্যাশা অনেক। অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের ন্যায় যেমন ঢাকা, খুলনা, রাজশাহীর মতো সত্যিকার অর্থে সংগাঠনিক ও প্রশাসনিকভাবে রংপুর সিটি কর্পোরেশন উন্নীত হয়নি। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব, প্রকৌশল বিভাগ, হিসাব বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ সহ অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দক্ষ ও মেধাবী কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়নের মাধ্যমে সংস্থার কার্যক্রমকে গতিশীল করার চেষ্টা চলছে। সিটি কর্পোরেশনের অর্গানোগ্রাম বা সাংগঠনিক কাঠামো, চাকুরী বিধিমালা এখনও অনুমোদন হয়নি, মাষ্টারপ্লান হয়নি, ফলে অপরিকল্পিত নগরায়ন হচ্ছে। যার ফলে সুদূরপ্রসারি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সংস্থার প্রতিটি বিভাগে আমুল পরিবর্তন এনে সংস্থার লোকবল বৃদ্ধি করা জরুরী হয়ে পড়েছে। এজন্য রংপুর সিটি কর্পোরেশনকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী ও পেশাদারিত্বের ভূমিকায় এনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নাগরিক কল্যানে আরো বেশী কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি করে সকল অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা দূর করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সার্বিক তত্ত্বাবধান ও শক্তিশালী নেতৃত্বে আমরা রংপুর সিটি কর্পোরেশনকে বিশ্বের অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের ন্যায় একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক জনগনের নিরাপদ বাসস্থানসহ অন্যান্য নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত একটি সিটি কর্পোরেশন হিসাবে গড়ে তুলতে চাই। নাগরিক সেবা প্রদান ও পরিচ্ছন্ন, বসবাস উপযোগী আধুনিক মহানগরী হিসাবে রংপুরকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রংপুর সিটি কর্পোরেশন সময়োপযোগী বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

রংপুরকে একটি অত্যাধুনিক নগরে পরিনত করার জন্য আমার সহকর্মী কাউন্সিলরবৃন্দ, সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং জনগণের সার্বিক সহযোগিতায় আমি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বর্তমানে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রত্যেকটি এলাকা তথা কর্পোরেশনে কর্মচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে অতিরিক্ত কোন প্রকার ট্যাক্স আরোপ করা হয়নি বরং ট্যাক্স কার্যক্রমকে জনগণের সহনীয় পর্যায়ে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সকল ওয়ার্ডকে গতিশীল করার জন্য স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করার কাজ চলমান রয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি বিভাগকে কম্পিউটারের আওতায় আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।নাগরিকদের প্রত্যাশা পূরণে নগরবাসীর সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি।

মেয়র/প্রশাসক,
রংপুর সিটি
কর্পোরেশন,রংপুর

১.২ অর্থবছর ২০২৩-২০২৪ আমাদের অর্জনসমূহঃ

- কাঁচা সড়ক পাকাকরণ ২০.১১কিঃমিঃ
- পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ৩০কিঃমিঃ
- পাকা সড়কে ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ / রক্ষণাবেক্ষণ ৪৫ মিটার
- নগর এলাকার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পাইপ লাইন স্থাপন ৩কিঃমিঃ
- নগর এলাকার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পাইপ লাইন মেরামত ৬কিঃমিঃ
- নগর এলাকার ফুটপাত নির্মাণ ৭.০০ কিঃমিঃ

- নগর এলাকায় ড্রেন নির্মাণ ২৪.৮৫ কিঃমিঃ
- হাট-বাজার এবং গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন ০৪টি
- কবরস্থান/শ্মশান নির্মাণ/মেরামত ০৪টি
- নগর এলাকায় সড়ক বাতি স্থাপন ১০২২০টি
- নগর এলাকায় সড়ক বাতি সংস্কার/মেরামত ১৫৩০০টি
- নগর এলাকায় ০২টি পার্ক নির্মাণ/মেরামত

ডেঙ্গু মোকাবেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্যাদিঃ

- ডেঙ্গুসহ মশা বাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে জাতীয় নির্দেশিকা মোতাবেক সিটি কর্পোরেশনে কমিটি গঠন যার কার্যক্রম চলমান আছে এবং ওয়ার্ড কমিটি গঠন প্রক্রিয়াধীন আছে।
- ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- মশক নিধন ঔষধ লার্ভিসাইড এবং এডাল্টিসাইড স্প্রে কার্যক্রম।
- মশার প্রজনন স্থল শ্যামাসুন্দরী, কে ডি ক্যানেল মহানগরীর বিভিন্ন ড্রেন সমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, ঝোপ ঝাড়-জঙ্গল কর্তন অপসারণ, পরিষ্কার করত: উক্ত স্থানে মশক নিধন ঔষধ স্প্রেকরণ।
- প্রতিটি ওয়ার্ডকে ১০টি সাব জোনে বিভক্ত করত: সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরের নেতৃত্বে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, জনসাধারনের সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত:করণ সহ মাইকিং,লিটলেট বিতরণ। প্রতিটি সাব জোনে বিভিন্ন শ্রেণী/ পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে ২০ (১৫জন পুরুষ+৫জন মহিলা) সদস্য বিশিষ্ট সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- মশা নিধনে লজিষ্টিক সাপোর্ট যথা ফগার মেশিন, হ্যান্ড স্প্রে মেশিন, ঔষধ ক্রয়, মজুদের পরিমাণ মশক নিধন ঔষধঃ এডাল্টিসাইড =১০০০ লিটার, লার্ভিসাইড =২০০ লিটার, ফগার মেশিট ২২ টা, হ্যান্ড স্প্রে মেশিন ৮০ টা ।
- নির্মানাধীন ভবনের পাশং পাশ এলাকায় লার্ভিসাইড স্প্রেকরণ।
- লার্ভা দমনে নিয়মিত মোবাইল কোট পরিচালনা।
- ০৭ সদস্য বিশিষ্ট কুইক রেন্সপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে তারা কার্যক্রম গ্রহন করেন
- ০২ টি ডিজিটাল এল.ই.ডি টিভির মাধ্যমে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা মূলক বার্তা প্রচার করা হচ্ছে।
- ১৬/০৮/২০২৩ ইং তারিখ থেকে ডেঙ্গুসহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে ০৯টি ওয়ার্ডে ক্রাশ প্রোগ্রাম চালানো হয়েছে।
- ভ্রাম্যমান টিম লোক সংগীতের মাধ্যমে জন সচেতনতা মূলক প্রচারনা চালানো হয়েছে।
- তিন লক্ষ টাকার ডেঙ্গু টেস্ট কিট ক্রয় করা হয়েছে।

২০২২-২০২৪ অর্থ বছ্রে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মনোন্নয়নের তথ্যাদিঃ

- ❖ জৈব সার কম্পোস্ট প্লান্ট ২০১৮ সালে কার্যক্রম শুরু করা হয় যা মেরামত করে প্লান্টটির মানোন্নয়ন করা হয়।

- ❖ মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট ২০১৯ সালে শুরু করা হয় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্লান্টটির মানোন্নয়ন করা হয়।
- ❖ Feacal sludge treatment plant. ২০২০ সালে শুরু করা হয়, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্লান্টটির আধুনিকায়ন করা হয়েছে।
- ❖ বসতবাড়ীতে গৃহস্থালী বর্জ্য পৃথক করণের জন্য আর এফ এল প্লাষ্টিক ডাস্টবিন ৩০০০ টি সরবরাহ করা হয়।
- ❖ বিভিন্ন ওয়ার্ডে আর সি সি ডাস্টবিন ৭০ টি নির্মাণ করা হয়।
- ❖ ০৩টি এস টি এস নির্মাণ।
- ❖ সকাল এবং বিকেল ২ শিফটে বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম টেকসই করনের জন্য কমিউনিটিকে সম্পৃত্তকরণ ও কমিউনিটি দল গঠন সহ ০৪ টি মডেল ওয়ার্ড গঠন করা হয় যার কার্যক্রম চলমান আছে।
- ❖ পরিচ্ছন্নতা কর্মীগণের দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ।
- ❖ বসত বাড়ী এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হতে বর্জ্য সংরক্ষনের জন্য সমাজ ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) এবং এনজিও কে দায়িত্ব প্রদান ।
- ❖ দৈনিক সংগৃহীত বর্জ্যের পরিমান-১০০ মে:টন (১৬-৩০ নং ওয়ার্ড) সমূহে।

স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের অর্জনঃ

- ❖ ইপিআই সহ অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য বাৎসরিক মাইক্রোপ্লান তৈরী করা।
- ❖ নগর ভবনে মা ও শিশুদের টিকা প্রদান করা হয় (সকাল ৯.৩০মিনিট থেকে বিকাল ৪.০০টা) পর্যন্ত।
- ❖ কোভিড-১৯ টিকা দেয়া।
- ❖ কোভিড-১৯ রোগীর নমুনা সংগ্রহ।
- ❖ কোভিড-১৯ সনাক্ত রোগীদের বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান।
- ❖ বাড়ি বাড়ি গিয়ে কোভিড-১৯ টিকা প্রদান।
- ❖ প্রতিটি ওয়ার্ডে ০৮(আট)টি করে স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র রয়েছে। সেখানে মা ও শিশুদের টিকা প্রদান ।
- ❖ জলাতংকের টিকা প্রদান।
- ❖ প্রতি বছরে ০২ (দুই) বার সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্ষুদে ডাক্তার টিম গঠন।
- ❖ প্রতিটি বিদ্যালয়ে বছরে ০২ (দুই) বার ক্ষুদে ডাক্তার দ্বারা কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো।

- সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে বছরে ০২(দুই) বার ৬ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী সকল শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো।
- জাতীয় প্রোগ্রামে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা।
- নগর ভবনে আগত মায়েদের স্বাস্থ্য শিক্ষা মূলক ভিডিও চিত্র খঊউ টিভির মাধ্যমে দেখানো।
- প্রতি মাসে ইপিআই সুপারভাইজার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের টিকা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ ।
- নগর ভবনে আগত সকল ওয়ার্ডের ৫ বছরের নিচে শিশুদের পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান।
- নগর ভবনে আগত ০ থেকে ১৫ মাস বয়সী সকল শিশুদের সোল্টার স্কেল দ্বারা ওজন মাপা। এবং ১৬ মাস থেকে ৫ বছর শিশুদের গটঅঈ টেপ দ্বারা বাহু মাপার পর পুষ্টি নির্ধারণ এবং সকল শিশুকে স্বাস্থ্য বিষয়ক পুষ্টি সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান।
- ১৫-৪৯ বছর বয়সরে মহলিাদরে (টিটি) টিকা প্রদান ।
- ২ থেকে ৫ বছরের শিশুদের উচ্চতা মাপা হয় এবং পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান ।
- ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে মশক নিধন স্প্রে ও মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম পরিচালনা।
- নগর ভবনের ইপিআই টিকাদান কেন্দ্র ছাড়াও তিনটি জোনের ২৯৩ টি কেন্দ্রে ইপিআই টিকা প্রদান।
- নগর ভবনে একটি ব্রেষ্ট ফিডিং কর্ণার স্থাপন।
- পরিবেশ দূষণ অভিযোগ রোধে প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহন।
- তদরিদ্রদের মাঝে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ।
- মাক্স ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ।
- ডায়রিয়া রোগীদের খাবার স্যালাইন বিতরণ।
- ২৪ ঘন্টা এ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান।

নগর মাতৃসদন কেন্দ্রের সেবা সমূহ:

- প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা দেয়া ।
- প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা দেয়া ।
- নরমাল ডেলিভারী করা ।
- সিজারিয়ান অপারেশন করা ।
- ডি এন্ড সি করা ।
- জন্ম নয়িন্ত্রণ পরার্মশ প্রদান ।
- গর্ভপাত জনিত সেবা ও ঝুকিপূর্ণ গর্ভপাত প্রতিরোধ।
- ১৫-৪৯ বছর বয়সের মহিলাদের (টিটি) টিকা প্রদান এবং শিশুদের ই.পি.আই টিকা প্রদান।

১.৩ অর্থবছর ২০২৩-২০২৪ এবং পরবর্তী বছরগুলোর জন্য প্রতিশ্রুতি

- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, নগরের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আর্থ সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগনের জীবনমান উন্নয়ন।
- নতুন রাস্তা নির্মাণ ৫০.০০ কি.মি.
- রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ৪১.০০ কি.মি.
- ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ ১৫০ মিটার
- ড্রেণ নির্মাণ এবং মেরামত ৩০.০০ কি.মি
- ফুটপাত নির্মাণ এবং মেরামত ১৫.০০ কি.মি.
- সড়কবাতি স্থাপন/মেরামত ৬০.০০ কি.মি.
- পার্ক নির্মাণ /মেরামত ০১ টি
- পাবলিক টয়লেট নির্মাণ/মেরামত ৩০ টি
- পাইপ লাইন স্থাপন/মেরামত ৮.০০ কি.মি.
- কবরস্থান/শশ্মান উন্নয়ন/মেরামত ০৩টি
- রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সাংগাঠনিক কাঠামো অনুমোদন সাপেক্ষে সংস্থাপন বিভাগকে শক্তিশালীকরণ এবং প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল নিয়োগের মাধ্যমে জনসাধারনের সকল প্রকার নাগরিক সমস্যার সমাধান এবং সকল বিভাগ/শাখার সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামো তৈরী করা।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সকল আর্থিক লেনদেনের হিসাব ডিজিটালি সংরক্ষন, এবং এম.আই.এস বাস্তবায়ন।
- স্বাস্থ্য সেবা ডিজিটালাইজডকরণ ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ১ টি সিটি হাসপাতাল স্থাপন।
- পরিকল্পিত নগরায়ন ও অন-লাইনের মাধ্যমে ইমারত নক্সা অনুমোদন প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ০৩ টি আঞ্চলিক কার্যালয় ও ৩৩ টি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড অফিস নির্মাণ ।
- নগরবাসীর চলাচলের সুবিধার্থে যানজট পরিহার করে বিদ্যমান শ্যামা সুন্দরী খালের উপর দিয়ে নগরবাসীর পায়ে হাটা পথ, চলাচলের বিকল্প রাস্তা ও ফ্লাইওভার নির্মাণ এছাড়া যানজট নিরসনের জন্য শহরের অভ্যন্তরে ৪ লেন বিশিষ্ট রাস্তা তৈরীর কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার সাথে সাথে অবৈধ ফুটপাত দখলদার উচ্ছেদ সহ নগরীর রোড ডিভাইডার সমূহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা।
- আধুনিক পর্যটন শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে শহরস্থ চিকলীর বিলে- আধুনিক শিশু পার্ক, ওয়াটার পার্ক সহ ১টি থীম পার্ক স্থাপন।
- সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরনের জন্য “e-governence”- সিস্টেমের ব্যবস্থাপনায় অফিস অটোমেশন চালু করা এবং সিটি কর্পোরেশনের সকল শাখাকে ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনা এবং এম.ডি.জি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আরো জোরদার করা।

- পরিবেশ দূষন রোধকল্পে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গার্বেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন।
- নগরীর সংগৃহীত সকল বর্জ্যকে সম্পদে রুপান্তরের লক্ষ্যে বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ এবং জ্বালানী তৈরী করার গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।
- নাগরিকদের যাতায়াত ও এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে বিকল্প নতুন রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট নির্মাণ।
- নির্মান সামগ্রী পরীক্ষা করার জন্য অত্যাধুনিক মান সম্পন্ন নির্মাণ সামগ্রী পরীক্ষাগার স্থাপন।
- নগরবাসীর জন্য সুপেয় পানি সরবরাহে পানি শোধনাগার নির্মাণ।
- নিম্নবিত্ত/বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এর জন্য সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে বহুতল বিশিষ্ট আবাসন ভবন নির্মাণ।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপন ও বনায়ন কর্মসূচী করা এবং সামাজিক বনায়ন প্রকল্পের আওতায় বেকারত্ব দূরীকরণ।
- "রংপুর শহরের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন" তথা মাস্টার প্ল্যান এর বাস্তবায়ন ও নির্ধারিত স্থান ব্যতীত যত্রতত্র আবাসিক ভবন, মার্কেট, বাজার, শিল্প কারখানা স্থাপন রোধ।
- যাতায়াতের সুবিধার্থে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সিটি সার্ভিস চালু করা।
- পরিকল্পিত নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহা-পরিকল্পনার আওতায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, রোড নেটওয়ার্ক, পরিবহন ও যোগাযোগ পরিকল্পনা, ড্রেনেজ মহা-পরিকল্পনা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, গণশৌচাগার নির্মাণ ও বাস্তবায়ন করা।
- পরিকল্পিত নিরাপদ শিল্পনগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।
- নাগরিক সেবা সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মান-সম্পন্ন সকল প্রকার ভৌত অবকাঠামো ও নাগরিক সেবা প্রদান করা।
- নিরাপদ শহর গড়ার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- নগরীতে ভিক্ষুক নিরসন কর্মসূচী গ্রহণ তথা ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।
- আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দক্ষ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ সিটি কর্পোরেশন হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাসহ সিটি কর্পোরেশনের সকল পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কার করা

অধ্যায় ২. এক নজরে সিটি কর্পোরেশন

১। প্রতিষ্ঠাকাল	সিটি কর্পোরেশন হিসাবে প্রতিষ্ঠাকাল ২৮/০৬/২০১২ খ্রিস্টাব্দ।
২। ওয়ার্ড সংখ্যা	পৌরসভা হিসাবে প্রতিষ্ঠা ১ মে ১৮৬৯ ইং সাল (ক) শ্রেণীতে উন্নীত করণের তাং ২৩/০৯/১৯৮৬। ৩৩ টি। (মৌজা ১১২ টি, মহল্লা ৪৪২ টি)
৩। আয়তন	২০৫.৭০ বর্গ কিঃ মিঃ
৪। জনসংখ্যা	প্রায় ৭৯৬৫৫৬ জন, (পুরুষ ৩৯৮২৮২ জন, মহিলা ৩৯৮২৭৪ জন), শিক্ষিতের হার ৬৫%*ভোটার সংখ্যা= ৩,৭০,০০০ জন (প্রায়)
৫। হোল্ডিং সংখ্যা	৫১১৬৩ টি। সরকারী ৪৫৮ টি। বেসরকারী ৫০,৭০৫ টি।
৬। মোট রাস্তা	১৪২৭.২৫ কিঃ মিঃ (নতুন ও পুরাতন) *পাকা রাস্তা ৩৮২.২৫ কিঃমিঃ *এইচ.বি , ০৩ মিঃ,*আর.সি.সি ২৩ কিঃমিঃ *কাঁচা রাস্তা ৭২২ কিঃ মিঃ
৭। ড্রেনের পরিমান	১৬৫.০০ কিঃমিঃ
৮। ব্রীজের পরিমান	১২৫ টি।
৯। কালভার্টের সংখ্যা	১১১৫টি।
১০। পানি সংক্রান্ত তথ্য	মোট গৃহসংযোগ ৪৮৩৮ টি। (সরকারী ৮২ টি, আবাসিক ৪৭৫৬ টি) *গভীর নলকুপের সংখ্যা ১১টি (০৯ টি বর্তমানে চালু) *আয়কর বিমুক্তিকরণ প্লান্ট ৩টি। (২ টি চালু) *উচ্চ জলাধারের সংখ্যা ৫টি (বর্তমানে চালু ২ টি) *পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ১৫৭.৫ কিঃমিঃ
১১। মার্কেট / হাট	১৫ টি।(ক) পুরাতন এলাকাঃ ১.লালবাগ হাট ২.সিটি বাজার ৩.সীতানাত বণিক বিপনী বিতান ৪.ধাপ বাজার ৫.সাতমাথা মাহিগঞ্জ মার্কেট ৬.নবাবগঞ্জ মার্কেট৭.মাহিগঞ্জ বাজার ৮.কেল্লাবন্দ মার্কেট (নির্মাণাধীন) ৯.কামারপাড়া বাজার (খ) সম্প্রসারিত এলাকাঃ ১.পান্ডার দিঘী ২.হাজীরহাট ৩.চওড়ারহাট ৪.সাহেবগঞ্জ হাট ৫.চান্দকুটি হাট ৬.খলিসাকুটি হাট ৭.নিশবেতগঞ্জ ৮.নজিরেরহাট ৯.কেরানীরহাট ১০.চক ইসবপুরহাট ১১.বুড়িরহাট ১২.গোলাগঞ্জহাট ১৩.মনোহরহাট ১৪.শুকানচকিহাট ১৫.ভুরারঘাট হাট।
১২। কোচ/বাস/ট্রাক স্টান্ড	৪ টি। (১) ঢাকা কোচ স্টান্ড (২) কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল (৩) ট্রাক স্টান্ড (৪) পীরগাছাবাস স্টান্ড।
১৩। বিল	৩ টি। (১) চিকলী (২) নাছনিয়া (৩) কুকরুল।
১৪। কসাইখানা	২ টি। (গণেশপুর আর কে রোডের ধারে ও পাটবাড়ি, মাহিগঞ্জ)।

১৫। সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত	বিদ্যালয় সংখ্যা ১৭ টি। *উচ্চ বিদ্যালয় ৪টি *স্যাটেলাইট স্কুল ৩টি *সিজিপি কতৃক পরিচালিত স্কুল ১০ টি।
১৬।সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ	কলেজ ২৮ টি *হাই স্কুল ৫৪টি *মাদ্রাসা ২৪০ টি *কিন্ডার গার্ডেন ১৪০ টি
১৭।সিটি কর্পোরেশন মালিকানাধীন হাসপাতাল	৫টি *বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল, মাহিগঞ্জ *জুম্মপাড়া *সাতমাথা *এরশাদনগর *সম্মানীপুর।
১৮। যানবাহন	৪৮ টি *জীপ গাড়ি ৪টি (অকেজো ২টি) *পিক-আপ ৬টি *গার্বেজ ট্রাক ২৫ টি (অকেজো ৩টি)*রোড রোলার ৫টি *ভাইব্রেটরী রোলার২ টি *হুইল লোডার১টি *এ্যাম্বুলেন্স২ টি *মটর সাইকেল৩১ টি *ভ্যাকুয়াম ট্যাংকার ২ টি *হাইড্রোলিক বিমলিফটার ৪ টি
১৯। সাইকেল স্ট্যান্ড	০৩ টি *সিটি বাজার সাইকেল স্ট্যান্ড *লালবাগ হাট সাইকেল স্ট্যান্ড *সীতানাথ বাজার সাইকেল স্ট্যান্ড
২০। পুকুর	০২টি (১) কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল পুকুর (২) রাধাবল্লভ অফিস সংলগ্ন পুকুর।
২১। খোয়াড়	৪২ টি।
২২। রিক্সা/ভ্যানগাড়ি	২১,০০০ টি।
২৩। সিটি কর্পোরেশন এলাকাধীন হাসপাতাল/ক্লিনিক	*সরকারি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতাল ০৩ টি *বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতাল ০৪ টি, *ক্লিনিক কাম ডায়াগনিস্টিক সেন্টার ১৮৬টি
২৪। সড়কবাতির সংখ্যা	১৫,০০০ (প্রায়)
২৫। বস্তির সংখ্যা	৫৭ টি।
২৬। সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ:	*মসজিদ ১১১৪টি *কবরস্থান ৯৮৪টি *এতিমখানা ২৬টি *শ্নশান ০৩ টি *ঈদগা ময়দান ৮৫টি *মন্দির ১৩টি *চার্চ ০২টি
২৬।সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ:	*মসজিদ১১১৪টি*কবরস্থান ৯৮৪টি*এতিমখানা ২৬টি *শ্নশান ০৩ টি *ঈদগা ময়দান ৮৫টি *মন্দির ২১৩টি *চার্চ ০২টি

২৭। ট্রেড লাইসেন্স গ্রহীতা ১১৯৬৮ টি
২৮। ডাস্টবিনের সংখ্যা ১৫৬ টি, ডাম্পিং স্থান ০১টি (নাছনিয়া বিল সংলগ্ন)
২৯। সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত কবরস্থান সমূহ ৬টি *মুন্সিপাড়া*নুরপুর *লালবাগ *মিস্ত্রিপাড়া *তাজহাট *মাহিগঞ্জ
৩০। চিত্তবিনোদন কেন্দ্র ২ টি
৩৩। সিনেমা হল *সিনেমা হল ৩টি
৩৪। পার্ক *পার্ক ৩টি
৩৫। পাবলিক টয়লেট ১৩টি *নবাবগঞ্জ বাজার *কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল *ঠিকাদারপাড়া, ষ্টেশন রোড, রংপুর। *কেরামতিয়া মসজিদ সংলগ্ন *ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড *মাহিগঞ্জ বাজার *সিটি বাজার *ট্রাক টার্মিনাল *সাতমাথা মাহিগঞ্জ *মেডিকেল মোড় *শাপলা চত্বর *পায়রা চত্বর *ধাপ বাজার

২.১ ঐতিহাসিক পটভূমি ও মূল বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

সিটি কর্পোরেশন-এর উৎপত্তি

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রংপুর বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা রংপুর জেলা। ইতিহাস আর ঐতিহ্যের ধারক কালোত্তীর্ণ মহিমায় আর বর্ণিল দীপ্তিতে ভাস্বর, মানব ও প্রকৃতি সৃষ্ট মনোরম স্থান, অপার সম্ভাবনায় ভরপুর রংপুর জেলা। বিলুপ্ত রংপুর পৌরসভা বাংলাদেশের প্রাচীনতম বিশেষ শ্রেণীর পৌরসভা ছিল। ১৮৬৯ সালের ১ মে রংপুর পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। রংপুর নগরীর গুরুত্ব বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২৮ জুন ২০১২ খ্রিস্টাব্দে রংপুরকে সিটি কর্পোরেশন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে রংপুর খুবই গুরুত্বপূর্ণ শহর। অতীত হতে বর্তমান পর্যন্ত রংপুরের ইতিহাস খুবই বৈচিত্রময়। প্রাচীন ইতিহাসে ১৪০০ খ্রিঃ দিকে রংপুর বার্মা ডায়নেষ্টিক অব কিংডম হিসাবে সুপরিচিত ছিল। পরে পাল এবং সেন শাসকেরা রংপুর শাসন করেছেন। নিকট অতীতের ইতিহাসে রংপুর মোঘল শাসনকর্তা আকবর এর নির্দেশে রাজা মান সিংহ এর দ্বারা ১৫৭৫ সালে শাসিত হয়। কিন্তু ইহা খুব অল্প সময় যেমন ১৬৮৬ সাল পর্যন্ত। পরে ইহা মোঘল শাসনে অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে। তারপর মোঘল সরকারের নির্দেশে ঘোড়ার ঘাট সরকার কর্তৃক রংপুর শাসিত হয়। ১৮৫০ সালের দিকে মোঘল সরকারের আঞ্চলিক কার্যালয় হয় মাহিগঞ্জ।

ব্রিটিশ সরকারের সময় কালেক্টরেট স্থাপিত হয় ১৭৬৯ সালে এবং যা ১৭৭২ সাল হতে কাজ শুরু করে। এই কালেক্টরেটের মূল উদ্দেশ্য ছিল রেভিনিউ সংগ্রহ করা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। রংপুর মিউনিসিপ্যালিটি বাংলাদেশের প্রাচীনতম মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৭ সালের মে মাসে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক, শিল্প যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্র ছিল রংপুর। ১৯৮৬ সালে রংপুর মিউনিসিপ্যালিটি প্রথম শ্রেণীর পৌরসভায় উন্নতি লাভ করে। ২০১০ সালে বিভাগ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রংপুরের গুরুত্ব আরও অধিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালের ২৮ জুন রংপুর সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের পাশ দিয়ে প্রাচীনতম ঘাঘট নদী প্রবাহিত হয় এবং শ্যামাসুন্দরী ও কেডি ক্যানেল নামে দু'টি খাল রংপুর শহরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। অনেক ছোট ছোট শিল্প ও কল কারখানা রংপুর শহরের ভিতরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বর্তমান রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আয়তন ২০৩.১৯ বর্গকিঃমিঃ এবং জনসংখ্যা প্রায় ১০.০০ লক্ষ। রংপুর সিটি কর্পোরেশন (সিটি কর্পোরেশন অ্যাক্ট), ২০০৯ এর প্রজ্ঞাপন নং- ২৪৭- আইন/২০১২ তারিখ ২৮/০৬/২০১২ মূলে রংপুর সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তরিত হয়।

১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ১ মে ৫০.৫৬ বর্গকিলোমিটারের রংপুর পৌরসভার গোড়াপত্তন হয় প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন রংপুরের তৎকালীন কালেক্টর ই জি গ্লোজিয়ার। ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে ডিমলার জমিদার রাজা জানকীবল্লভ সেন রংপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। এছাড়াও অ্যাডভোকেট মাহাতাব উদ্দিন খান, মোহাম্মদ আফজাল, মুক্তিযোদ্ধা অপিল উদ্দিন আহমেদ, সাবেক এমপি শরফুদ্দিন আহমেদ ঝন্টু, কাজী মোঃ জুননুন পর্যায়ক্রমে একাধিকবার এ পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। সবশেষ পৌর চেয়ারম্যান ছিলেন একেএম আব্দুর রউফ মানিক। ১৮৯২ সালে জমিদারের দানকৃত বাগানবাড়ির জমিতে গড়ে তোলা হয় রংপুর পৌর ভবন। ১৯৮৬ সালে রংপুর পৌরসভাকে 'ক' শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। এ পৌরসভাকে তখন ৫০ দশমিক ৫৬ বর্গকিলোমিটারে সম্প্রসারিত করা হয়েছিল।রংপুর সিটি কর্পোরেশন বাংলাদেশের রংপুরের স্থানীয় সরকার সংস্থা এবং দেশের দশম সিটি করপোরেশন। ২০১২ খ্রিষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর তারিখে জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) বিল, ২০০৯-এর মাধ্যমে রংপুর পৌরসভাকে আনুষ্ঠানিকভাবে রংপুর সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয়।

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আয়তন ২০৩.১৯ বর্গকিলোমিটার। এই আয়তনের মধ্যে রংপুর সদরের ১০টি, কাউনিয়া সারাই ও পীরগাছার কল্যাণীসহ ১২টি ইউনিয়ন মিলে ১১২টি মৌজাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর মধ্যে ৭টি ইউনিয়ন পূর্ণাঙ্গ ও ৫টি আংশিক রয়েছে। তবে ক্যান্টনমেন্টকে সিটি করপোরেশনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড সংখ্যা ৩৩টি। রংপুর সিটি করপোরেশনে প্রথমবারের মতো নির্বাচন হয় ২০ ডিসেম্বর, ২০১২ সালে। এবং দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচন হয় গত ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের ২১ তারিখে।

আঞ্চলিক / জাতীয় প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক সম্পদ ও শহরের পরিবেশ

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে খনিজ সম্পদের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। বৃহত্তর রংপুর এলাকায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য খনিজ সমনপদ না থাকলেও পীরগঞ্জের খালাশীপীরে কয়লা এবং মিঠাপুকুরের রাণীপুকুরে তামার সন্ধান পাওয়া গেছে। নদী মাতৃক দেশের বৃহত্তর অংশ হিসাবে রংপুর জেলায়ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নাম জানা ও অজানা অসংখ্য ছোট বড় নদী। এ এলাকায় কৃষি ও অথনৈতিক ক্ষেত্রে এসব নদীর ভুমিকা অনস্বীকার্য । বৃহত্তর রংপুর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তিস্তা, ব্রহ্মপূত্র, যুমনা, ধরলা, ঘাঘট, দুধকুমার, প্রভৃতি নদী। রংপুরের নদ-নদীর আয়তন ৫শ ২৩ দশমিক ৬২ কিলোমিটার বা ৩শ ২ বর্গমাইল। এরমধ্যে তিস্তা রংপুর অঞ্চলের প্রধান নদী। এ নদী বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের অধিকাংশ জেলা অর্থাৎ নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার উপর দিয়ে প্রভাবিত হয়। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিস্তা ছিল উত্তরবঙ্গের প্রধান নদী। তিস্তা নদীর দুটি ব্যারেজ একটি ভারতের গজলডোবায়, অন্যটি বাংলাদেশের দোয়া নীড়ে। বুড়ি তিস্তা, ঘাঘট, মানাস, ধাইজান ইত্যাদি তিস্তার শাখা নদী

ছিলো কিন্তু ধীরে ধীরে উৎস নদী থেকে এগুলো পৃথক হয়ে গেছে। এছাড়া ঘাঘটতিস্তার একটি শাখা নদী। ঘাঘট পূর্বে খুব গুরুত্বপূর্ন নদী ছিল এবং শহরটি এর তীরেই অবস্থিত।

আঞ্চলিক / জাতীয় প্রেক্ষাপটে শহরের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য

সমতল ভূমির এ অঞ্চল দেশের খাদ্য ভান্ডার বলে পরিচিত। ধান, পাট, তামাক , রেশম , প্রাকৃতিক নীল , সবজি উৎপাদনে এ অঞ্চলের খ্যাতি বিশ্ব জুরে। নদীপথ সচল থাকায় দেশ বিদেশের ব্যবসা- বানিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র ছিল দেশের ৫টি পুরাতন জেলার অন্যতম রংপুর। ভূমিকম্পে তিস্তা নদীর গতি পরিবর্তন , প্রাকৃতিক দূর্যোগ , নদী ভাংগন , খরা –বন্যা , ফসল উৎপাদনে ব্যয় বৃদ্ধি , কৃষি পন্যের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া , আধুনিক কৃষি উৎপাদনে সক্ষমতার অভাব , শিক্ষা , চাকুরী ও ব্যবসা বানিজ্যে পশ্চাৎপদতা এই অঞ্চলে দেখা দেয় নানা টানা পাড়েন । সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় এবং রাজনৈতিক ও সরকারী নানা বৈষম্যের কারণে খাদ্য উদ্‌বৃত্ত রংপুর অঞ্চলের মানুষ ক্রমাগতভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা হারায় ।

ফলে দারিদ্রতা , আশ্বিন কার্তিক ও চৈত্র – বৈশাখে কাজ- খাদ্যের অভাব , নগদ অর্থের সংকট বিভিন্ন কারণে এ অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যে নেমে আসে মংগা নামের অভিশাপ । শুরু হয় আর্থিক ও সামাজিক নানা সংকট । জমি হারিয়ে ধিরে ধিরে উচ্চবিত্ত কৃষক মধ্যবিত্ত , মধ্যবিত্ত কৃষক ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র কৃষক বিত্তহীণ দিনমজুরে পরিনত হতে থাকে । আর শিল্প ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন না হওয়ায় কর্মসংস্থানের অভাবে দারিদ্রতা কমেনি । বরং দেশের অন্য অঞ্চলের চেয়ে এ অঞ্চলে দারিদ্রের হার শতকরা দশভাগ বেশি । আর বহির্গমনের হার দেশের অন্য অঞ্চলের চেয়ে শতকরা দশ ভাগ কম । অর্থাৎ দেশের দক্ষিন পূর্বাঞ্চলে ১১ ভাগ হলেও রংপুল অঞ্চলে তা শতকরা ১ ভাগেরও কম । আশার কথা এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে । দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়, সিটি কর্পোরেশন বাস্তবায়িত হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, অবকাঠামো, চিত্তবিনোদন, বৈচিত্রময় কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নানা সাফল্যে ফিরে পাচ্ছে হারানো গৌরব।

রংপুরের ঐতিহাসিক নিদর্শন

রংপুরে ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের মধ্যে ১৮৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত রংপুর জিলা স্কুল , ১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত রংপুর পাবলিক লাইব্রেরী দেশে ৪টি স্থাপনার একটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ বৃটিশ স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শন প্রত্নসম্পদ, মোঘল স্থাপত্য নিদর্শন মাওলানা কেরামত আলী মসজিদ , ইন্দো-স্যাসানিয় স্থাপত্য শৈলীর রংপুর টাউন হল দেশে এই ভবনও মাত্র ৪টি , ১৯১৮ সালে বৃটিশ গভর্নর টমাস ডেভিড ব্যারন কারমাইকেলের প্রচেষ্টায় তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত হয় এ অঞ্চলের শেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ কারমাইকেল কলেজ । এখানে রয়েছে ক্যান্সার নিরসনের ঔষধি গাছ কাইজেলিয়া যা উপমহাদেশে বিরল। তাজহাট জমিদারবাড়ি বর্তমানে রংপুর যাদুঘর । সুদুর পাঞ্জাব থেকে গোপাল লাল এর পূর্বপুরূষ রংপুরের মাহিগঞ্জে টুপি বা তাজে হীরা – মানিক , জহরত সংযুক্ত করে ব্যবসা করায় স্থানটি তাজহাট নাম হয় ।

অনেক অর্থবৃত্তের অধিকারী এই ব্যবসায়ী জমিদারী পত্তন নেয়ায় তাজহাট জমিদার নামে সুপরিচিত হন । তিনি দৃষ্টিনন্দন রাজপ্রাসাদ নির্মান করেন যা আজও পর্যটকদের

মোহিত করে । বর্তমানে যা যাদুঘর হিসেবে দর্শনার্থী ও পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। কারমাইকেল কলেজ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখায় তাজহাট রাজার নামে জিএল রায় হোস্টেল , ক্রীড়া ও আথর্- সামাজিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য গোবিন্দ লাল গোল্ডকাপ ও জিএল রায় রোড স্মৃতি বহন করে। এ ছাড়া ডিমলার রাজা জানকি বল্লব সেন যিনি প্রথম পৌরসভার চেয়ারম্যান হয়ে নিজ বাগান বাড়িতে প্রতিষ্টিত করেন রংপুর পৌরসভা যেখানে এখন সিটি কর্পোরেশন স্থাপিত , যিনি মাতা শ্যামাসুন্দরীর নামে নগরকে জলাবদ্ধতা ও পীড়ার আকর থেকে রক্ষা করতে শ্যামাসুন্দরী খাল কেটে চির অমর হয়েছেন । এ ছাড়া ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জেলা পরিষদ , বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান পায়রাবন্দ – যেখানে গড়ে ওঠেছে স্মৃতিকেন্দ্র। ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজীর স্মৃতি বিজড়িত খাসবাগ , বখতিয়ারপুর , শতরঞ্চি শিল্প ও ক্যান্টমেন্ট ঘেরাও আন্দোলনের নিশবেতগঞ্জ, টেপা , বামনডাঙ্গা , মন্থনা জমিদারবাড়ি , ডিমলা কালি মন্দির , ধর্মসভা , পীরগঞ্জে রাজা নীলাম্বরের কাঁটাদুয়ার , নূরুলদীনের জন্মভূমি মিঠাপুকুরের ফুলচৌকি ,পীরগাছার ইটাকুমারী রাজবাড়ি- ১৭৮৩ সালের প্রজাবিদ্রোহের সূতিকাগার , কল্যাণীর নব্দীগঞ্জ, নাপাইচন্ডি -দেবীচৌধুরাণীর সাথে বৃটিশ যুদ্ধে তাঁর মৃত্যুস্থান ,কাউনিয়ার ভূতছড়ায় বৃটিশের সাথে যুদ্ধ ও দেবী চৌধুরানীর পিত্রালয় শিবু কুন্ঠিরাম, হারাগাছের ধুমনদী যেথানে পরিখা খুড়ে অবস্থান ও যুদ্ধপরিচালনা করেছেন ভবানী পাঠক দেবী চৌধুরানী সেই ঐতিহাসিক ধুমেরকুঠি অন্যদা নগরের সন্ন্যাসীর মঠ, উলিপুরের বজড়া, ডালিয়া-দোয়ানিতে দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প তিস্তা সেচ প্রকল্প , পাটগ্রামে তিনবিঘা করিডোর,তিস্তা সড়ক সেতু,সিটি চিকলীপার্ক,ঘাঘট নদীর উপর বিনোদন পার্ক প্রয়াস, এসব স্থানে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তুললে পর্যটকদের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্ভাবনার নতুন দুয়ার উন্মোচিত হবে । বিভাগীয় ষ্টেডিয়াম,অডিটরিয়াম,শহীদ মিনার,মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স,সুইমিং পুল,চিত্তবিনোদনের পার্ক, প্রস্তাবিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল,কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পাঞ্চল,২য় বিসিক শিল্প নগরী,আইটি পার্ক ও কৃষি যন্ত্রাংশের কারখানা এবং সার ও সিমেন্ট কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব।

জাতীয়/আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে শহরের প্রধান শিল্প ও বানিজ্য

কৃষিনির্ভর রংপুর অঞ্চল উদ্‌বৃত্ত ফসল ও সমতল উর্বর ভূমির জন্য সুপ্রসিদ্ধ । ধান, পাট, তামাক , রেশম প্রভৃতি অর্থকরি ফসলের জন্য প্রাচীন কাল থেকে রংপুর অঞ্চল সমৃদ্ধ। এখান থেকে ১৫০ কোটি টাকার উন্নত মানের বার্লি তামাক বিদেশে রপ্তানী হয় । তবে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগত নিয়ন্ত্রণের কারনে তামাক চাষ কমছে । বাড়ছে আলুর চাষ । দেশের সবচেয়ে বেশি আলু উৎপাদন এলাকা হিসেবে ইতোমধ্যে রংপুরের সুনাম ছড়িয়েছে । তবে অপরিকল্পিত চাষ , চাহিদার চেয়ে উৎপাদন বেশি , ক্রেতা,সংরক্ষন ও বাজার সমস্যায় মূল্য বিপর্যয়ে কখনও রাস্তায় নামে কৃষক । যদিও সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয় কিন্তু স্থায়ী ভাবে এর সংরক্ষন এবং বহুমূখী ব্যবহার বিশেষত আলু প্রক্রিয়াজাত শিল্প গড়ে না ওঠায় এক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা কাটেনি । হিমাগার শিল্প , ব্যবসায়ী ও চাষীরা এখনও রয়েছে ঝুঁকিতে । কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে লোকসান গুনলে উৎপাদনে তার প্রভাব পড়ে । মূলত এ অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে যে পণ্যের মূল্য পায় সে দিকে ঝোঁকার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় । তবে কৃষি গবেষনার অগ্রগতিতে স্বল্প জীবনকালের খরা-বন্যা সহিঞ্চু। বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবনে এক সময়ের মৌসুমি কর্মাভাব , খাদ্যাভাব ও মঙ্গার প্রকোপ তেমন না থাকলেও নদী ভাঙ্গন , প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর

প্রভাব বিদ্যমান থাকায় সারা দেশের চেয়ে এখানে দারিদ্যের হার তুলনামূলক বেশি ও মাথা পিছু আয় কম ।

এ ছাড়া কৃষির প্রতি বেশি মাত্রায় নির্ভরশীলতা , কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া, শিল্পায়ন সমস্যা ,দেশ বিদেশে কর্মসংস্থানের সমস্যা নানা কারনে স্থায়ীভাবে দারিদ্র বিমোচন সমন্বিত হচ্ছে না । যদিও খাদ্য উৎপাদন অনেক বেড়েছে , অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান কিছুটা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার পরেও এ অঞ্চলের কৃষকের ভাগ্যের আশানারূপ পরিবর্তন ঘটে নি। বরং এক শ্রেনীর মধ্যস্বত্তভোগী ফটকা বানিজ্যিক মোটাতাজাকরন অস্বাভাবিক হওয়ায় সামাজিক স্থিতিশীলতা ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বৈষম্য ও নেতিবাচক প্রভাব বাড়ছে । তবে অতীত ঐতিহ্যের ধারাবাহিতকা হ্রাস ও কোন কোন ক্ষেত্র পরিবর্তিত হলেও নতুন নতুন সম্ভাবনা রংপুর অঞ্চলকে আবারো সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিচ্ছে । যেমন ৬০ বছর পরে হলেও রংপুরে বেগম রোকেয়ার নামে বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে ।অবশেষে ২০৩.১৯ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সিটি কর্পোরেশন হয়েছে । মেট্রোপলিটন সিটি গড়ার কাজও এগুচ্ছে । উদ্‌বৃত্ত ধান – চাল বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ হচ্ছে , আলু ,সবজী , পাট, হাড়িভাঙ্গা আম ,প্রাকৃতিক নীল ডায়িং পণ্য ও শতরঞ্চি বিদেশে রপ্তানী বাড়ছে । ক্ষুদ্র পাটকল স্থাপনে কর্মসংস্থান বাড়ছে , পাটের সূতা , বস্তা , ব্যাগ সীমিত আকারে রপ্তানী হচ্ছে । বিদেশে পুরুষের পাশাপাশি স্বল্প পরিসরে নারী শ্রমিক বিদেশী কর্মসংস্থানে যোগ দেয়ায় রেমিটেন্স আয়ে কিছুটা হলেও সুযোগ তৈরী হয়েছে , দেখা দিয়েছে নতুন সম্ভাবনা । গরূ মোটাতাজাকরণে নিরব বিপ্লব ঘটছে । তিস্তাসহ এ অঞ্চলের অভিন্ন নদীর পানি একতরফা প্রত্যাহার করায় বৃহৎ তিস্তা সেচ প্রকল্প অকার্যকর হওয়ায় নদীর নাব্যতা কমছে, কমছে ভূ গর্ভস্থ পানির স্তর, মাটিতে কমছে খনিজ পদার্থের হার। মাছ উৎপাদনে চাহিদার তুলনায় ঘাটতি বাড়লেও আমিষের চাহিদা পূরণে ক্ষুদ্র খামারীরা দুগ্ধ উৎপাদনে সাফল্য অর্জন করেছে । দেশের ৫০ ভাগ উৎপাদিত আমিষের ২৫ ভাগ চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখছে রংপুরের গাভী পালনকারী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা। মশলা ও ডাল জাতীয় ফসল বহূমূখীকরণে কাগুজে পরিকল্পনা এবং বরাদ্দ থাকলেও আশানারুপ বাস্তবায়ন না হলেও ফুল , আম, লিচু , বাউকূল , ভূট্টা ,হস্ত-কুটির শিল্প পণ্য উৎপাদন বাড়ছে , বাড়ছে পরিবেশ সম্মত জৈব বালাই নাশকের ব্যবহারে বিষমুক্ত ফসলের চাষ ।বিভিন্ন নদী চরাঞ্চলে বাড়ছে ভুমিহীনদের কুমড়ো,তুলা ও নদীর পানিতে ভাসমান সব্জি চাষ। পুষ্টির জন্য জিংক সমৃদ্ধ ধান চাষ,গঙ্গাচড়ার হাবু বেনারসী পল্লিতেও নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গড়ে উঠছে ছোট ছোট মাছ ও পশু খাদ্যের মিল কারখানা। অবকাঠামোর ক্ষেত্রে নগরীর ৪ লেন সড়ক, তিস্তা সড়ক সেতু ও ২য় তিস্তা সেতু, ব্যাবসা বানিজ্য ও শিল্প প্রসারে আশার সৃষ্টি করেছে।

২.২ অর্থবছর ২০২৩-২০২৪ এর উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	• কাঁচা সড়ক পাকাকরণ ২০.১১কিঃমিঃ • পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ৩০কিঃমিঃ • পাকা সড়কে ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ / রক্ষণাবেক্ষণ ৪৫ মিটার • নগর এলাকার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পাইপ লাইন স্থাপন ৩কিঃমিঃ • নগর এলাকার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে

	পাইপ লাইন মেরামত ৬কিঃমিঃ • নগর এলাকার ফুটপাত নির্মাণ ৭.০০ কিঃমিঃ • নগর এলাকায় ড্রেন নির্মাণ ২৪.৮৫ কিঃমিঃ • হাট-বাজার এবং গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন ০৪টি • কবরস্থান/শ্মশান নির্মাণ/মেরামত ০৪টি • নগর এলাকায় সড়কবাতি স্থাপন ১০২২০টি • নগর এলাকায় সড়কবাতি সংস্কার/মেরামত ১৫৩০০টি
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	**২০২৩-২০২৪ অর্জন** • ১২০ টি প্লাস্টিক ডাস্টবিন সরবরাহ করা হয়। • বিভিন্ন ওয়ার্ডে ২২ টি আর সি সি ডাস্টবিন নির্মান করা হয়। • শ্যামা সুন্দরী ও কেডি ক্যানেল পরিস্কার করা হয়েছে বর্তমানেও এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। • ক্রাশ প্রোগ্রামের কর্মসূচি অনুযায়ী নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডের নর্দমা সমূহ পরিস্কার করা হয়েছে এবং বর্তমানেও চলমান রয়েছে। • মহানগরবাসির বর্জ্য সম্পর্কিত অভিযোগ মতামত ও পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি টোল ফ্রি হটলাইন সেন্টার চালু করা হয়, যার নাম্বার ০১৭৩৩-৩৯০১৫০। • দৈনন্দিন সৃষ্ট বর্জ্যের ৮০% বর্জ্য অপসরণ করা হয়েছে। • মশক নিধনের জন্য নতুন ০৪ টি ফগার মেশিন সংযোজন করা হয়েছে। • মশক নিধনের জন্য ৭০০০ লিটার এডাল্টিসাইড ও ৭০ লিটার লার্ভিসাইড ছিটানো হয়েছে। • ডেঙ্গু সহ মশাবাহিত রোগের প্রাদূর্ভাব প্রতিরোধ কল্পে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। **ল্যান্ডফিল ব্যবস্থাপনাঃ** অত্র সিটি কর্পোরেশনে ৬.৪১ একর আয়তনের ০১ টি ল্যান্ডফিল আছে এখানে একজন পরিচ্ছন্ন পরিদর্শক, ০৫ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী, ০২ টি স্কেভেটর, ০১ টি পে লোডার, ০১ টি ব্যাক-হো লোডার আছে। এখানে প্রত্যহ বর্জ্য সমূহ সংরক্ষণ ও লেভেলিং করা হয়। **২০২৪-২০২৫ কর্ম-পরিকল্পনাঃ** ০১। ১৬ নং ওয়ার্ডকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য মডেল ওয়ার্ড গঠন। ০২। রংপুর মহানগরবাসিকে একটি আধুনিক পরিবেশ বান্ধব ও পরিচ্ছন্ন নগরী উপহার দেয়া। ০৩। শহরের পয়ঃ নিস্কাশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শ্যামা সুন্দরী, কেডি ক্যানেলসহ নর্দমা সমূহ পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম চলমান রাখা। ০৪। দৈনন্দিন উৎপাদিত বর্জ্য কালেকশনের মাত্রা ৯৫% এ

	উন্নিতি করণ। ০৫। ডেঙ্গু সহ মশাবাহিত রোগের প্রাদূর্ভাব প্রতিরোধে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। ০৬। নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। ০৭। মশক নিধনের জন্য ৭২০০ লিটার এডাল্টিসাইড ও ৮৫ লিটার লার্ভিসাইড ছিটানোর পরিকল্পনার গ্রহণ। নগরীর গুরুত্বপূর্ণ শ্যামা-সুন্দরী ক্যানেল পরিস্কার ও সচল রাখার ফলে নগরবাসীগণ তার সুবিধা ভোগ করছেন তা অব্যহত রাখা। নগরীতে মশক নিধন কার্যক্রম চলমান আছে।
জনস্বাস্থ্য	• ৬২,৪৯৭ জন শিশুকে টিকা প্রদান করা হয়েছে। • ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে = ২,৫৭,১৮৮ জন শিশুকে। • কৃমির ট্যাবলেট ৩,০০,০০০ জন ছাত্র/ ছাত্রীকে। • স্যালাইন বিতরন ১,১০,০০০ পিচ করা হয়েছে ।
সমাজকল্যান,শিক্ষা ও সংস্কৃতি	রংপুর সিটি কর্পোরেশন থেকে হতদরিদ্র মানুষ এবং বস্তিবাসী মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে এবং নগরীর দুস্থ, অসহায় ও অসুবিধাগ্রস্ত শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের নিমিত্তে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় ১০টি বস্তির ৩১০০ সদস্যাদের মধ্যে ডায়াবেটিক পরীক্ষা, উচ্চ রক্তচাপ মাপা, গর্ভবতী ও গর্ভ পরবর্তী মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কিশোরীদরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা সহ প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর কৃমিনাশক ট্যাবলেট ও খাবার

	স্যালাইন বিতরন করা হয়। এছাড়াও আয়বৃদ্ধি মুলক কর্মসূচীর (আই.জি.এ) আওতায় ৫০ জন সদস্যাকে দর্জি প্রশিক্ষণ এবং সেলাই মেশিন প্রদান করা হয় এবং ৫০ জন সদস্যাকে বিউটি পার্লার প্রশিক্ষণ ও প্রসাধনী প্রদান করা হয়েছে ।
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নসহ প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষা	রংপুর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নসহ প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা নাই।
শিশু পার্ক, পার্ক (উদ্যান) ও বনায়ন	রংপুর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত চিকলী পার্ক রয়েছে,সেখানে শিশুদের খেলার জন্য একটি নির্দিষ্ট এলাকা রয়েছে যেখানে তারা বিভিন্ন ধরণের খেলনা, স্লাইড, দোলনা, নাগর দোলা সুইং এবং বেশ কিছু রাইড উপভোগ করতে পারে। পার্কটি সবুজ গাছপালা, ফুল, জলাধার, হাঁটার পথ, বেঞ্চ এবং বিভিন্ন ধরণের বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সজ্জিত রয়েছে। শহুরে জীবনের ক্লান্তি দূর করতে চিকলী পার্ক বিশেষভাবে সহায়ক, কারণ এখানে মানুষ হাঁটাহাঁটি, ব্যায়াম,পিকনিক বা নিছক বিশ্রামের ব্যাবস্থা রয়েছে।
প্রশাসনিক উন্নয়ন	• প্রশাসনিক কার্যক্রম উন্নতির লক্ষে ই-ফাইলিং পদ্ধতিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চলমান রাখা হয়েছে। • কর্মীদের কর্মে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মোটিভেশন প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। • ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এতে করে আগত সেবাপ্রার্থীগণ খুব সহজেই তাদের কাঙ্খিত সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। • তথ্য-অধিকার আইন মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। • হেল্প ডেস্কের কার্যক্রমসমূহ গুরুত্বসহকারে নিষ্পন্ন করা হচ্ছে।
নাগরিক সম্পৃক্ততা	সিটি কর্পোরেশন (নাগরিক মতামত ও অভিযোগ প্রতিকার) মডেল প্রবিধান রয়েছে। একইসাথে নাগরিক সম্পৃক্তকরণের উপর জোর দিয়ে নির্দেশিকাও রয়েছে। যেখানে নাগরিকদের সাথে বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের মতামত এবং অভিযোগ নেয়ার কথা রয়েছে। এটিকে অনুসরণ করে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নাগরিকদের অভিযোগ, মতামত, পরামর্শ এমনকি নাগরিকরা সিটি কর্পোরেশনের কাজের উপর কতটুকু সন্তুষ্ট সে সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা নেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। শহুরে জীবনযাত্রার মান উন্নতিকল্পে এবং দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য নগর অবকাঠামো উন্নয়ন ও মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের দিকে রংপুর

	সিটি কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছে। নাগরিকদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় চারটি পরামর্শ রয়েছেঃ • নগরের পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে নাগরিকদের সম্পৃক্ততা। • নাগরিক সেবার মান উন্নয়নের জন্য নাগরিকদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবী প্রবণতা বৃদ্ধি, • স্থানীয় অবকাঠামো ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নাগরিক চাহিদা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং • নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জন্য নাগরিক সমর্থন গড়ে তোলা। এছাড়াও রংপুর সিটি কর্পোরেশন নাগরিকদের অংশগ্রহণে ই-গভর্ন্যান্স, ইলেকট্রনিক যোগাযোগ মাধ্যম, জনগণের মধ্যে পারস্পরিক তথ্য বিনিময় ও যোগাযোগের উপর জোর দিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। রংপুর সিটি কর্পোরেশন নাগরিক সম্পৃক্ততার জন্য ওয়ার্ড এবং সিটি পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি করেছে যেখানে বস্তিবাসী, এনজিও প্রতিনিধি ও সাধারণ নাগরিকদের তাদের ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের সাথে একত্রিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও যোগাযোগ মাধ্যমের সদস্যদের সাথে এনজিও, পেশাজীবী এবং ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদের একত্রিত করেছে।
অন্যান্য উদ্ভাবনিমূলক অর্জন	• বায়োমেট্রিক এ্যাটেনডেন্স সিস্টেম তথা ফেইস রিকগনিশন ডিভাইস • ই-ট্রেড লাইসেন্স কার্যক্রম • ই-নথি তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ

৩. ভিশন ও মিশন

৩.১ ভিশন

ভিশনঃ দারিদ্রমুক্ত, পরিবেশবান্ধব সুন্দর ও নিরাপদ মহানগরী।

৩.২ মিশন

- মিশনঃ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ,
- নগরের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।
- স্বল্প সময়ে, স্বল্প খরচে নগরবাসীকে নাগরিক সেবা প্রদান করা।

৪. সাংগঠনিক কাঠামো ও মানব সম্পদ

৪.১ বিভাগসমূহ ও জনবল

৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত

বিভাগ	কর্মকর্তা/কর্মচারী ও চুক্তিভিত্তিক জনবলের সংখ্যা						
	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	চতুর্থ শ্রেণী	চুক্তিভিত্তিক	মাস্টাররোল	দৈনিক হাজিরা
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অফিস	০১ জন	-	-	০১ জন	-	-	02 Rb
সচিবের অফিস	০১ জন	-	-	০১ জন		০১ জন	-
রাজস্ব	০১ জন	-	-	-	০১ জন	০১ জন	-
আইন	-	-	-	০১ জন			০১ জন
হিসাব	০১ জন	-	০৭ জন	০৩ জন	০৯ জন		
প্রকৌশল	০৭ জন	-	১১ জন	০৪জন	০৮ জন		৭৫জন
প্রকৌশল-যান্ত্রিক	০১ জন	-	-	-	-	-	৮৩ জন
প্রকৌশল- বিদ্যুৎ			০৩ জন	০৫ জন		-	১৩জন
জনস্বাস্থ্য	০২ জন	-	১৭ জন	১২ জন	০১ জন	১০ জন	৭৬জন
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	-	০৩ জন	০৭ জন	০৭জন		১০ জন	-
সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন	০১ জন	-	০১ জন	০৩ জন	০১ জন	-	-
প্রশাসনিক	-	-	০৬ জন	১৭জন	-	০৬ জন	০৯জন
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন	-	-	০৭ জন		-	১৬ জন	-
সম্পত্তি	০১ জন		০১ জন	০৫জন	-	০১ জন	১৯জন
রাজস্ব	-	-	৩১ জন	০৭ জন	১০ জন	০৫ জন	৭০জন
তথ্য ও প্রযুক্তি	-	-	-	-		০২ জন	০৫ জন
ভান্ডার	-	-	০১ জন	-	-		০৪জন
শিক্ষা ও সংস্কৃতি	-	-	০২ জন	০১ জন			04 জন
বিদ্যুৎ	০২ জন (দায়িত্বপ্রাপ্ত)	০২ জন	১৭ জন	৫৭জন		০৫ জন	৬০জন
পানি সরবরাহ	০১ জন	-	২৩জ	-		০৪ জন	২৮জ

			ন				ন
ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার	-	-	০১ জন	০১ জন	০১ জন		০৬জন
মোট	১৯ জন	০৫ জন	১৩৫ জন	১২৫ জন	৩১ জন	৬১ জন	৪৫৫ জন
সর্বমোট	৮৩১ জন						

৪.২ মেয়র, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরঃ

মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরগনের বিস্তারিত তথ্যাদিঃ

ক্রমিক নং	নির্বাচিত ঘোষিত প্রার্থীগণের নাম, পিতা/স্বামীর (বিবাহিত মহিলার ক্ষেত্রে) নাম ও ঠিকানা (মনোনয়নপত্রে যেইরূপ দেওয়া হইয়াছে)	যেই ওয়ার্ড হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন তাহার নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	মোবাইল নম্বর	ছবি
১	২	৩	৪	৫
১	মোঃ মোস্তাফিজার রহমান পিতা-মোঃ মামদুহুর রহমান বাসা নং-৬, রোড নং-১/২, কলেজ রোড (শান্তিবাগ) রংপুর সদর, রংপুর	মাননীয় মেয়র	০১৭১২৬৯৫৩১৩	
২	মোছাঃ দিলারা বেগম পিতাঃ মোঃ দুলাল মিয়া গ্রামঃ উত্তম, ডাকঃ উত্তম হাজীরহাট-৫৪০০, রংপুর সদর রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০১	০১৯৪৩৬১৬৩৩২	

৩	মোছাঃ সুলতানা পারভিন স্বামী- এস এম নূরুজ্জামান আদর্শপাড়া, চব্বিশ হাজারী, ডাকঘরঃ বুড়িরহাট ফার্ম-৫৪০০, রংপুর সদর, রংপুর।	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০২	০১৭৬১৮১১৫৬৪	
৪	মোছাঃ মোছলেমা বেগম স্বামীঃ মোঃ আবু বকর সিদ্দিক গ্রাম/রাস্তাঃ বাহার কাচনা, ডাকঘরঃ নিউ সহেবগঞ্জ-৫৪০০,রংপুর সদর,রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৩	০১৯৩৭০০৩৮৪২	
৫	মোছাঃ শামীমা আকতার পিতা- মোঃ শাহাজাহান আলী গ্রামঃ চৌধুরীপাড়া, রাধাকৃষ্ণপুর, ডাকঘরঃ কেরানীরহাট-৫৪০০ থানাঃ হাজীরহাট, উপজেলাঃ রংপুর সদর, রংপুর।	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৪	০১৭১৫৮৪৩৮৭৭	
৬	মোছাঃ মোসলেমা বেগম স্বামী-মোঃ দেলোয়ার হোসেন গ্রাম: গনেশপুর দোলাপাড়া গনেশপুর, ডাকঘর: বড়বাড়ী-৫৪০০, রংপুর সদর, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৫	০১৭০৬৩০৩৭৮৪	
৭	মোছাঃ জাহেদা আনোয়ারী স্বামীঃ মোঃ আতোয়ার হোসেন গ্রাম- রামপুরা, রোড নং-নিশবেতগঞ্জ-১, পোঃ উপশহর-৫৪০১ রংপুর সদর, রংপুর সিটি কর্পারেশন, রংপুর।	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৬	০১৯৩১৫৪৯৩০৩	
৮	মোছাঃ ফেরদৌসী বেগম পিতা: মোজাফ্‌ফর আহম্মেদ বাসা: ১৪৭, রাস্তা: নিশবেতগঞ্জ, রোড ৬/১, ডাকঘর: রংপুর -৫৪০০, রংপুর সদর, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৭	০১৭১২২৫৮১০৬	

৯	মোছাঃ হাসনা বানু পিতা- মোঃ হাশেম শেখ ১৮৫, ৫/২ জুম্মাপাড়া, রংপুর সদর, রংপুর।	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৮	০১৭৬৭২৯৫ ৩৫০	
১০	মোছাঃ মনোয়ারা সুলতানা মলি পিতা- মকবুল হোসেন ঠিকানা: ৪০১, স্টেশন রোড ১, পীরপুর, আলমনগর, রংপুর সদর, রংপুর।	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৯	০১৭২৩৩১৪ ৬৭৩	
১১	মোছা: সাজমিন রহমান শিউলি স্বামীঃ মোঃ আনিছুর রহমান গ্রামঃ ধুমখাটিয়া, পোঃ মাহিগঞ্জ, থানাঃ মাহিগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-১০	০১৭১০৬০৫ ১২৯	
১২	ঝরনা খাতুন স্বামী- মোঃ জোবাইদুল ইসলাম খাঁন গ্রামঃ বড় রংপুর কাইদাহারা, ডাকঃ মাহিগঞ্জ-৫৪০৩, রংপুর সদর, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-১১	০১৭৬৭৫৩৭ ১৪০	

ক্রমিক নং	নির্বাচিত ঘোষিত প্রার্থীগণের নাম, পিতা/স্বামীর (বিবাহিত মহিলার ক্ষেত্রে) নাম ও ঠিকানা (মনোনয়নপত্রে যেইরূপ দেওয়া হইয়াছে)	যেই ওয়ার্ড হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন তাহার নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	মোবাইল নম্বর	ছবি
১	২	৩	৫	৫
১৩	মোঃ রফিকুল ইসলাম পিতাঃ মোঃ মকবুল হোসেন গ্রাম- মন্থনা, পোঃ উত্তম হাজির হাট, ওয়ার্ড নং- ০১, থানা-হাজির হাট, রংপুর সদর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-০১	০১৭৬৭৪৮২০৯৩	
১৪	মোঃ গোলাম সরওয়ার মির্জা পিতাঃ মোঃ আব্দুল কাদের গ্রামঃ গোয়ালু, ডাকঘরঃ বুড়িরহাট ফার্ম, রংপুর সদর, রংপুর	সাধারণ ওয়ার্ড-০২	০১৭২০৪৯৮১৩০	
১৫	মোঃ আসেক আলী পিতাঃ সহিদার রহমান গ্রামঃ বানিয়া পাড়া, উত্তম, ডাকঘরঃ হাজীরহাট-৫৪০০ রংপুর সদর, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-০৩	০১৭৬৭৪৮০৫৮১	
১৬	শ্রী হারাধন চন্দ্র রায় পিতা-বঙ্কম চন্দ্র রায় গ্রামঃ জলছত্র- বিনোদ ডাকঃ খটখটিয়া থানাঃ পরশুরাম, জেলাঃ রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-০৪	০১৭১৪৬৭৮৭৩৪	
১৭	মোঃ মোখলেছুর রহমান পিতা- মোঃ জয়নাল আবেদীন গ্রামঃ হারাটি, ডাকঃ বুড়িরহাট ফার্ম, থানাঃ পরশুরাম মেট্রো, জেলাঃ রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-০৫	০১৭৭৪৯২৬০৬৬	

১৮	মোঃ আবু হাসান চঞ্চল পিতা-মোঃ মজিবুর রহমান গ্রাম-পশ্চিম কোবারু, ডাকঘর-বুড়ির হাট ফার্ম, থানা-পরশুরাম, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-০৬	০১৭১২০৮৩৬৩৬	
১৯	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম পিতাঃ মৃত আব্দুস ছালাম গ্রাম-গুলাল বুদাই,পোঃ-ময়নাকুটি ৫৪১০,রংপুর সদর, রংপুর সিটি কর্পোরেশন রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-০৭	০১৭৩৪০২২৩৩৬	
২০	মোঃ আফছার আলী পিতা-ছমির উদ্দিন গ্রমঃ-মহব্বত খাঁ, ৮ নং ওয়ার্ড, মহানগর, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-০৮	০১৭৬৮৮৮৪২৩৮	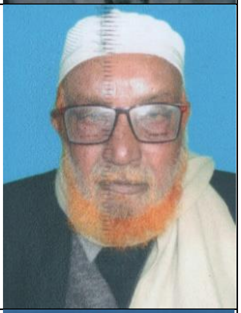
২১	মোঃ নজরুল ইসলাম দেওয়ানী পিতা-আব্দুর রহিম গ্রামঃ বাহার কাচনা তেলীপাড়া, ডাকঃ নিউ সাহেবগঞ্জ থানাঃ হারাগাছ মেট্রো রংপুর ,জেলাঃ রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-০৯	০১৭১১০৭০৪১০	
২২	শাহ্ মোঃ কামরুজ্জামান পিতা- মৃতঃ এমদাদুল হক গ্রামঃ জগদীশপুর, ডাকঘরঃ কেরানীরহাট, রংপুর সদর রংপুর	সাধারণ ওয়ার্ড-১০	০১৭১৭০৫৬২১৯	
২৩	মোঃ ওয়াজেদুল আরেফিন পিতা- মৃত আশরাফুল হোসেন গ্রামঃ বিন্যাটারী. ডাকঘর-কেরানীরহাট থানাঃ হাজীরহাট, রংপুর মহানগর রংপুর	সাধারণ ওয়ার্ড-১১	০১৭১৯৮৫৮৭১৭	

২৪	মোঃ মকবুল হোসেন পিতা- আমিন উদ্দিন সাং- রাধাকৃষ্ণপুর; ডাকঘরঃ কেরানীরহাট-৫৪০০ রংপুর সদর, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-১২	০১৭১৬৯২৮১৭৬	
২৫	মোঃ ফজলে এলাহী পিতা- মৃত মোফাজ্জল হোসেন গ্রাম- যুগীটারী পীরজাবাদ, ডাকঘর- উপশহর, থানা- কোতয়ালী মেট্রো, ওয়ার্ড নং- ১৩, জেলা- রংপুর	সাধারণ ওয়ার্ড-১৩	০১৭২১৭৬৪৯৭৬	
২৬	মমদেল হোসেন সরকার পিতা- মৃত আহাম্মদ আলী সরকার গ্রাম: বড়বাড়ী, ডাকঘর: বড়বাড়ী, ১৪ নং ওয়ার্ড, মহানগর, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-১৪	০১৭৩৯৪২৬৩২৮	
২৭	মোঃ জাকারিয়া আলম পিতা- মৃত: এ. কে. এম আজিজুল ইসলাম গ্রাম-বিনোদপুর, পো-আক্কেলপুর, থানা- তাজহাট, রংপুর	সাধারণ ওয়ার্ড-১৫	০১৭৩৭৫৮৭৫৯১	
২৮	মোঃ আমিনুর রহমান পিতাঃ আকবর হোসেন কহিনুর সাং- বিসিক রোড, কেল্লাবন্দ, ডাকঘর- উপশহর, থানা-কোতয়ালী মেট্রো, জেলা-রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-১৬	০১৭১৪৯৬৬৩৭০	

২৯	মোঃ আব্দুল গাফফার পিতাঃ কেরু মোহাম্মদ গ্রামঃ ভগিবালাপাড়া, ডাকঃ উপশহর-৫৪০১, রংপুর সদর, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-১৭	০১৭৩১৪৮১৩৮৮	
৩০	মোঃ মাসুদ রানা পিতা: আব্দুল জব্বার বাসা নং- ১৫, রোড নং- ০১, গ্রামঃ সাতগাড়া মিস্ত্রীপাড়া, সদর, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-১৮	০১৭৭৩৫৫৭৪৪৯	
৩১	মোঃ মাহমুদুর রহমান পিতাঃ আলহাজ্ব মাহাতাব উদ্দিন গ্রামঃ রাধাবল্লভ, ডাকঘরঃ রংপুর-৫৪০০, রংপুর সদর, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-১৯	০১৭১৮২৮২৯৩০	
৩২	মোঃ তৌহিদুল ইসলাম পিতা: মুক্তিযোদ্ধা তৈয়বুর রহমান গুড়াতীপাড়া, রংপুর সদর, রংপুর	সাধারণ ওয়ার্ড-২০	০১৭১৬০৯৭০১৯	
৩৩	মোঃ মাহাবুবার রহমান মঞ্জু পিতা- মোঃ মনছুর আলী বাসাঃ ১/২০০, গ্রামঃ নিউ আদর্শপাড়া, আলমনগর-৫৪০২, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-২১	০১৭১২৯৪৯৩৭২	
৩৪	মোঃ মিজানুর রহমান মিজু পিতা: মোঃ ইদ্রিস আলী ১০০/০৩, গনেশপুর, রংপুর সদর, রংপুর	সাধারণ ওয়ার্ড-২২	০১৭১৩৭৮৩৩০৩	

৩৫	লিটন পারভেজ পিতা- আজিজার রহমান ৪৩০, ফকির মোহাম্মদ রোড ০২, জুম্মাপাড়া, রংপুর সদর, রংপুর	সাধারণ ওয়ার্ড-২৩	০১৭১৭৩১৬২০০	
৩৬	মোঃ রফিকুল আলম পিতা- আলী হায়দার মিয়া গ্রামঃ তাঁতী পাড়া, থানাঃ কোতয়ালী মেট্রো জেলাঃ রংপুর	সাধারণ ওয়ার্ড-২৪	০১৭২৪৯৮৭২০৫	
৩৭	মোঃ নূরুন্নবী ফুলু পিতা-আব্দুল গফুর শালবন মিস্ত্রী পাড়া বাড়ী নং-১৪২ রোড-২/৩, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-২৫	০১৭১২৫৩০১৯৮	
৩৮	মোঃ শাহাজাদা পিতা-নুর মোহাম্মদ	সাধারণ ওয়ার্ড-২৬	০১৭১২-৯০২০৯৫	
৩৯	মোঃ রেজওয়ান আল মেহেদী মৃত নূরুল আবছার দুলাল আলমনগর কলোনী, রাস্তা ১/৩, বাসা-২৮২, আলমনগর, কোতয়ালী, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-২৭	০১৭১২১৯৬৩০৩	
৪০	মোঃ শাহাদত হোসেন পিতাঃ শেখ আব্দুর রশিদ মসজিদ মোড়, গ্রামঃ তাজহাট, ডাকঘরঃ আলমনগর-৫৪০২, থানাঃ তাজহাট, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-২৮	০১৭৫৯০৬৩৭৪৭	

৪১	মোঃ হারুন অর রশিদ পিতাঃ মোঃ আব্দুল লতীফ মিয়া গ্রামঃ বামনডাঙ্গা, কানুনগো টোলা, থানাঃ মাহিগঞ্জ, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর	সাধারণ ওয়ার্ড-২৯	০১৭৬৩০১৬৫৩০	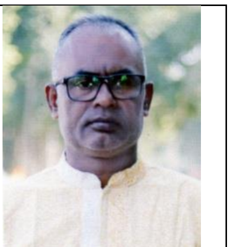
৪২	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম তোতা পিতা- তমিজ উদ্দীন প্রধান কুটির পাড়া, আলম নগর, কোতয়ালী থানা, রংপুর মোট্রোপলিটন।	সাধারণ ওয়ার্ড-৩০	০১৭১২৯৬৮৮৫৮	
৪৩	মোঃ সামছুল হক পিতাঃ আব্দুল করিম, গ্রামঃ কিসামত বিষু ডাকঘরঃ আক্কেলপুর-৫৪০০,তাজহাট-রংপুর সদর, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-৩১	০১৭৭০৬৩০২৫৫	
৪৪	মোঃ শাহাদৎ হোসেন পিতাঃ মোঃ শহিদার রহমান, গ্রাম-ধর্মদাস সর্দার পাড়া, ডাক-নগরমীরগঞ্জ, ওয়ার্ড নং-৩২ রংপুর সিটি করপোরেশন, থানা-তাজহাট মেট্রোপলিটন জেলা-রংপুর	সাধারণ ওয়ার্ড-৩২	০১৭২৩১১১৬১৯	
৪৫	মোঃ সিরাজুল ইসলাম পিতাঃ মোঃ ইউসুফ আলী, বাসা/হোল্ডিং: ৪১, গ্রাম/রাস্তা: আজিজুল্ল্যাহ্ ঠাটারীপাড়া রংপুর সদর, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-৩৩	০১৭২০৩৯৯৫৫০	

অধ্যায় ৫ : বাজেট ও অর্থ বিবরনী

৫.১ সংক্ষিপ্ত আর্থিক বিবরণী

(১) আয় / প্রাপ্তি (রাজস্ব)

(ইউনিট: টাকা হাজারে)

	অর্থবছর ২০২৩-২০২৪			
	প্রাক্কলিত বাজেট (খ)	প্রকৃত (আনুমানিক) (ক)	প্রকৃত প্রাপ্তির হার (আনুমানিক) (ক/খ x১০০)	প্রকৃত (আনুমানিক) অংশের শতকরা হার
রাজস্ব (পুনরাবৃত্ত) খাতে প্রাপ্তি <পানিসহ>	৯৫৫৩১৩.৪০	৬২২১১৮.৪৩	৬৫.১২	৬৫.১২%
উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তি <পানিসহ>	৩৫০৬৯৬৯.৯০	৮৬২৯০০.৩১	২৪.৬১	২৪.৬১%
মোট প্রাপ্তি	৪৪৬২২৮৩.৩০	১৪৮৫০১৮.৭৪	৮৯.৭৩	৩৩.২৮%

	অর্থবছর ২০২২-২০২৩ (পূর্ববর্তী বছর)			
	প্রাক্কলিত বাজেট (খ)	প্রকৃত (ক)	প্রকৃত প্রাপ্তির হার (ক/খ x ১০০)	প্রকৃত (আনুমানিক) অংশের শতকরা হার (%)
রাজস্ব(পুনরাবৃত্ত) প্রাপ্তি <পানিসহ>	১৩০৫৬১৪.২৮	৮০৭৮৬৩.২৫	৬১.৮৭৬১০৪০৪	৬১.৮৮%
উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তি <পানিসহ>	৪১৩৯৪৫৭.৩১	৯৫৯০৮৪.০২	২৩.১৬৯৩১৭৭৭	২৩.১৭%
মোট প্রাপ্তি	৫৪৪৫০৭২	১৭৬৬৯৪৭	৮৫.০৪৫	৩২.৪৫%

(২) পরিশোধ (ব্যয়)

(ইউনিট: টাকা হাজারে)

	অর্থবছর ২০২৩-২০২৪			
	প্রাক্কলিত বাজেট (খ)	প্রকৃত-(আনুমানিক) (ক)	প্রকৃত পরিশোধের হার (আনুমানিক) (ক/খ x১০০)	প্রকৃত-(আনুমানিক) অংশের শতকরা হার (%)
রাজস্ব(পুনরাবৃত্ত) খাতে পরিশোধ/ব্যয়	৯০০৮০০.০০	৬১৯৫৩১.৫৬	৬৮.৭৮	৬৮.৭৮%

<পানিসহ>				
উন্নয়নখাতে ব্যয় <পানিসহ>	৩৪৮৪৫০০.০০	৮০৬২৮৪.৬৩	২৩.১৪	২৩.১৪%
মোট পরিশোধ/ব্যয়	৪৩৮৫৩০০.০০	১৪২৫৮১৬.১৯	৯১.৯১	৩২.৫১%

	অর্থবছর ২০২২-২০২৩ (পূর্ববর্তী অর্থবছর)			
	প্রাক্কলিত বাজেট (খ)	প্রকৃত (ক)	প্রকৃত পরিশোধের হার (ক/খ x১০০)	প্রকৃত অংশের শতকরা হার (%)
রাজস্ব (পুনরাবৃত্ত) খাতে পরিশোধ/ব্যয় <পানিসহ>	১০০১৬৫০.০০	৮৩৭০১১.২৪	৮৩.৫৬	৮৩.৫৬%
উন্নয়নখাতে ব্যয় <পানিসহ>	২৯২০৪০০.০০	১৭৯০৬৯২.৯৫	৬১.৩২	৬১.৩২%
মোট পরিশোধ	৩৯২২০৫০.০০	২৬২৭৭০৪.১৯	১৪৪.৮৮	৬৭.০০%

৫.২ রাজস্ব আদায়ঃ

(১) হোল্ডিং ট্যাক্স

(একক : হাজার টাকা)

	অর্থ বছর ২০২২-২০২৩	অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪		
	প্রকৃত	বাজেট চাহিদা (আ)	প্রকৃত (অ)	সংগ্রহের হার অ/আ X ১০০%
ভুমি ও ইমারতের উপর ট্যাক্স (........৭%)	৩৭৮২৭.২৪	৫২৫০০	৪৬৬২৭.৩৪	৮৮.৮১
কনজারভেন্সি রেইট (............৭%)	৩৭৮২৭.২৪	৫২৫০০	৪৬৬২৭.৩৪	৮৮.৮১

সড়কবাতি রেইট (.........৩%)	১৬০১৫.১০	২২৫০০	১৯৯৮৩.১৫	৮৮.৮১
পানি সরবরাহ রেইট (.........৩%)	১৬০১৫.১০	২২৫০০	১৯৯৮৩.১৫	৮৮.৮১
মোট হোল্ডিং ট্যাক্স (.........২০%)	১০৭৬৮৪.৬৮	১৫০০০০	১৩৩২২০.৯৮	৮৮.৮১

(২) ওয়ার্ড ভিত্তিক হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ঃ

(একক : হাজার টাকা)

ওয়ার্ড নম্বর	অর্থ বছর ২০২২-২০২৩	অর্থবছর ২০২৩-২০২৪			২০২৩-২০২৪ অর্থবছর শেষে বকেয়া
	প্রকৃত	বাজেট (চাহিদা) (আ)	প্রকৃত (অ)	দক্ষতা অ/আ x ১০০%	
০১	৫৫৩.৫৬	৭৬৪.০১০	৬৭৮.৫৪৮	৮৮.৮১৪	৮৫.৪৬২
০২	২৫৫.৫৬৩	৩৫২.৭২২	৩১৩.২৬৬	৮৮.৮১৪	৩৯.৪৫৫
০৩	৩৪৬.৮২৬	৪৭৮.৬৮০	৪২৫.১৩৫	৮৮.৮১৪	৫৩.৫৪৫
০৪	১৮৭০.৭৪৪	২৫৮১.৯৫৭	২২৯৩.১৩৯	৮৮.৮১৪	২৮৮.৮১৮
০৫	০	০	০	০	০
০৬	০	০	০	০	০
০৭	০	০	০	০	০
০৮	০	০	০	০	০
০৯	১৪৫৬.৪৮৫	২০১০.২০৫	১৭৮৫.৩৪৩	৮৮.৮১৪	২২৪.৮৬২
১০	৪৩৬.৮৪৮	৬০২.৯২৬	৫৩৫.৪৮৩	৮৮.৮১৪	৬৭.৪৪৩
১১	৫৩৫.৬১৬	৭৩৯.২৪৫	৬৫৬.৫৫৩	৮৮.৮১৪	৮২.৬৯২
১২	৯২৫.৪৬৮	১২৭৭.৩০৯	১১৩৪.৪২৯	৮৮.৮১৪	১৪২.৮৮০
১৩	২৪৫৪.৬৮২	৩৩৮৭.৮৯৩	৩০০৮.৯২৩	৮৮.৮১৪	৩৭৮.৯৭০
১৪	২৫৭৬.০৬২	৩৫৫৫.৪২০	৩১৫৭.৭১০	৮৮.৮১৪	৩৯৭.৭১০
১৫	২২৯২.০১৪	৩১৬৩.৩৮৩	২৮০৯.৫২৭	৮৮.৮১৪	৩৫৩.৮৫৬
১৬	১৫৬৯৩.০৭	২১৬৫৯.২০০	১৯২৩৬.৩৯৯	৮৮.৮১৪	২৪২২.৮০১
১৭	১০৮৭৭.২৪	১৫০১২.৫০০	১৩৩৩৩.২০০	৮৮.৮১৪	১৬৭৯.৩০০
১৮	৮৬২২.৫২৪	১১৯০০.৬০০	১০৫৬৯.৩৯৭	৮৮.৮১৪	১৩৩১.২০৩
১৯	১২৬৪১.১৫	১৭৪৪৭.০২০	১৫৪৯৫.৩৯৪	৮৮.৮১৪	১৯৫১.৬২৬
২০	৩৫৯৩.৮২৯	৪৯৬০.১১৭	৪৪০৫.২৭৮	৮৮.৮১৪	৫৫৪.৮৩৯
২১	৩৮০১.৭৬৬	৫২৪৭.১০৭	৪৬৬০.১৬৫	৮৮.৮১৪	৫৮৬.৯৪২
২২	৩৬০৯.৮৫৪	৪৯৮২.২৩৪	৪৪২৪.৯২১	৮৮.৮১৪	৫৫৭.৩১৩
২৩	৫০৩২.৮৬২	৬৯৪৯.২৩৬	৬১৬৯.২২৯	৮৮.৮১৪	৭৭৭.০০৭
২৪	৪০৯১.৬১৬	৫৬৪৭.১৫১	৫০১৫.৪৬০	৮৮.৮১৪	৬৩১.৬৯১
২৫	৫২৪৭.৩৪	৭২৪২.২২২	৬৪৩২.১০৬	৮৮.৮১৪	৮১০.১১৬
২৬	৩০৫৯.৩৫৭	৪২২২.৪৫২	৩৭৫০.১২৮	৮৮.৮১৪	৪৭২.৩২৪
২৭	৪৯৭৯.৫৫৭	৬৮৭২.৬৬৬	৬১০৩.৮৮৯	৮৮.৮১৪	৭৬৮.৭৭৭

২৮	১১০০৮.৩১	১৫১৯৩.৪০০	১৩৪৯৩.৮৬৪	৮৮.৮১৪	১৬৯৯.৫৩৬
২৯	১২১৮.০১৭	১৬৮১.০৭৮	১৪৯৩.০৩২	৮৮.৮১৪	১৮৮.০৪৬
৩০	১১৯১.০৫৯	১৬৪৩.৮৭১	১৪৫৯.৯৮৭	৮৮.৮১৪	১৮৩.৮৮৪
৩১	৭৪.০০৩	১০২.১৩৭	৯০.৭১২	৮৮.৮১৪	১১.৪২৫
৩২	১২৪.০৩৮	১৭১.২০০	১৫২.০৫০	৮৮.৮১৪	১৯.১৫০
৩৩	১১২.৩৪৮	১৫৫.০৬০	১৩৭.৭১৫	৮৮.৮১৪	১৭.৩৪৫
মোট=	১০৮৬৮১.৮	১৫০০০০	১৩৩২২০.৯৮১	৮৮.৮১৪	২০৪৮৯.১০৭

(৩) সময় মত হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সমূহঃ

১	(ক) আর্থিক বছরের শুরুতেই ০৭ জুলাই এর মধ্যে ১০**%** রিবেট সুবিধাসহ বিল প্রিন্ট করে ১৫ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে গ্রাহকদের নিকট হোল্ডিং ট্যাক্সের বিল শতভাগ পৌছানা নিশ্চিত করা। (খ) নভেম্বর মাসের শুরু থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া**/**খেলাপি ব্যাক্তি**/**প্রতিষ্ঠান সমূহকে বকেয়ার হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের লক্ষ্যে তাগাদা নোটিশ**,** চুড়ান্ত নোটিশ এবং প্রযোজনে সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা। (গ) জানুয়ারি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে ৩য় কিস্তির বিল প্রিন্ট করে ১৫ ই মার্চের মধ্যে গ্রহকদের নিকট হোল্ডিং ট্যাক্সের বিল শতভাগ পৌছানো নিশিচত করা। (ঘ) এপ্রিল মাসের ৭ তারিখের মধ্যে ৪র্থ কিস্তির বিল প্রিন্ট করে ১৫ জুনের মধ্যে গ্রাহকদের নিকট শতভাগ হোল্ডিং ট্যাক্সের বিল পৌছানো নিশ্চিত করা। (ঙ) প্রথম ও দ্বিতীয় প্রান্তিকে ত্রৈমাসিক কর মেলার আয়োজন করা **(**অগ্রীম ট্যাক্স প্রদানের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া**)** (চ) বকেয়া ও হাল ট্যাক্স আদায়ের লক্ষ্যে বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে আদায় বৃদ্ধিকরণ। (ছ) অভিভাবকগনকে ট্যাক্স প্রদানে সচেতন করার লক্ষ্যে ওয়ার্ড ভিত্তিক হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় ক্যাম্পিং কার্যক্রম ও স্কুল ভিত্তিক হোল্ডিং ট্যাক্স বিষয় শিক্ষার্থীদের অবহিত করণ ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম ও রচনা প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করা হয়েছে। (জ)The Municipal Rules 1986, Rule 11&12 মোতাবেক বকেয়া কর আদায় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৪) অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজস্ব আয়ের উৎসঃ

খাত	**অর্থবছর ২০২২-২৩**	**অর্থবছর ২০২৩-২৪**		
	প্রকৃত আদায়	**দাবী(ক)**	**প্রকৃত আদায় (খ)**	**আদায়ের হার খ/ক×১০০ (%)**
ট্রেড লাইসেন্স	৩,২২,৬৫,৬১৪/-	৪,৫০,০০,০০০/-	৩,৩২,৬১,১১৮/-	৭৪%
বিজ্ঞাপন কর	৭৮,৫২,৪৩৫/-	১,০০,০০,০০০/-	৩০,৫৭,৭৪১/-	৩১%
হাট বাজার ইজারা	৬,৬৮,১২,১২৩/-	৬,২২,৮৬,৩৪৮/-	৬,১৭,৫০,৩০৫/-	৯৯.১৪%
দোকান ভাড়া	৫০,২৭,৩৯৪/-	২,৭৪,১৭,০২৩/-	৫৫,৮৪,৪০৭/-	২০.৩৭%

অধ্যায় ৬. অবকাঠামোগত উন্নয়ন

৬.১ উন্নয়নমুলক প্রকল্প এবং উল্লেখযোগ্য মেরামত-সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

(১) ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প এবং প্রধান মেরামত কাজ কার্যক্রম সমুহ

(এককঃ হাজার টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আইডিপি থেকে গ্রহন করা হয়েছে (হ্যাঁ / না)	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	অর্থের উৎস	২০২৩-২০২৪ অর্থবছর শেষে অগ্রগতি (%)	
						ভৌত	আর্থিক
উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ							
রাস্তা							
১	কাঁচা রাস্তা পাকাকরন	না	১৮০৯০০.০০	১৭১৮৫৫.০০	বিশ্বব্যাংক/জিওবি	১০০%	৯৫%
নিষ্কাশন (ড্রেনেজ)							
১	ড্রেন নির্মাণ	না	৩৬০০০০.০০	৩৩৮৪০০.০০	বিশ্বব্যাংক/জিওবি	১০০%	৯৬%
ভৌত অবকাঠামো							
১	ফুটপাত নির্মাণ	না	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০	বিশ্বব্যাংক/জিওবি/নিজস্ব	১০০%	১০০%
প্রধান মেরামত কার্যক্রম (নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ বা পুর্নবাসন)							
রাস্তা							
১	পাকা সড়ক রক্ষনাবেক্ষণ	না	১৮০০০০.০০	১৮০০০০.০০	বিশ্বব্যাংক/জিওবি	১০০%	১০০%
নিষ্কাশন(ড্রেনেজ)							
১	ড্রেন মেরামত	৭৮৭৫০০.০০	৭৪৮১২৫.০০	বিশ্বব্যাংক/জিওবি	১০০%	৯৫%	৭৮৭৫০০.০০
ভৌত অবকাঠামো							
১	ফুটপাত মেরামত	না	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০	বিশ্বব্যাংক/জিওবি/নিজস্ব	১০০%	১০০%

(এককঃ লক্ষ টাকা)

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রধান মেরামত কাজসমূহ

রাস্তা							
১	কাঁচা রাস্তা পাকাকরন	না	১৮০৯০০.০০	১৭১৮৫৫.০০	বিশ্বব্যাংক/জিওবি	১০০%	৯৫%
নিষ্কাশন (ড্রেনেজ)							
১	ড্রেন নির্মাণ	না	৩৬০০০০.০০	৩৩৮৪০০.০০	বিশ্বব্যাংক/জিওবি	১০০%	৯৬%
ভৌত অবকাঠামো							
১	ফুটপাত নির্মাণ	না	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০	বিশ্বব্যাংক/জিওবি/নিজস্ব	১০০%	১০০%
প্রধান মেরামত কার্যক্রম (নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ বা পুর্নবাসন)							
রাস্তা							
১	পাকা সড়ক রক্ষনাবেক্ষণ	না	১৮০০০০.০০	১৮০০০০.০০	বিশ্বব্যাংক/জিওবি	১০০%	১০০%
নিষ্কাশন (ড্রেনেজ)							
১	ড্রেন মেরামত	না	৭৮৭৫০০.০০	৭৪৮১২৫.০০	বিশ্বব্যাংক/জিওবি	১০০%	৯৫%
ভৌত অবকাঠামো							
১	ফুটপাত মেরামত	না	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০	বিশ্বব্যাংক/জিওবি/নিজস্ব	১০০%	১০০%

৬.২ ক্রমপুঞ্জীভূত উন্নয়ন-সম্পর্কিত অর্জনসমূহ

	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শেষান্তে মোট	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের শেষান্তে মোট	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি/পরিবর্তন
মোট রাস্তা	১৬১০.০০ কিঃমিঃ	১৬২৫.০০ কিঃমিঃ	১৫.০০ কিঃমিঃ
বিসি (বিটুমিনাস কার্পেটিং)	১১৫৮.৬৭ কিঃমিঃ	১২০০.৭৮ কিঃমিঃ	৪২.১১ কিঃমিঃ
সিসি (সিমেন্ট কংক্রিট)	৩৯.০০ কিঃমিঃ	৪০.০০ কিঃমিঃ	১.০০ কিঃমিঃ
আরসিসি (রড-সিমেন্ট-কংক্রিট)	৬৬.০০ কিঃমিঃ	৭৩.০০ কিঃমিঃ	৭.০০ কিঃমিঃ
ড্রেন			
ব্রিক (ইটের)	--	--	--
আরসিসি	৪০০.৫৩ কিঃমিঃ	৪২৬.০৩ কিঃমিঃ	২৫.৫৩ কিঃমিঃ
কাঁচা	--	--	--
খাল	--	--	--

ব্রীজ/সেতু			
মোট (সংখ্যা)	১৮০ টি	১৮২ টি	২টি
মোট দৈর্ঘ্য	৩৬৮২.০০ মিঃ	৩৭০৬.০০ মিঃ	২৪ মিঃ
কালভার্ট			
মোট (সংখ্যা)	১১৬৯ টি	১১৭৯ টি	১০টি
গণশৌচাগার			
মোট (সংখ্যা)	৪৯ টি	৬৯ টি	২০ টি

অধ্যায় ৭ অবকাঠামো পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রম সমূহ

৭.১ সচিবের দপ্তর

(১) প্রধান পরিসেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
সাধারণের বাজার ব্যবস্থাপনা	রংপুর সিটি কর্পোরেশনাধীন বাজার সংখ্যা ১৪টি যথা সিটি বাজার, সিটি পার্ক সম্মুখভাগ, নবাবগঞ্জ বাজার, ধাপ বাজার আর কে রোড, সরকারি বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন বাজার, কাচারী বাজার, বাংলাদেশ ব্যাংক মোড় সংলগ্ন বাজার, কামারপাড়া, শ্রী সীতানাথ বনিক বিপনী বিতান বাজার, আশরতপুর চকবাজার, ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড কামারপাড়া বাজার, মাহাতাব খান মার্কেট, মাহিগঞ্জ পাইকারী বাজার/মাছ বাজার এবং টার্মিনাল বাজার। উক্ত বাজারসমূহের মোট দোকান সংখ্যা-২৭০৭টি। উক্ত বাজারসমূহ হতে রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে প্রতি মাসে বিভিন্ন ধরণের নোটিশসহ নিয়মিত বিল প্রদান করা হয়। এছাড়াও নিয়মিত বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং ফুটপাত থেকে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ কার্যক্রম পারিচালনা করা হয়। রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর মধ্যে ১৬টি হাট-বাজার ইজারা প্রদান করা হয় এবং ইজারাকৃত অর্থ হতে নিয়ম মাফিক ভ্যাট, আয়কর, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ তহবিল ও ভূমি রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়।
যানজট নিয়ন্ত্রণ	• প্রধান প্রধান রাস্তা এবং বাজারের জায়গাগুলিতে ট্র্যাফিক কর্মীদের নিযুক্ত করা হয়েছে। • যানজট নিয়ন্ত্রণে নগরীর ০৩ টি গুরুত্বপূর্ণ মোড় তথা, জাহাজ কোম্পানী মোড়, লালকুঠি মোড় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক মোড়ে ডিজিটাল ট্রাফিক সিগন্যাল স্থাপন করা হয়েছে।
নাগরিক তথ্যসেবা কেন্দ্র (সিআই এসসি)	• নাগরিকদের জন্য ওয়ান স্টপ সেবা চালু করা হয়েছে। • অনলাইনে অভিযোগ গ্রহণ এবং তা নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।
সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রচার	• সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং তা যথারিতী প্রচারনার ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে। • বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের স্পনসর করা হয়।

(২) অর্জনের সূচকসমূহ

সেবা সমূহ	সূচক এবং অর্জন		
	সূচক	অর্থবছর ২০২২/২০২৩	অর্থবছর ২০২৩/২০২৪
সাধারণের বাজার	সাধারনের বাজারে খালি জায়গার পরিমান	৩.৫০ একর	৩.৫০ একর
যানজট	ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য	১৫ জন	১৫ জন

নিয়ন্ত্রণ	নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা		
সংস্কৃতি ও খেলাধূলা বিষয়ক	অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক কর্মসূচির সংখ্যা	০২	০২
	অনুষ্ঠিত স্পন্সরকৃত সাংস্কৃতিক কর্মসূচির সংখ্যা	০১ টি	০১ টি
অনধিকার প্রবেশ	সাধারনের জায়গা থেকে অবৈধভাবে স্থাপিত দোকান সরিয়ে নেয়ার সংখ্যা	১১৩ টি	১১৩ টি

(৩) পূর্ববর্তী বছরের চাইতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের বিষয়ে ব্যখ্যা

১. যানযট নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের চেয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩ জন বৃদ্ধি করা হলেও ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে তা অপরিবর্তিত রয়েছে।

২. ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সাধারণ জায়গা থেকে জনগণের চলাচলের সুবিধার্থে ফুটপাত এবং বাজারসমূহের প্রবেশদার হতে প্রায় ১২০ টি অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করা

৭.২রাজস্ব বিভাগ

(১) উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
ট্রেড লাইসেন্স প্রদান	রংপুর সিটি কর্পোরেশন থেকে প্রতি বছর প্রায় ১১,০০০ ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রংপুর সিটি কর্পোরেশন ই-ট্রেড লাইসেন্স কার্যক্রম শুরু করেছে। ব্যবসা শুরু করার প্রথম ধাপই হলো ট্রেড লাইসেন্স তাই রংপুর সিটি কর্পোরেশন ব্যবসায়ীদের বিষয়টি গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। প্রয়োজনীয় সকল কাগজ সঠিক থাকলে মাত্র ১২ ঘণ্টায় ই-ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে। ঘরে বসেই ই-ট্রেড লাইসেন্স নিতে পারছেন ব্যবসায়ীগণ। ই-ট্রেড লাইসেন্স কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা যে কোন জায়গা

	থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারছেন। অনলাইন এর মাধ্যমে ফি প্রদান করে তাদের পোর্টাল থেকেই ট্রেড লাইসেন্সটি প্রিন্ট করে নিতে পারছেন।
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান	চার্জার রিক্সা-৫৮০০ টি, অটো চার্জার ৫,৩১১ টি এবং চার্জার ভ্যান-৩৮১ টি
সাধারনের বাজার ব্যবস্থাপনা	রংপুর সিটি কর্পোরেশনাধীন বাজার সংখ্যা ১৪টি যথা সিটি বাজার, সিটি পার্ক সম্মুখভাগ, নবাবগঞ্জ বাজার, ধাপ বাজার আর কে রোড, সরকারি বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন বাজার, কাচারী বাজার, বাংলাদেশ ব্যাংক মোড় সংলগ্ন বাজার, কামারপাড়া, শ্রী সীতানাথ বনিক বিপনী বিতান বাজার, আশরতপুর চকবাজার, ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড কামারপাড়া বাজার, মাহাতাব খান মার্কেট, মাহিগঞ্জ পাইকারী বাজার/মাছ বাজার এবং টার্মিনাল বাজার। উক্ত বাজারসমূহের মোট দোকান সংখ্যা-২৭০৭টি। উক্ত বাজারসমূহ হতে রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে প্রতি মাসে বিভিন্ন ধরণের নোটিশসহ নিয়মিত বিল প্রদান করা হয়। এছাড়াও নিয়মিত বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং ফুটপাত থেকে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ কার্যক্রম পারিচালনা করা হয়। রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর মধ্যে ১৬টি হাট-বাজার ইজারা প্রদান করা হয় এবং ইজারাকৃত অর্থ হতে নিয়ম মাফিক ভ্যাট, আয়কর, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ তহবিল ও ভূমি রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়।
কসাইখানা/ জবাইখানার ব্যবস্থাপনা	রংপুর সিটি কর্পোরেশনে মোট ০২ টি পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মত পশু জবাইখানা রয়েছে নগরীর বাস টার্মিনাল এলাকায় এবং মাহিগঞ্জ এলাকায়। পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মত পশু জবাইখানা থাকার ফলে রংপুর সিটি কর্পোরেশনে • সুষ্ঠুভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হচ্ছে • বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় হচ্ছে • বর্জ্য অপসারণ করতে সিটি করপোরেশনের ব্যয় কম হচ্ছে • গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃস্বরণ কম হচ্ছে • পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মত মাংস প্রস্তুত করা যাচ্ছে • সিটি করপোরেশনের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে • মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে • প্রতিদিন প্রায় ৭০-১০০টি গরু/মহিষ ও ছাগল/ভেড়া জবাই করার সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে • প্রতিদিন প্রায় ২ লক্ষ্য মানুষের নিকট স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ মাংস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে

(২) অর্জনের সূচক

সেবাসমূহ	সূচক ও অর্জন		
	সূচক	অর্থবছর ২০২২/২০২৩	অর্থবছর ২০২৩/২০২৪
ট্রেড লাইসেন্স	নতুনভাবে ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্সের সংখ্যা	৩,৪২৩টি	৩০২৪টি
	নবায়নক্রত ট্রেড লাইসেন্সের সংখ্যা	৮,৮৭২টি	৯৩০৮টি
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স	মোটর বিহীন গাড়ীর জন্য ইস্যুকৃত লাইসেন্স সংখ্যা	চার্জার রিক্সা-৫৮০০টি অটো রিক্সা-৫৩০৭টি	চার্জার রিক্সা-৫৮০০টি অটো রিক্সা-৫৩১১টি চার্জার ভ্যান-৩৮১
সাধারণের বাজার	খালি জায়গার পরিমান	৩.৫০ একর	৩.৫০ একর
গণশৌচাগার	নতুন ইজারা চুক্তির আওতায় পরিচালিত গণশৌচাগার এর সংখ্যা	০৯ টি	০৯ টি
	নবায়নকৃত ইজারা চুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত গণশৌচাগার এর সংখ্যা	০৯ টি	০৯ টি

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যখ্যা

- ২০২২-২০২৩ এ ট্রেড লাইসেন্স এর সংখ্যা ছিল (নবায়ন+নতুন) ১২,২৯৫টি, ২০২৩-২০২৪ এ এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ১২,৩৩২ টিতে ।

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের চেয়ে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ৩৭ টি ট্রেড লাইসেন্স বেশি হয়েছে।

- ২০২২-২০২৩ এ অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ছিল ১১.১০৭ টি এবং ২০২৩-২০২৪ এ এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ১১,৪৯২ টিতে । ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স পূর্বের থেকে ৩৮৫ টি বৃদ্ধি পেয়েছে ।

- আদর্শ কর তফশিল ২০১৬ অনুযায়ী সকল প্রকার ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে রংপুর সিটি কর্পোরেশন ডিজিটাল পদ্ধতিতে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। প্রয়োজনীয় সকল কাগজ সঠিক থাকলে মাত্র ১২ ঘণ্টায় *ই-ট্রেড লাইসেন্স* প্রদান করা হচ্ছে। ঘরে বসেই *ই-ট্রেড লাইসেন্স* নিতে পারছেন ব্যবসায়ীগণ। *ই-ট্রেড লাইসেন্স* কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা যে কোন জায়গা থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারছেন। অনলাইন এর মাধ্যমে ফি প্রদান করে তাদের পোর্টাল থেকেই ট্রেড লাইসেন্সটি প্রিন্ট করে নিতে পারছেন।৪। অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদান করা হয়। প্রতিটি লাইসেন্সের সাথে মোবাইল সীম সংযুক্ত করা হয়েছে এবং RFID কার্ড ও APPS এর মাধ্যমে চেকিং করার ব্যবস্থা রয়েছে।

৭.৩ প্রকৌশল বিভাগ

(১) অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষাবেক্ষণ এবং অন্যান্য সেবা

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩০.০০ কিঃমিঃ
নর্দমা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৭.৫০ কিঃমিঃ
সেতু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪৫.০০ মিটার
সড়কবাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৫৩০০ টি
গণশৌচাগার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪টি
জনসাধারণের অংশ / বিনোদনের স্থান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২টি
নাগরিকদের জন্য কমিউনিটি সেন্টার অথবা অন্যান্য নাগরিক সুবিধা তৈরি ও রক্ষাবেক্ষণ	৪টি
পানি সরবরাহ ও পানি সরবরাহজনিত সুবিধাদির মেরামত ও রক্ষাবেক্ষণ	০৯টি
ভবন নিয়ন্ত্রণ	--
ঝুঁকিপূর্ণ ভবন নিয়ন্ত্রণ	২টি

প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত সেবাসমূহ অধ্যায় ৬ এ বর্ণিত হয়েছে।

(২) অর্জনের সূচক

সেবাসমূহ	**সূচক এবং অর্জন**		
	সূচক	অর্থবছর ২০২২-২০২৩	অর্থবছর ২০২৩-২০২৪
ভবন নিয়ন্ত্রণ	অনুমোদিত ভবনের সংখ্যা	১৭৯০	৭৬৩
অস্বাস্থ্যকর / ঝুঁকিপূর্ণ ভবন	অস্বাস্থ্যকর এবং ঝুঁকিপূর্ণ ভবন পরিদর্শনের সংখ্যা	০৬	০৬

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যখ্যা

১.	সরকার সৃজিত ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্র এবং ভবনের নকশার অনুমোদনের ক্ষেত্রে পূর্বের প্রক্রিয়া জটিল ছিল বিধায় সেটিকে সহজ করে গ্রাহক হয়রানি ও সময়ের অপচয় রোধ করা হয়েছে।
২.	**সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছেঃ**

	ইমারত নির্মাণ নকশা অনুমোদন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ সূত্রিতা ২। সঠিক তথ্য না জেনে আবেদন পত্র দাখিল ৩। সার্ভেয়ার কর্তৃক সঠিকভাবে আবেদনকারীকে আবেদনের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সম্পর্ক বুঝিয়ে না দেয়া। ৪। বর্তমান প্রক্রিয়া জটিল বিধায় গ্রাহক হয়রানি ও সময়ের অপচয় হওয়া। **সমাধান করা হয়েছেঃ** সংশ্লিষ্ট শাখা হতে সেবা প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী, আবেদন ফরম সরবরাহ, আবেদন পত্রের সাথে কি ডকুমেন্ট দাখিল করতে হবে তার একটি পূণাঙ্গ তালিকা সোব প্রার্থীকে প্রদান, যাতে সেবা প্রার্থী অসম্পূর্ণ আবেদন দাখিল না করে। আবেদনের তারিখ হতে ডেলীভারী পর্যন্ত একটি সময়সীমা বেঁধে দেয়া। গ্রাহক ভোগান্তি যাতে না হয় সে বিষয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা। মেয়র কর্তৃক অনুমোদনের পর গ্রাহককে মোবাইল কল/ মেসেজ করে নকশা ডেলীভারী নেয়ার জন্য জানিয়ে দেয়া।

৭.৪বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

(১) উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
বাজার এবং গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহ	বাজারঃ বাজার এবং গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহঃ মহানগরীর সিটি বাজার, সীতানাথ বণিক বিপনী বিতান, স্টেশন বাজার, নবাবগঞ্জ বাজার, সুপার মার্কেট, মাহিগঞ্জ বাজার সমূহে সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মী দ্বারা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। অতঃপর সিটি কর্পোরেশনের ডাম্প ট্রাক দ্বারা বর্জ্য সমূহ ডাম্পিং গ্রাউন্ডে জমা করা হয়। গৃহস্থালীঃ বাসা-বাড়ী হতে বর্জ্য সংগ্রহের জন্য ০৩ টি এনজিও কমিউনিটি বেইজড কিছু সংগঠন আছে তারা ডোর টু ডোর বর্জ্য সংগ্রহ করে নিকটস্থ ডাস্টবিনে সংরক্ষণ করেন, তাছাড়া সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ওয়ার্ড পর্যায়ে, জনগুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ডাস্টবিন স্থাপন করা হয়েছ। প্রত্যহ ডাম্প ট্রাক দ্বারা বিকেল এবং রাত ১০ টা হতে বর্জ্য অপসারন কার্যক্রম শুরু করা হয়।
রাস্তা এবং নর্দমা পরিচ্ছন্ন রাখা এবং মনিটরিং	রাস্তা পরিস্কারঃ সিটি কর্পোরেশনের নির্ধারিত পরিচ্ছন্ন কর্মী দ্বারা রাস্তাসমূহ ঝাড়ু দেয়া হয় অতঃপর রিক্সা-ভ্যান দ্বারা ময়লা আবর্জনা উত্তোলন করতঃ নির্ধারিত স্থানে জমা করা হয়। অতপরঃ ডাম্প ট্রাক দ্বারা সংরক্ষিত বর্জ্য সমূহ অপসারন করা হয়।
হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	রংপুর মহানগরীতে মেডিকেল বর্জ্যরে পরিমাণ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পরিবেশের উপর সৃষ্টি হচ্ছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। রংপুর শহরে আনুমানিক ২৬৩টি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান প্রতিনিয়ত জনগণকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছে এবং প্রতিদিন গড়ে প্রায় প্রায় ১.৮৯ টন ক্ষতিকারক বর্জ্য। গত ১৩ মে ২০১৮ইং তারিখে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এবং প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন এর মধ্যে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দ্বি-পাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং সে মোতাবেক রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন নাছনিয়াস্থ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ল্যান্ডফিলে রংপুর নগরীর “মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম” পরিচালনার চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট স্থাপন করে এবং ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৯ সালে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু হয়।

গনশৌচাগার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং মনিটরিং	গণশৌচাগার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং মনিটরিং করাঃ সিটি কর্পোরেশন এলাকার গণশৌচাগারসমূহ ইজাড়া প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ১৩ টি গণশৌচাগার আছে। গণশৌচাগারসমূহের পরিচ্ছন্নতার মান নিশ্চিতকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড পরিচ্ছন্ন সুপারভাইজার, বাজার পরিদর্শক এবং পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তাগণ প্রতিনিয়তই এসব ণশৌচাগারসমূহ মনিটরিং করে থাকেন।
ল্যান্ডফিল ব্যবস্থাপনা	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা এবং চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা-২০০৮ অনুযায়ী সংক্রামক বর্জ্যসমূহ ১৩৫ -১৪০ ডিগ্রি সেঃতাপমাত্রায় এবং ৩ বারবায়ুমন্ডলীয়চাপে ৪৫ মিনিট স্থায়ীত্বে অটোক্লেভিং পদ্ধতিতে জীবানুমুক্ত করা হয়। অতঃপর প্রতিদিন পরিশোধিত ও জীবানুমুক্ত বর্জ্য ২-৩ ইঞ্চি মাটির আস্তরণ প্রদানপূর্বক সাধারণ বর্জ্য রেন্যায়স্যানিটা রিল্যান্ড ফিলিংকরা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সংক্রামিত পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্যও অটোক্লেভিং পদ্ধতিতে জীবানুমুক্ত করা হয়। ১টি অটোক্লেভ ইউনিটের সাহায্যে ১-২ ব্যাচে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৩০০-৬০০ কেজি পরিমান সংক্রামক বর্জ্য পরিশোধন/জীবানু মুক্ত করন করা হচ্ছে। খ) ইনসিনারেশনঃ সংক্রামক বর্জ্য যেমন- তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ, সংগৃহীত নমুনা, কালচার মিডিয়া যা কম আদ্রতাবিশিষ্ট (৩৩% এর কম) এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ দুই চেম্বার বিশিষ্ট পাইরোলাইটিক ইন সিনারেটরের মাধ্যমে ভষ্মীকরণকরা হয়। এই ইনসিনারেটরের প্রথম চেম্বারে ৮০০ - ৮৫০ ডিগ্রি সেঃ এবংদ্বিতীয় চেম্বারে ১১০০ – ১২০০ ডিগ্রি সেঃতাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণকরা হয়। এই ইনসিনারেটরে বর্জ্য ভষ্মীকরণের ফলে ডাই-অক্সিন গ্যাসনিঃসরিত হয় না এবং প্রাপ্ত ছাই বিশেষভাবে নির্মিত কংক্রিট পিটে চূড়ান্ত অপসারণ করা হয়। গ) ডিপ বুরিয়ালঃ এই পদ্ধতিতে দেহের কর্তিত অংশ এবংঅন্যান্য অতিমাত্রায় সংক্রামিত বর্জ্যসমূহ এ পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা করা হয়। এমপুটেড বডি পার্ট বা এ জাতীয় অন্যান্য বর্জ্যসমুহকেও এই পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা করা হয়। প্রতিদিন গড়ে ১০-২০ কেজি দেহের কর্তিত অংশ এই পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। ঘ) কেমিক্যাল ডিজইনফেকশনঃ পুনচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য (প্লাসটিক, গ্যাস ইত্যাদি) তিন

	চেম্বার বিশিষ্ট ট্যাঙ্কের সহায়তায় ক্লোরিন পানি দ্বারা জীবানুমুক্ত করা হচ্ছে যেখানে প্রথম চেম্বারে ১৫০-২৫০ পিপিএম ঘনত্বের ক্লোরিন পানিতে বর্জ্যসমূকে ৩০-৪৫ মিনিট ধরে ভিজিয়ে রেখে পরে প্রথম চেম্বার থেকে দ্বিতীয় চেম্বারে নেওয়া হয়। দ্বিতীয় চেম্বারে ২০-৫০ পিপিএম ঘনত্বের দ্রবনে ১০-১৫ মিনিট ধরে ডুবিয়ে রাখা হয়। পরবর্তীতে বর্জ্যসমুহকে তৃতীয় চেম্বারে নিয়ে পরিস্কার পানি দিয়ে ধৌত করা হয়। উল্লেখ্য যে, যদি বর্জ্যসমূহ নল বা বক্স আকৃতির হয় তাহলে তা কেমিক্যাল ডিজইনফেকশন করার আগে কেটে ছোট ছোট টুকরা করা হয়।

(২) অর্জনের সূচক

সেবাসমূহ	সূচক এবং অর্জন		
	সূচক	অর্থবছর ২০২২/২০২৩	অর্থবছর ২০২৩/২০২৪
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	সংগৃহীত বর্জ্যের পরিমান (আনুমানিক)	৩,০০,৬০০ টন	৩,২০,৪০০ টন
হাসপাতাল বর্জ্য	সংগৃহীত হাসপাতাল বর্জ্যের পরিমান (আনুমানিক)	৫১০ টন	৬০০ টন
রাস্তা ও নর্দমা পরিচ্ছন্ন রাখা	নিয়মিত পরিচ্ছন্ন করে এমন রাস্তার পরিমান (আনুমানিক দূরত্ব)	৩৭ কিঃ মিঃ	৩৯ কিঃ মিঃ
	নিয়মিত পরিচ্ছন্ন করে এমন নর্দমার পরিমান (আনুমানিক দূরত্ব) বার্ষিক হিসাব	১০৪ কিঃ মিঃ	১২৫ কিঃ মিঃ
গণশৌচাগার	রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মোট	১৩টি	১৩টি

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা

১.	বিগত অর্থ বছরে দিনের পরিবর্তে প্রতি রাতেই বর্জ্য অপসারনের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। কারন দিনের বেলায় মানুষ চলাচল করে, এর মধ্যে যদি এসব বর্জ্য অপসারণের কাজ করা হয় তাহলে দুর্গন্ধে দুর্ভোগ বাড়ে নাগরিকদের। তাই রংপুর সিটি কর্পোরেশন নাগরিকদের বিষয়টি চিন্তা করে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৭.৫ স্বাস্থ্য বিভাগ

(১) উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
ইপিআই টিকা	এখানে প্রতিদিন মা ও শিশুকে টিকা প্রদান, জলাতঙ্কের ভ্যাকসিন প্রদান, বছরে দুই বার শিশুদেরকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো, সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রীদের কৃমির ট্যাবলেট খাওয়ানো হয় এবং নিট্রটিশন বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয়।
জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে মোট ২৬৭৬২ জনের জন্ম নিবন্ধন এবং ১৪৬৫ জনের মৃত্যু নিবন্ধন করা হয়েছে।
করোনাকালীন রক্তের নমুনা পরীক্ষা	করোনাকালীন সময়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিনা মূল্যে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ডেঙ্গু রোগীর রক্তের নমূনা পরীক্ষা করা হয়।
নিরাপদ খাদ্য	বাংলাদেশ বিশুদ্ধ খাদ্য আইন (সংশোধিত-২০০৫) ধারা মোতাবেক নিরাপদ খাদ্য তৈরীতে সিটি কর্পোরেশনাধীন হোটেল-রেস্তোরা, কনফেকশনারী, ফাস্টফুড বেকারী এবং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকগন যাতে ভেজাল খাদ্য উৎপাদন করতে না পারে পরিবেশ সম্মত ব্যবসা পরিচালনার জন্য নিয়মিত পরামর্শ প্রদান করা সহ নিয়মিত পরিদর্শন করা হয় এবং ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে মোবাইল কোট পরিচালনা করা সহ প্রিমিসেস লাইসেন্স প্রদান করা হয়।
শিক্ষার্থীদের জন্য মেডিক্যাল চেক আপ	সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য পরিক্ষা করা সহ ক্ষুদে ডাক্তার টিম গঠন করে কৃমি নাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়।
অস্বাস্থ্যকর ভবন নিয়ন্ত্রণ	অস্বাস্থ্যকর ভবন নিয়ন্ত্রণে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে রংপুর সিটি কর্পোরেশন জরিপ কার্য সম্পন্ন করেছে। পরবর্তী অর্থ-বছরে এসব অস্বাস্থ্যকর ভবনসমূহের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(২) অর্জনের সূচক

সেবাসমূহ	সূচক এবং অর্জন		
	সূচক	অর্থবছর ২০২২/২০২৩	অর্থবছর ২০২৩/২০২৪
ইপিআই টিকা	টিকা দেওয়া হয়েছে এমন শিশুদের সংখ্যা	60056	৬২,৪৯৭
জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন	নিবন্ধনের সংখ্যা	৭৪৮০০	২৮২২৭
খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ	পরিবীক্ষণ করা হয়েছে এমন সরবরাহকারীদের মোট সংখ্যা	৪৮৭	১৮০
	পরিদর্শন করা হয়েছে এমন সরবরাহকারীদের মোট সংখ্যা	৪৯০	২৪০

মেডিক্যাল চেকআপ	মেডিক্যাল চেক আপ করা হয়েছে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা	15১৫00	15১৫00
মশক নিয়ন্ত্রণ	মোট এলাকা (বর্গ কি:মি:) যা স্প্রে করা হয়েছে	-	-
কসাইখানা	মোট কসাইখানা পরিদর্শনের সংখ্যা	০২টি	০২টি
Rb¯^v¯’¨	• ৬২,৪৯7 জন শিশুকে টিকা প্রদান করা হয়েছে। • ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে = ২,৫৭,১৮৮ জন শিশুকে। • কৃমির ট্যাবলেট ৩,০০,০০০ জন ছাত্র/ ছাত্রীকে। • স্যালাইন বিতরন ১,১০,০০০ পিচ করা হয়েছে । • অন্যান্য কার্যক্রমের তথ্যাদিঃ বিনামূল্যে ডেঙ্গু এবং ডায়াবেটিক পরীক্ষা চলমান রয়েছে। • শনাক্ত রোগীদের মেডিকেল অফিসারগণ দ্বারা পরামর্শ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।		

(২.১) জন্ম নিবন্ধনের পরিসংখ্যানঃ প্রতিবেদনকালঃ ২০২৩-২০২৪ ইং

ক্রঃনং	রংপুর সিটি কর্পোরেশন	প্রতিবেদনাধীনকাল পর্যন্ত জন্ম নিবন্ধন বহিতে তথ্য লিপিবদ্ধ করার ক্রমপুঞ্জিত সংখ্যা					প্রতিবেদনাধীনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত জন্ম সনদ বিতরণের সংখ্যা					মন্তব্য
		১৮ বৎসরের বা তাহার নিচের শিশু		১৮ বৎসরের ঊর্ধ্বের প্রাপ্ত বয়স্ক		মোট (২+৩+৪+৫)	১৮ বৎসরের বা তাহার নিচের শিশু		১৮ বৎসরের ঊর্ধ্বের প্রাপ্তবয়স্ক		মোট (৭+৮+৯+১০)	
		মেয়ে	ছেলে	মহিলা	পুরুষ		মেয়ে	ছেলে	মহিলা	পুরুষ		
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
০১	জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ইং	৮৭৫	৯৮৪	৯৬৯	৯৫৭	৩৭৮৫	৮৭৫	৯৮৪	৯৬৯	৯৫৭	৩৭৮৫	১মকোয়ার্টার
০২	অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ই	১০৬২	১৭১২	১৭২৩	১৮৬৪	৬৩৬১	১০৬২	১৭১২	১৭২৩	১৮৬৪	৬৩৬১	২য়কোয়ার্টার
০৩	জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ইং	১৭০২	১৬১৫	২৯১৮	২৯৩৮	৯১৭৩	১৭০২	১৬১৫	২৯১৮	২৯৩৮	৯১৭৩	৩য়কোয়ার্টার
০৪	এপ্রিল-জুন ২০২৪ইং	২২৪৬	২৩২৫	১৪১৯	১৪৫৩	৭৪৪৩	২২৪৬	২৩২৫	১৪১৯	১৪৫৩	৭৪৪৩	৪র্থকোয়ার্টার
	মোট	৫৮৮৫	৬৬৩৬	৭০২৯	৭২১২	২৬৭৬২	৫৮৮৫	৬৬৩৬	৭০২৯	৭২১২	২৬৭৬২	

(২.৩) মৃত্যু নিবন্ধনের পরিসংখ্যানঃ প্রতিবেদনকালঃ ২০২৩-২০২৪ ইং

ক্রঃ নং	রংপুর সিটি কর্পোরেশন	প্রতিবেদনাধীন কাল পর্যন্ত মৃত্যু নিবন্ধন বহিতে তথ্য লিপিবদ্ধ করার ক্রমপুঞ্জিত সংখ্যা					প্রতিবেদনাধীনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মৃত্যু সনদ বিতরণের সংখ্যা					মন্তব্য
		১৮ বৎসরের বা তাহার নিচের শিশু		১৮ বৎসরের ঊর্ধ্বের প্রাপ্ত বয়স্ক		মোট (২+৩+৪+৫)	১৮ বৎসরের বা তাহার নিচের শিশু		১৮ বৎসরের ঊর্ধ্বের প্রাপ্তবয়স্ক		মোট (৭+৮+৯+১০)	
		মেয়ে	ছে	মহি	পুরু		মেয়ে	ছে	মহিলা	পুরুষ		

			লে	লা	ষ			লে				
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
০১	জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং	০	০	৭৮	২৩২	৩১০	০	০	৭৮	২৩২	৩১০	১মকোয়ার্টার
০২	অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ ইং	০	০	৯৪	২৫৬	৩৫০	০	০	৯৪	২৫৬	৩৫০	২য়কোয়ার্টার
০৩	জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ ইং	০	০	১১৫	৩০৫	৪২০	০	০	১১৫	৩০৫	৪২০	৩য়কোয়ার্টার
০৪	এপ্রিল-জুন ২০২৪ ইং	০	০	১১১	২৭৪	৩৮৫	০	০	১১১	২৭৪	৩৮৫	৪র্থকোয়ার্টার
	মোট	০	০	৩৯৮	১০৬৭	১৪৬৫	০	০	৩৯৮	১০৬৭	১৪৬৫	

- **প্রতিবেদনাধীন কাল পর্যন্ত জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন খাতে ক্রমপুঞ্জিত ফিস আদায়ের পরিমান** : ৬৭,১৮,৫৭৫/-
- **জন্ম নিবন্ধন টাস্কফোর্স প্রতিবেদন কালে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম প্রসারে কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছে সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও উদ্যোক্তা, এনজিও প্রতিনিধি ও স্বাস্থ্য কর্মী/টিকাদান কর্মীর মাধ্যমে ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন করার জন্য জনগনের মাঝে উদ্‌বুদ্ধ করণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।**
- **সংক্ষেপে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সমস্যা ও উহা সমাধানের উপায় গুলি লিখুন: (১) মোবাইলের সিম হারিয়ে বা নষ্ঠ হওয়ার কারণে ওটিপি না পাওয়া , সে জন্য নতুন করে মোবাইল নম্বর আপডেট করার ব্যবস্থা গ্রহন। একই ব্যক্তির একাধিক নিবন্ধনের জন্য সামান্য কিছু তথ্য পরিবর্তন করে বার বার নিবন্ধন করা, এ জন্য সুষ্‌ঠু সমাধান করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহন প্রয়োজন।**
- **৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নিশ্চিত করতে মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের অফিস আদেশের মাধ্যমে জন্ম নিবন্ধন ছাড়া শিশুর টিকা না দিতে উৎসাহ প্রদান করা।**

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন থাকলে তার ব্যাখ্যা প্রদান

১.	২০২২-২০২৩ হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে স্বাস্থ্য সেবায় বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, যেমনঃ শিশুদের ইপিআই টিকা, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের সংখ্যা, মেডিক্যাল চেকআপ, মশক নিয়ন্ত্রণ, কৃমির ট্যাবলেট বিতরণ, স্যালাইন বিতরন, বিনামূল্যে ডেঙ্গু এবং ডায়াবেটিক পরীক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।
২	পূর্বের বছরের তুলনায় অধিক মা ও শিশুকে টিকা দেয়া হয়েছে।

৭.৬ সমাজ কল্যান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি

(১) প্রধান সেবাসমূহ

প্রধান সেবাসমূহ	বিবরণ
দুঃস্থদের জন্য জনকল্যাণ কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র, এতিমখানা, বিধবা নিবাস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা	এরকম কোন আশ্রয় কেন্দ্র সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত হয় না, তবে ব্যবসা সহায়তা হিসেবে ৫০ জনকে জন প্রতি ১০,০০০/- টাকা করে এবং পুস্টি সহায়তা সর্বমোট ৭৫০ জনকে প্যাকেজ মুল্য প্রতিজন ৬৮০/- টাকা করে মোট ০৮ মাস দেয়া হয়।
কর্পোরেশনের নিজ খরচে নগরীতে দু:স্থ এবং পরিচয়হীন মৃত ব্যক্তিদের মৃতদেহ দাফন ও	মোট ০৩ জন।

দাহের ব্যবস্থা করা;	
ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, মদ্যপান, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা;	ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, মদ্যপান, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে ওয়ার্ড পর্যায়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি তথা অববিহতকরণ সভা পরিচালনা করা হয়।

(২) অর্জনের সূচকসমূহ

সেবা	**সূচক ও অর্জনসমূহ**		
	সূচক	অর্থবছর ২০২২-২০২৩	অর্থবছর ২০২৩-২০২৪
দরিদ্র ব্যক্তিদের মৃতদেহ দাফন ও দাহের ব্যবস্থা করা	সংখ্যা	৬৭	০৩
পাঠাগার	পাঠক সংখ্যা	১৮৮ (শুধুমাত্র দাপ্তরিক)	১৯৫ (শুধুমাত্র দাপ্তরিক)
দু:স্থদের জন্য সহায়তা	টাকা	১৭,৬৫,০০০/-	৪৫,৮৪,৫০০/-

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যাঃ

১.	সমাজ ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, এবং জনসংখ্যাগত রূপান্তরসহ বিভিন্ন কারণে এই পরিবর্তন সংঘঠিত হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে নগরবাসীর সামগ্রিকভাবে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। সামাজিক বৈষম্য মোকাবিলা করতে এবং সামাজিক ন্যায়বিচারকে উন্নীত করার জন্য, প্রান্তিক জন গোষ্ঠীকে ক্ষমতায়ন করতে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়সঙ্গত সমাজকে উন্নীত করার ক্ষেত্রে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সমাজ-কল্যান বিভাগের মাধ্যমে ০১ টি প্রকল্প চলমান আছে (প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমানমান উন্নয়ন প্রকল্প) প্রকল্পটি এসব ক্ষেত্রে অবদান রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
২	পাঠাগার হচ্ছে পাঠ করার উপাদান সজ্জিত আগার বা স্থান। বিশদভাবে বলা যায় পাঠাগার হলো বই, পুস্তিকা ও অন্যান্য তথ্য সামগ্রীর একটি সংগ্রহশালা যেখানে

	পাঠকের প্রবেশাধিকার থাকে এবং পাঠক সেখানে গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধ্যান করতে পারে। মানুষের বই পড়ার আগ্রহ থেকেই পাঠাগারের সৃষ্টি। রংপুর সিটি কর্পোরেশন বঙ্গবন্ধু লাইব্রেরী ও পাঠাগার স্থাপন করে আলোকিত মানুষ গড়ার কাজে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 'বই পড়ার যে আনন্দ মানুষের মনে, তাকে জাগ্রত করে তুলতে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এই পাঠাগার স্থাপন করে। জীবনে পরিপূর্ণতার জন্য জ্ঞানের বিকল্প আর কিছু হতে পারে না। জ্ঞান তৃষ্ণা নিবারণ করতে রংপুর নগরবাসীর এই পাঠাগারটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।
৩	পূর্ববর্তী বছরে তথা ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৩০০ জন এতিম ও বিধবাদের টাকা দেয়া হতো । ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩২০ জন এতিম ও বিধবাদের ৩ মাস অন্তর ৩০০০/- টাকা করে প্রদান করা হচ্ছে।
৫	সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, তথা অবহিতকরণ সভা পরিচালনা হওয়ায় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

অধ্যায় ৮. প্রশাসনিক উন্নয়ন

৮.১ লক্ষমাত্রা অনুযায়ী কাজ, উদ্দেশ্য এবং ফলাফলসমুহ

(১.১) কার্যপ্রক্রিয়া উন্নয়ন

নর্দমা মনিটরিং বিষয়ক কার্যপ্রক্রিয়া উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছর ২০২৩-২০২৪ইং

লক্ষিত কাজ / সিটি কর্পোরেশন আইনে উল্লিখিত কাজ সমূহ	কার্যাবলী -১	৮. পানিসরবরাহ
	কার্যাবলী -২	নর্দমা
	কার্যাবলী-৩	৮.৭ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন সাপেক্ষে কর্পোরেশন নগরীতে পানি নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন নর্দমার ব্যবস্থা করিবে এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও সুবিধার প্রতিলক্ষ্য রাখিয়া নর্দমা গুলি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করিবে এবং পরিষ্কার রাখিবে।

লক্ষিত কাজ:

সিটি কর্পোরেশনের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

১. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কাউন্সিলর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, এসসিসি এবং নাগরিকদেরকে কাজের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা
২. পাড়া ভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবক কমিটি গঠন করা
৩. নর্দমা সম্পর্কে অভিযোগ গ্রহণ করার জন্য একজন অফিসার/ CISC -কে দায়িত্ব প্রদান করা
৪. নর্দমার বিষয়ে অভিযোগ আমলে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পরিচ্ছন্নকর্মীদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য কনজারভেন্সী বিভাগে একজন কর্মকর্তা নিযুক্ত করা
৫. সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য পরিচ্ছন্ন কর্মীকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কনজারভেন্সী সুপারইজারকে দায়িত্ব প্রদান করা
৬. আইইসি (ইনফরমেশন, এডুকেশন এবং কমিউনিকেশন) উপকরণ প্রণয়ন, বিতরণ এবং প্রদর্শন করা
৭.কমিউনিটি ভিত্তিক সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন এর আয়োজন করা (স্কুল,মাদ্রাসা, মসজিদ, ক্লাব, সিবিওস ইত্যদি বছরে দু'বার)
৮. বাজার কমিটি, বাজার মালিক সমিতি, বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের সাথে সভা করা
৯. স্কুল ও কলেজ ভিত্তিক প্রচারণা ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা
১০. ডব্লিউএলসিসি'র ত্রৈমাসিক সভায় নর্দমা পরিস্কার- পরিচ্ছন্নতা বিষয় আলোচনা করা এবং কনজারভেন্সী বিভাগ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে এবিষয়ে রিপোর্ট করা
১১. স্থায়ী কমিটি (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) তার ত্রৈমাসিক সভায় অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা এবং অভিযোগ সংক্রান্ত রেকর্ড পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (টিম স্থায়ী কমিটিকে রিপোর্ট করবে)
১২. এ আর সি'র অন্তত দুটো সভায় কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি এবং সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা
১৩. সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় মূল্যায়ন ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা
১৪. পরবর্তী অর্থবছরের জন্য সংশোধিত পরিকল্পনা তৈরি করা এবং সাধারণ সভায় জমা দেয়া।

উদ্দেশ্য:নর্দমা নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে নাগরিক কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা এবং এতদসংশ্লিষ্ট অভিযোগ সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা ।

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. (১। সম্পূর্ণরুপে বদ্ধ ২। মাঝে মাঝে বদ্ধ ৩। পানি প্রবহমান ৪। পরিষ্কার ৫। খুব পরিস্কার।	১-১ সমস্ত নর্দমার সুচক ৪ (পরিস্কার) এর অধিক স্তরে থাকবে।	১-১ নর্দমা বিষয়ে অভিযোগ দ্রুত নিস্পত্তি করার জন্য নাগরিক এবং সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে একটি কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
২. অভিযোগ নিস্পত্তির হার ৮০%	২-১: ৮২% অভিযোগ যথাসময়ে নিস্পত্তি হয়েছে।	

উদ্ভাবনী কাজ/ সিটি কর্পোরেশনে উল্লিখিত উদ্ভাবনী কাজ সমূহ	কার্যাবলী-১	বায়োমেট্রিক এ্যাটেনডেন্স সিস্টেম তথা ফেইস রিকগনিশন ডিভাইস
	কার্যাবলী-২	ই-ট্রেড লাইসেন্স কার্যক্রম
	কার্যাবলী-৩	ই-নথি
	কার্যাবলী-৪	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ

লক্ষিত কাজ:

সিটি কর্পোরেশনের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

১।ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ ইং অনুযায়ী রংপুর সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সঠিক সময়ে অফিসে আগমন এবং প্রস্থানের জন্য বায়োমেট্রিক এ্যাটেনডেন্স সিস্টেম তথা ফেইস রিকগনিশন ডিভাইস স্থাপন করা হয়েছে।

২। ব্যবসার প্রথম এবং অবিচ্ছেদ্য একটি ডকুমেন্ট হচ্ছে Trade License /ব্যবসা শুরু করার প্রথম ধাপই হলো ট্রেড লাইসেন্স তাই রংপুর সিটি কর্পোরেশন ব্যবসায়ীদের বিষয়টি গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম করেছে সেবাটি চালু হওয়ার পর হতে তা অব্যাহত আছে। প্রয়োজনীয় সকল কাগজ সঠিক থাকলে মাত্র ১২ ঘণ্টায় ই-ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে। ঘরে বসেই ই ট্রেড লাইসেন্স নিতে পারছেন ব্যবসায়ীগণ। ই-ট্রেড লাইসেন্স কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা যে কোন জায়গা থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারছেন। অনলাইন এর মাধ্যমে ফি প্রদান করে তাদের পোর্টাল থেকেই ট্রেড লাইসেন্সটি প্রিন্ট করেও নিতে পারছেন সকল ব্যবসায়ীগণ।

৩। ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

৪। তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণঃ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের তথ্যবহুল নিজস্ব ওয়েবসাইট www.rpcc.gov.bd টি প্রতি ০৩ মাস অন্তর অন্তর হালনাগাদ করা হয়। সেবা সহজীকরণের পাশাপাশি সকল তথ্যাবলী ওয়েবসাইটে থাকার কারনে জনসাধারণ খুব সহজেই সিটি কর্পোরেশন সংক্রান্ত সকল তথ্য সম্পর্কে অবগত হচ্ছেন।

উদ্দেশ্য: কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সঠিক সময়ে অফিসে আগমন এবং প্রস্থানের জন্য বায়োমেট্রিক এ্যাটেনডেন্স সিস্টেম তথা ফেইস রিকগনিশন ডিভাইস ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করা। প্রয়োজনীয় সকল কাগজ সঠিক থাকলে অনলাইন এর মাধ্যমে ফি প্রদান করে ব্যবসায়ীরা যে কোন জায়গা থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করে মাত্র ১২ ঘণ্টায় ই-ট্রেড লাইসেন্স পাবে।

(১.২) রাস্তা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক কার্যপ্রক্রিয়া উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা অর্থবছর-২০২৩-২০২৪

লক্ষিত কাজ / সিটি কর্পোরেশন আইনে উল্লিখিত কাজ সমূহ	কার্যাবলী -১	১. জনস্বাস্থ্য
	কার্যাবলী -২	বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং এর ব্যবস্থাপনা
	কার্যাবলী -৩	১.৬ কর্পোরেশন নগরীর বিভিন্ন স্থানে ময়লা ফেলিবার পাত্র বা অন্যবিধ আধারের ব্যবস্থা করিবে এবং যেখানে অনুরূপ ময়লা ফেলার পাত্র বা আধারের ব্যবস্থা করা হইবে, কর্পোরেশন সাধারণ নোটিশ দ্বারা পার্শ্ববর্তী বাড়ী ঘর ও জায়গা-জমির দখলদারগণকে তাহাদের ময়লা বা আবর্জনা উক্ত পাত্র বা আধারে ফেলিবার জন্য নির্দেশ দান করিতে পারিবে।

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

১. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কাউন্সিলর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, এসসিসি এবং নাগরিকদেরকে কাজের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা

২. পাড়া ভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবক কমিটি গঠন করা

৩. রাস্তা এবং ডাস্টবিন পরিস্কার সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণের জন্য একজন অফিসার / সিআইএসসি কে দায়িত্ব প্রদান করা

৪. সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য পরিচ্ছন্ন কর্মীকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কনজারভেন্সী সুপারইজারকে দায়িত্ব প্রদান করা

৫. আইইসি (ইনফরমেশন, এডুকেশন এবং কমিউনিকেশন) উপকরণ প্রণয়ন, বিতরণ

এবং প্রদর্শন করা

৬. কমিউনিটি অংশগ্রহণের জন্য “সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান” কর্মসূচির আয়োজন করা বছরে দুইবার +(স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ক্লাব ইত্যাদি)

৭. বাজার কমিটি, বাজার মালিক সমিতি, বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করা

৮. স্কুল, কলেজ ও কমিউনিটি ভিত্তিক প্রচারণা ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা

৯. ডব্লিউএলসিসি'র ত্রৈমাসিক সভায় রাস্তা ও ডাস্টবিন পরিস্কার- পরিচ্ছন্নতা বিষয় আলোচনা করা এবং কনজারভেন্সী বিভাগ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে এবিষয়ে রিপোর্ট করা

১০. স্থায়ী কমিটি (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) অভিযোগ সংক্রান্ত রেকর্ড পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (টিম স্থায়ী কমিটিকে রিপোর্ট করবে) এবং মূল্যায়ন রিপোর্ট সাধারণ সভায় জমা দিতে হবে

১১. সিআইএসসি অভিযোগ এর রেকর্ড রাখবে এবং কনজারভেন্সী বিভাগকে অবহিত করবে

১২. এ আর সি'র ত্রৈমাসিক সভায় কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি এবং সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা

১৩. স্থায়ী কমিটি (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা করবে

১৪. পরবর্তী অর্থবছরের জন্য সংশোধিত পরিকল্পনা তৈরি করা এবং সাধারণ সভায় জমা দেয়া

উদ্দেশ্য: রাস্তা নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে নাগরিক কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা এবং এতদ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা ।

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. ৫ স্তর মূল্যায়ন (১। অত্যন্ত নোংরা ২। নোংরা ৩। গ্রহণযোগ্য ৪। পরিষ্কার ৫।খুব পরিষ্কার	১-১ সমস্ত রাস্তা সুচক ৪ (পরিস্কার) এর অধিক স্তরে রাখা	১-১ রাস্তা বিষয়ে অভিযোগ দ্রুত নিস্পত্তি করার জন্য নাগরিক এবং সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে একটি কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে
২. অভিযোগ নিস্পত্তির হার	২-১৯০% অভিযোগ যথাসময়ে নিস্পত্তি হয়েছে	রংপুর সিটি কর্পোরেশনে স্থাপিত অভিযোগ বাক্সের মধ্যে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং জনসাধারণ হতে প্রাপ্ত লিখিত অভিযোগ সমূহ অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তার (অনিক) যতদ্রুত সম্ভব নিষ্পত্তি করা হয়।

(১.৩) কার্যপ্রক্রিয়া উন্নতিকরণ

গণশৌচাগার বিষয়ক কার্যপ্রক্রিয়া উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছর- ২০২৩-২০২৪

লক্ষিত কাজ / সিটি কর্পোরেশন আইনে উল্লিখিত কাজ সমূহ	কার্যাবলী -১	১. জনস্বাস্থ্য
	কার্যাবলী -২	পায়খানা ও প্রস্রাব খানা
	কার্যাবলী-৩	১.৮ কর্পোরেশন পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক পৃথক পৃথক পায়খানা এবং প্রস্রাব খানার ব্যবস্থা করিবে এবং তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিস্কার- পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থা করিবে

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

[মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা]

১. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কাউন্সিলর, স্থায়ী কমিটি (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) এবং নাগরিকদেরকে কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা

২. লক্ষিত গণশৌচাগার এর নামফলক ও ক্রমিক নাম্বার দেয়া

৩. গণ শৌচাগার সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণের জন্য একজন অফিসার / সিআইএসসি কে দায়িত্ব প্রদান করা

৪. সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য পরিচ্ছন্ন কর্মীকে দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা

৫. আইইসি (ইনফরমেশন, এডুকেশন এবং কমিউনিকেশন) উপকরণ প্রণয়ন এবং প্রদর্শন করা

৬. কমিউনিটি অংশগ্রহণের জন্য "সচেতনতা মূলক প্রচারাভিযান" কর্মসূচির আয়োজন করা (স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসা, ক্লাব ইত্যাদি বছরে দুইবার)

৭. কমিউনিটি/ডব্লিউএলসিসি তাদের ত্রৈমাসিক সভায় পাবলিক টয়লেট এর অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করবে এবং কনজারভেন্সী বিভাকে রিপোর্ট করবে

৮. স্থায়ী কমিটি (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) অভিযোগ এবং কাজের রেকর্ড মনিটর করবে (টিম স্থায়ী কমিটিকে রিপোর্ট করবে)

৯. সিআইএসসি অভিযোগ এর রেকর্ড রাখবে এবং সে অনুযায়ী কনজারভেন্সী বিভাগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে

১০. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি তার ত্রৈমাসিক সভায় কাজের অগ্রগতি ও ফলাফল মূল্যায়ন করবে এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে

১১. কাজের অগ্রগতি এবং মূল্যায়নের উপর এআরসি কর্তৃক বছরে অন্তত দুবার পর্যালোচনা সভা /কর্মশালা পরিচালনা করা

১২. মূল্যায়ন রিপোর্ট সাধারণ সভায় আলোচনা করা

১৩. পরবর্তী অর্থবছরের জন্য সংশোধিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং সাধারণ সভায় পেশ করতে হবে

[ইজারা গ্রহীতার সাথে চুক্তি সংশোধন করা]

১. ইজারাগ্রহীতার সাথে চুক্তি সংশোধনের জন্য কাজ করতে বাজার শাখার একজন অথবা দুইজন কর্মকর্তাকে WIT হিসেবে নিযুক্ত করবে

২. বর্তমান চুক্তির দলিলপত্র পর্যালোচনা করা এবং সংশোধনের বিষয়গুলো চিহ্নিত করা

৩. চুক্তির দলিলপত্র পর্যালোচনার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা

৪. পরিকল্পনা অনুসারে সংশোধিত চুক্তির দলিলপত্রের খসড়া প্রস্তুত করা

৫. বর্তমান এবং সম্ভাব্য ইজারাগ্রহীতার নিকট থেকে মতামত নেওয়ার জন্য সভার আয়োজন করা

৬. সংশোধিত খসড়া চুক্তির দলিলপত্রাদিতে গুরুত্বপূর্ণ মতামতসমূহ সন্নিবেশ/প্রতিফলন

করা

৭. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে চুক্তির দলিলপত্রাদির অনুমোদন নেওয়া

উদ্দেশ্য:

গণশৌচাগারগুলো নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে নাগরিক কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা এবং এতদসংশ্লিষ্ট অভিযোগ সিটিকর্পোরেশনের মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. ৫ স্তর মূল্যায়ন (১। অত্যন্ত নোংরা ২। নোংরা ৩। গ্রহণযোগ্য ৪। পরিষ্কার ৫। খুব পরিষ্কার)	১-১সকল গণ শৌচাগার ৪। (পরিস্কার) এর অধিক পর্যায়ে রাখা	সিটি কর্পোরেশন, ইজারা গ্রহীতা এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণ শৌচাগার সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ অভিযোগের দ্রুত প্রতিকার এবং কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে
২.অভিযোগ প্রতিকার এর হার	২-১: ৯৫% অভিযোগ যথাসময়ে প্রতিকার করা	রংপুর সিটি কর্পোরেশনে ৯০% অভিযোগ যথাসময়ে প্রতিকার করা হয়েছে।

(২) কর ব্যবস্থাপনা

লক্ষিত কাজঃ

১। কর আদায়, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পর্যবেক্ষণ
২। রাজস্ব বিভাগ দ্বারা সংগ্রহ
৩। প্রতিটি ওয়ার্ডে মাসিক এবং ত্রৈমাসিক রিপোর্টিং (যথাযথ নির্ভুলতা চেক করা সহ)
৪। স্থায়ী কমিটি ও কর্পোরেশন (সাধারন সভায়) ত্রৈমাসিক ওয়ার্ড ভিত্তিক তদারকি
৫। সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কর প্রচার
৬। পোস্টারের মতো উপাদান নিয়ে আইইসি (তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগ) এর প্রস্তুতি
৭। ডব্লিউ এলসিসি সভাঃ আইইসি উপকরণ গুলো প্রচার, ওয়ার্ড ভিত্তিক সংগ্রহের পর্যালোচনা, কর্মপরিকল্পনা (বছরে কমপক্ষে দুইবার)
৮। দ্বিতীয় প্রান্তিকের (অক্টোবর-ডিসেম্বর) সময় সিসি এবং ওয়ার্ড ভিত্তিক কর সংগ্রহ অভিযান
৯। সিএসসিসির সভাগুলো (বছরে দুইবার) ডব্লিউএলসিসি ও সিসি স্তরের কাজগুলো সম্পর্কে অবহিত করা
১০। স্থায়ী কমিটি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক নীতিগত আলোচনা (সাধারন সভা)
১১। নতুন সংহত অঞ্চল (অসংগ্রহের ক্ষেত্র) থেকে ট্যাক্স আদায়ের বিষয়ে আলোচনা
১২। আইনি কাঠামোর মধ্যে নির্ধারিত করের (কঞ্জারভেন্সি, সড়কবাতি এবং পানি সরবরাহ) হার বাড়ানো

উদ্দেশ্য:

১। পর্যায়ক্রমে এবং নিয়মিত পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ এবং সংশোধনমূলক কাজের মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স থেকে আয় বৃদ্ধি করা।
২। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে সাধারন কর, নির্ধারিত কর অন্যান্য আয়ের জন্য পৃথক অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে রাজস্ব পরিচালনার উন্নতি করা।
৩। ওয়ার্ড ভিত্তিক মাসিক প্রতিবেদন

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন

১। কর আদায়ের পর্যায় ক্রমিক ও নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ ২। কর আদায়ের দক্ষতা (পরিকল্পিত পরিমানের তুলনায় সংগৃহীত করের পরিমানের শতাংশ) বৃদ্ধি পায়।	আগামী দুই অর্থবছরে পুরোপুরি বাস্তবায়নকরা।	ওয়ার্ড ভিত্তিক মাসিক প্রতিবেদন, নির্ধারিত করের জন্য পৃথক অ্যাকাউন্ট
৩. রাজস্ব আদায় বাজেট বাস্তবায়নের প্রস্তুত কৃত মাসিক প্রতিবেদন গুলো করের অ্যাকাউন্ট এবং তার সাথে সম্পর্কিত ব্যয়কে পৃথক করে। ৩।স্থায়ী কমিটির মিটিং নোট, বার্ষিক আর্থিক বিবরণী	করের অ্যাকাউন্ট এবং তার সাথে সম্পর্কিত ব্যয়কে পৃথক করা।	রাজস্ব আদায় বাজেট বাস্তবায়নের প্রস্তুত কৃত মাসিক প্রতিবেদন গুলো করের অ্যাকাউন্ট এবং তার সাথে সম্পর্কিত ব্যয়কে পৃথক

৩) বাজেট ব্যবস্থাপনা

লক্ষিত কাজ

১। খসড়া বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ

২। স্থায়ী কমিটি এবং কর্পোরেশন সভায় আর্থিক বিবরণী পুনঃমূল্যায়ন এবং আলোচনা

৩। ওয়েবসাইটে আর্থিক বিবরণী প্রকাশ (সিএসসিসির সাথে মিটিং) এবং এলজিডিতে জমাদান

৪। সিইও এবং মেয়রদের দ্বারা স্বতন্ত্র ব্যয়ের প্রস্তাব পর্যালোচনা এবং অনুমোদন

৫। এক্সেলে মনিটরিং ফর্মগুলোতে প্রতিটি আইটেমের মাসিক প্রকৃত অর্থপ্রাপ্তি এবং প্রদান প্রবেশকরণ

৬। ত্রৈমাসিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনগুলো বিভিন্ন স্তরে প্রস্তুতকরণ এবং সিএসসিসির সাথে আলোচনা করা

৭। বাজেট, আর্থিক প্রক্ষেপণ এবং আর্থিক বিবরণী ফরম্যাটের উপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা

৮। আর্থিক প্রক্ষেপণ পরিচালনা

৯। কর্পোরেশন কর্তৃক পরবর্তী বছরের বাজেটের জন্য আর্থিক প্রক্ষেপণ, কৌশলগত বাজেট প্রণয়ন/আপডেট এবং পর্যালোচনা।

১০। মার্চ মাসে আর্থিক প্রক্ষেপণ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।

১১। বিভাগগুলো কর্তৃক সফল অর্থবছরের প্রাপ্তি এবং প্রদানের অনুমান

১২। বিভাগগুলো এবং স্থায়ী কমিটির সাথে হিসাব বিভাগ আলোচনা করে

১৩। সিএসসিসির সাথে আলোচনা, কর্পোরেশন সভায় অনুমোদন, জনসাধারনের জন্য

বাজেট সহজলভ্য করা

উদ্দেশ্য:

বাজেটের বৈচিত্র্য হ্রাস করতে এবং রিপোর্টিং ও পর্যবেক্ষণ বাড়ানোর জন্য নতুন বাজেটিং ফর্ম চালুকরণ

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. অতিরিক্ত ব্যয় মোট কার্যকরকরনের হার	১-১ বর্ধিত পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে বাজেটের বৈষম্য ১৫% হ্রাস পেয়েছে (অর্থ প্রদানের পরিমান পরিকল্পিত বাজেটের ১২০ শতাংশের বেশি হবেনা)	১-১ রিপোর্টের নতুনসেটের সাথে নতুন বাজেটের ডকুমেন্ট।
২.তফসিল অনুযায়ী বাজেটের নথি এবং রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে।	সম্পূর্ণরূপে রাজস্ব আকাউন্টের জন্য বাস্তবায়িত	সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে।

(৪) নাগরিক অংশগ্রহন

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

১. স্কুল ভিত্তিক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করার জন্য পর্যালোচনা কমিটি গঠন

২.ওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট টিম কর্মপরিকল্পনা নিয়ে পর্যালোচনা কমিটি, ডব্লিউ এল সিসি, সিএস সিসি এবং সাধারণ সভায় মতবনিময় করা এবং আলোচনা করা

৩. ওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট টিম সাধারণ উপলব্ধি/ বোঝাপড়া এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মেয়র ও কাউন্সিলরদের সাথে প্রাথমিকভাবে কর্মশালার আয়োজন করবে

৪. রচনা প্রতিযোগিতা কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় উপকণসমূহ তৈরী করা (থিম নির্বাচন এবং প্রতিযোগিতার মাপকাঠি, স্কোরিং মানদণ্ড, পুরস্কার প্রদান, ঘোষণা পদ্ধতি, গণমাধ্যমের মত বিষয়সমূহ যেমন সংবাদপত্রের প্রবন্ধ, রেডিও, এসএমএস, এসএনএস, সিসি ওয়েবসাইটের বার্তা)
৫. সিএসসিসি এবং সিসি সাধারণ সভা রচনা প্রতিযোগিতা বিষয়ক কর্মসূচির পর্যালোচনাপূর্বক, মন্তব্য এবং সুপারিশ প্রদান করবেন।
৬. ডব্লিউআইটি লক্ষিত স্কুল সমূহে রচনা প্রতিযোগিতা বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক সভার আয়োজন করবে .
৭. লক্ষিত স্কুলসমূহের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে রচনা সংগ্রহ করা এবং তা সিসি'র কাছে জমা দেয়া
৮. রচনা পর্যালোচনা কমিটি রচনাবলী পরীক্ষা করবে এবং ডব্লিউআইটি র কাছে স্কোর জমা দিবে
৯. ডব্লিউআইটি রচনার স্কোরসমূহ একত্রীকরণ করবে এবং ফিডব্যাক গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি, সিএসসিসি এবং ডব্লিউএলসিসি'র সাথে শেয়ার করবে
১০. সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বিজয়ী ছাত্রদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করবে
১১.গণমাধ্যম, সিসি ওয়েবসাইট, এসএনএস ইত্যাদির মাধ্যমে পুরস্কার বিজয়ীদের নাম এবং রচনাসমূহ প্রকাশের ব্যবস্থা করা

১২.ডব্লিউআইটি মূল্যায়ন ফর্মের উপর ভিত্তি করে পর্যালোচনা কর্মশালা পরিচালনা করবে
১৩. স্থায়ী কমিটি মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা করবে
১৪.ডব্লিউআইটি সিসি সাধারণ সভায় মূল্যায়ন রিপোর্ট জমা দিবে
১৫. পরবর্তী অর্থবছরের জন্য সংশোধিত পরিকল্পনা প্রণয়ন, এবং সিসি সাধারণ সভায় জমা।

উদ্দেশ্য: ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের মধ্যে হোল্ডিং ট্যাক্স বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. নির্বাচিত রচনা প্রতিযোগিতা নাগরিক সচেতনতার দৃষ্টান্তমূলক বহি:প্রকাশ এবং লেখককে সিসি পুরস্কার প্রদান করা হবে	সি.সি. সাধারণ সভায় ৩ টি সেরা নিবন্ধ নির্বাচিত করে অনুমোদন দেয়া হবে এবং সি.সি. পুরস্কারসমূহ এই অর্থবছরে প্রদান করা হবে।	ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় জন পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করেছিল
২. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীদের শতকরা হার	প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীদের শতকরা হার ৮০%	প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীদের শতকরা হার ৮০% ছিল

(৫) আইনি উপকরণ (প্রবিধান এবং উপ-আইন)

লক্ষিত কাজ

১. সিসি সাধারণ সভায় প্রবিধান প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব, আইন কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্র্যাট, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান ও প্রয়োজনে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি করিগরি কমিটি গঠন করবে। একই সভায় বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি যেন খসড়া প্রণয়নের সময় মতামত প্রদান করে সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ও তাদেরকে দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করবে।
২. কারিগরি কমিটি এলজিডি কর্তৃক প্রেরিত মডেল প্রবিধানটি পর্যালোচনা করে সিসি'র জন্য প্রবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে, এবং সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে (যদি থাকে) মতামতের জন্য দাখিল করবে।
৩. কারিগরি কমিটি মডেল প্রবিধানের ভিত্তিতে একটি খসড়া প্রবিধান প্রণয়ন করবে।
৪. করিগরি কমিটি খসড়া প্রবিধানটির পর্যালোচনার জন্য নিয়মিতভাবে সভার আয়োজন করবে।
৫. কারিগরি কমিটি খসড়া প্রবিধানটি (২য় খসড়া) সিসি'র সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য দাখিল করবে।
৬. সিসি'র সাধারণ সভা প্রবিধানটি পর্যালোচনা করে অনুমোদন প্রদান করবে।
৭. কারিগরি কমিটি চূড়ান্ত প্রবিধানটি প্রয়োজনীয় পর্যালোচনা, ভেটিং ও প্রজ্ঞাপনের জন্য এলজিডি'র নিকট প্রেরণ করবে।
৮. কারিগরি কমিটি প্রবিধান প্রণয়নের সময় অনুষ্ঠিত প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী শিক্ষণীয় বিষয় (যদি থাকে) উল্লেখসহ লিপিবদ্ধ করে রাখবে।

উদ্দেশ্য: ১. স্থায়ী কমিটি বিষয়ক প্রবিধান এবং অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার বিষয়ক প্রবিধান প্রণয়ন করা

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. প্রবিধান প্রণয়ন শেষে এলজিডিতে প্রেরনের তারিখ	১-১ স্থায়ী কমিটি ও অভিযোগ বিয়ষক প্রবিধান প্রণয়ন করা ১-২	১-১ প্রবিধান দুটির চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। ১-২

(৬) নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

লক্ষিত কাজ / সিটি কর্পোরেশন আইনে উল্লিখিত কাজ সমূহ	কার্যাবলী -১	১১. খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি
	কার্যাবলী -২	খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি সংক্রান্ত ১১.১. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা-
	কার্যাবলী-৩	(ক) লাইসেন্স ব্যতীত কোন স্থান বা ঘরবাড়িতে কোন নির্দিষ্ট খাদ্য বা পানীয়দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয় বা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

লক্ষিত কাজ:

সিটি কর্পোরেশনের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

১. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কাউন্সিলর, রেষ্টুরেন্ট মালিক/ব্যবসায়ী/নাগরিকদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা;
২. নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এবং ২০১৮ সালে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রবিধানের আলোকে ভেজাল খাদ্য বিষয়ক মনিটরিং ও পরিদর্শনের পদ্ধতি ও শিডিউল পর্যালোচনা করা এবং নিয়মিত মনিটরিং এর জন্য চেকলিষ্ট তৈরী করা
৩. ১৯ নং ওয়ার্ডের খাদ্য উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী দোকানপাট জরিপ করা এবং এর মধ্য থেকে মনিটরিং এর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের দোকান পাট নির্ধারণ করা
৪. কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থায়ী কমিটির সদস্যদের জন্য নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা
৫. কার্যকর মনিটরিং এর জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়াডের ডাব্লুএলসিসি কমিটি ও এর সদস্যদের জন্য ভেজাল খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা
৬. রেষ্টুরেন্ট মালিক ও রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে নিরাপদ খাদ্য ও খাদ্য দ্রব্যাদির ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করা (প্রতিব্যাচে ১০-১৫ জন করে)
৭. সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক মাইকিং করা (বছরে ৪ বার)
৮. ন্‌দিষ্ট পদ্ধতি ও শিডিউলের আলোকে ভেজাল খাদ্য (শাক-সবজি, ফলমূল, মাছ-মাংস, পানীয় দ্রব্যাদি ইত্যাদি) বিষয়ক নিয়মিত মনিটরিং ও পরিদর্শন করা
৯. খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণের জন্য (কর্মকর্তা/সিআইএসসি) কর্মকর্তা/কর্মচারী নিযুক্ত করা
১০. ভেজাল খাদ্য বিষয়ে নাগরিক অভিযোগ সরেজমিনে পরিদর্শন করতে স্বাস্থ্য বিভাগে একজন স্যানিটারী পরিদর্শক নিযুক্ত করা অথবা মনিটরিং কার্যক্রমের মাধ্যমে একই কাজের জন্য নির্ধারিত এলাকা পরিদর্শন করা
১১. আইইসি উপকরণ তৈরী ও প্রদর্শন করা
১২. নাগরিক সম্পৃক্তকরণের জন্য সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন কার্যক্রম পরিচালনা করা

(বছরে ২ বার)
১৩. সিবিও ও ডব্লিউ এলসিসি (ওয়ার্ডনং-১৯) মনিটরিং কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় (বছরে ৪ বার) উপস্থাপন করবে এবং স্বাস্থ্য বিভাগ কেরি পোর্ট করবে।
১৪. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি কার্যক্রমের মনিটরিং করবে (ডব্লিউ আইটি স্থায়ী কমিটি কেরিপোর্ট করবে)
১৫. মো: কাইয়ুম, স্যানিটারী পরিদর্শককে নিয়োগ করা এবং স্বাস্থ্য বিভাগ এ সংক্রান্ত অভিযোগ ও গৃহীত পদক্ষেপ এর রেকর্ড সংরক্ষণ করবে
১৬. মূল্যায়ন ফর্ম এর আলোকে পর্যালোচনা কর্মশালার আয়োজন করা
১৭. এ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা করবে এবং চূড়ান্তকরণের জন্য মতামত ও সুপারিশ প্রদান করবে।
১৮. এ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় মূল্যায়ন ফলাফলের রিপোর্ট পেশ করবে।
১৯. পরবর্তী অর্থ বছরের জন্য সংশোধিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় পেশ করা
*মনিটরিং: খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য সরবরাহকারীদের দোকান, প্রকৃত অবস্থা, বিক্রয় ইত্যাদি দেখা
*পরিদর্শন: খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদির অবস্থা ও মেয়াদ দেখা, খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষাগারে পাঠানো, ইত্যাদি তথা প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা

উদ্দেশ্য:
খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদির নিয়মিত পরিদর্শনের সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা, সক্রিয় নাগরিক মনিটরিং এবং রিপোর্টিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে নাগরিকদের অভিযোগ নিষ্পত্তি করা

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. ৪৩ সংখ্যক খাদ্য সরবরাহকারী মনিটরিং ও পরিদর্শন করা হয়েছে ২. ভেজাল খাদ্য বিষয়ক ০২টি নাগরিক কর্তৃক অভিযোগ ৩. ভেজাল খাদ্য বিষয়ক ০২টি নাগরিক কর্তৃক অভিযোগ সময়মত নিষ্পত্তি করা হয়েছে	১. মনিটরিং ও পরিদর্শনকৃত খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি সরবরাহকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি ১ থেকে ২ (দ্বিগুণ) ২.নাগরিক কর্তৃক ভেজাল খাদ্য বিষয়ক অভিযোগের সংখ্যা বৃদ্ধি ১ থেকে ২ (দ্বিগুণ) ৩. নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক অভিযোগ নিষ্পত্তির হার	১-১ নর্দমা বিষয়ে অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য নাগরিক এবং সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে একটি কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
২. অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ১০০%	২-১: ১০০% অভিযোগ যথাসময়ে নিষ্পত্তি হয়েছে।	১০০% অভিযোগ যথাসময়ে নিষ্পত্তি হয়েছে।

লক্ষ্যভূক্ত এলাকা	ওয়ার্ড নং ১৯ সুতাপীর বাজার, জলকর মোড়, মেডিক্যাল পূর্ব গেইট, রাধাভল্লব মোড়, পাকার মাথা বাজার	সরবরাহকারীর সংখ্যা	সরবরাহকারী সম্পর্কে/ মোট দোকানপাটের সংখ্যা ৪৩টি

৮.২ দক্ষতা উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:
১. সিডিইউ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করা (প্রয়োজন হলে বাজেটসহ)
২. সাধারণ সভায় প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা পূর্বক (বাজেট সহ) তা অনুমোদন
৩.সিডিইউ সাধারণ সভাতে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (ফর্ম্যাট এবং পদ্ধতি) উপর উপস্থাপনা প্রদান করবে
৪. সিডিইউ প্রতিটি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করার আগে প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা প্রস্তুত করবে।
৫. সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি (যদি থাকে) বছরের প্রথমার্ধের প্রশিক্ষণ ফলাফল (ট্র্যাকিং শিট এবং মূল্যায়ন শিটের সারাংশ) পর্যালোচনা করবে।
৬. সিডিইউ প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন ফর্ম কম্পাইল করবে (অংশগ্রহণকারীরা মূল্যায়ন ফর্ম পূরণ করবে এবং সিডিইতে জমা দিবে)
৭. সিডিইউ ট্র্যাকিং শিটে প্রশিক্ষণের রেকর্ড রাখবে।
৮. সিডিইউ প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া, পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা বিষয় পর্যালোচনা করবে এবং যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে সংশোধনের প্রস্তাব দিবে।
৯. সাধারণ সভায় প্রশিক্ষন পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সংশোধিত প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া এবংফরমেট নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং মতামত প্রদান করা হবে।
১০. সিডিডি পরবর্তী অর্থবছরের জন্য খসড়া প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা উত্পাদন করে।
১১. সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি (যদি থাকে) বছরের দ্বিতীয়ার্ধের প্রশিক্ষণ ফলাফল (ট্র্যাকিং শিট এবং মূল্যায়ন শিটের সারাংশ) পর্যালোচনা করবে।
১২. সাধারণ সভা অত্র আর্থিক বছরের প্রশিক্ষণ ফলাফল প্রকাশ করবে এবং পরবর্তী অর্থবছরের জন্য খসড়া প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রনয়ণ করবে।

উদ্দেশ্য: প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সি.সি. কর্মকর্তা এবং কাউন্সিলরদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত রেকর্ড রাখা এবং বার্ষিক প্রশিক্ষন সমূহ একত্রিতকরনের পদ্ধতি প্রণয়ন করা

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
(১)প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নিয়ে ট্র্যাকিং শীট নিয়মিত আপডেট করণ	"(১) প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ সিডিইউ এর কাছে প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন শীট জমা দিবে (২)প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন সঠিকভাবে ট্র্যাকিং শীটে প্রতিফলিত হবে ।	প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা এবং ফলাফল সমূহ সিসি সাধারণ সভায় (জিএম) উপস্থাপন করা হয়
(২) একটি বার্ষিক একত্রীকরণ শীট প্রস্তুত করা এবং তা সিসি সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা	(২) সি.সি. সাধারণ সভায় (জুন মাসে) বার্ষিক একত্রীকরণ শিট উপস্থাপন করা হবে।	

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রশিক্ষণের তালিকা

ক্রম	বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা	প্রশিক্ষণ অর্জন			
				অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	
	প্রশিক্ষণ শিরোনাম (প্রশিক্ষণ প্রদানকারী)	শুরুর তারিখ (দিন/মাস/ বছর)	মোট দিন	কর্মকর্তা/কর্মচারী	নির্বাচিত প্রতিনিধি
১	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ	২৮/১১/২০২৩	০১	২০	
২	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৯/১১/২০২৩	০১	২০	
৩	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৬/১০/২০২৩	০১	২০	
৪	নগর উন্নয়ন/পরিকল্পনায় দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৩/০১/২০২৪	০১	২০	
৫	Consultative Workshop for development of strategic health action plan (SHAP) and updated health wing organogram for DNCC and DSCC	১৬/০১/২০২৪	০১	০২	
৬	স্থানীয় সরকার বিভাগের বরাদ্দের আওতায় এনআইএলজি কর্তৃক সিটি কর্পোরেশনের ৯ম গ্রেড ও তদুর্দ্ধ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	২১/০১/২০২৪	০৫	০২	
৭	স্থানীয় সরকার বিভাগের বরাদ্দের আওতায় এনআইএলজি কর্তৃক আয়োজিত “সম্পদ আহরণ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	২১/০১/২০২৪	০৫	০৩	
৮	সিটি কর্পোরেশন পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০৩০ এর স্টিয়ারিং কমিটির ৪র্থ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এনআইএলজি কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ	০১/০২/২০২৪	০১	০৫	
৯	জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১১/০২/২০২৪	০৪	০৮	
১০	অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৪/০২/২০২৪	০২	০১	
১১	নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি বিষয়ক কর্মশালা	২৫/০২/২০২৪	০১	০৩	
১২	Training on Accounting and Auditing	০৪/০৩/২	০২	০১	

	using ICT to Ensure Accuracy in Fund Management in Municipalities and City Corporations for Primary Health Care Services	০২৪			
১৩	প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় "স্বল্প ব্যয়ে আবাসন নির্মান বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি" বিষয়ক কর্মশালা	০৬/০৩/২০২৪	০২	০১	
১৪	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও ওয়েস্ট কনসার্ন এর যৌথ আয়েজেনে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৪/০৩/২০২৪	০১	০১	
১৫	আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্পের আওতায় Training on gender issues in personnel, finance and programme management, result based management including GAP reporting শীর্ষক প্রশিক্ষণ	২০/০৩/২০২৪	০২	০১	
১৬	আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ULB ফার্ম কর্তৃক আয়োজিত "Public Procurement Act 2006 and Public Procurement Rules 2008 বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৩/০৩/২০২৪	০২	০১	
১৭	Training on Contracting and Contract Management/Monitoring of outsourced PHC	৩০/০৩/২০২৪	০২	০১	
১৮	NIS Online System Software সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৩০/০৪/২০২৪	০১	০২	
১৯	স্থানীয় সরকার বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা চুক্তির আওতায় তথ্য-অধিকার আইন-২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বঃপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১২/০৫/২০২৪	০১	০২	
২০	সবুজ ও জলবায়ু অভিঘাত মোকাবিলায় নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে বিনিয়োগ প্রকল্প পরিকল্পনা/ প্রনয়ন, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৯/০৫/২০২৪	০১	০২	০১
২১	"রাজস্ব ব্যবস্থাপনা" সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	২১/০৫/২০২৪	০২	০৩	
২২	ঝুকিভিত্তিক খাদ্যের নিরাপদতা নমুনা	২৪/০৫/২	০৩	০১	

	সংগ্রহ ও পরিদর্শন পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০২৪			
২৩	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও সুশান প্রতিষ্ঠা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৬/০৫/২০২৪	০১	২০	
২৪	FCDO এর অর্থায়নে UNDP এর সহায়তায় Livelihoods Improvement of Urban Poor Communities (LIUPCP) প্রকল্পের আওতায় Mayors Knowledge Exchange Workshop	২৯/০৫/২০২৪	০১	০১	
২৫	স্থানীয় সরকার বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য-অধিকার আইন,-২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা।	০৯/০৬/২০২৪	০১	০২	

৯. কর্পোরেশন এবং কমিটির সভাসমূহ

৯.১ সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভা

সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তসমূহ
২৭.০৬.২০২৩ইং, বুধবার	**আলোচ্য বিষয় নং-** ১। গত মাসিক সভার সিদ্ধান্ত পঠন ও অনুমোদনকরণ। **আলোচনাঃ** সভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গত মাসিক সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন।	গত ১৯/০২/২০২৩ইং তারিখের মাসিক সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনী না থাকায় সর্ব সম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ০২। বসতবাড়ী/ বাণিজ্যিক ভবনের নীল নক্সা অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় উপস্থাপিত নীল নক্সার ব্যাপারে আলোচনা হয়।	উপ-ক্রমিক নং- ১ হতে ৭৩ পর্যন্ত নীল নক্সা সভায় উপস্থিত সকল সদস্য ও মেয়র মহোদয়ের অনুমতিক্রমে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হলো।
	আলোচ্য বিষয় নং- ৩। ২৩ নং ওয়ার্ড ও ০৪ নং ওয়ার্ডের সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ**সভায় ২৩ নং ওয়ার্ড ও ০৪ নং ওয়ার্ডের সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে আলোচিত হয়। নির্বাচন কমিশন অফিসে সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য পত্র প্রদান করতে হবে মর্মে প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা ও নগর পরিকল্পনাবিদকে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভায় সঠিক সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে নিম্নোক্ত কমিটি গঠনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়ঃ ১) প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, রংপুর সিটিকর্পোরেশন - আহবায়ক ২) নগর পরিকল্পনাবিদ, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য ৩) জনাব গোলাম মোহাম্মদ সিদ্দিকী, কানুনগো, সম্পত্তি শাখা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য সচিব
	আলোচ্য বিষয় নং- ০৪। ড. মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ, আঞ্চলিক পরিচালক এর পত্র মোতাবেক বাংলাদেশ বেতার, রংপুর কেন্দ্রের প্রচার ভবনের উত্তর পাশে নিরাপত্তা দেয়াল থেকে ১৫ (পনের) মিটারের মধ্যে বহুতল ভবন নির্মাণে সম্প্রচার কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও সম্প্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থাপন করেন ড. মোহাম্মদ হারুন অর	সভায় মেয়র মহোদয় বলেন বেতার ভবনের পাশে নির্মানাধীন ভবনটির নক্সা ২০১২ সালে অনুমোদিত হলেও ভবনটি তখন নির্মান করা হয়নি। ২০১৩ সালের কেপিআই নীতিমালা অনুযায়ী বর্তমানে ভবনটি নির্মাণ করা যাবে কিনা সেপ্রেক্ষিতে নীতিমালা অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	রশিদ, আঞ্চলিক পরিচালক এর পত্র মোতাবেক বাংলাদেশ বেতার, রংপুর কেন্দ্রের প্রচার ভবনের উত্তর পাশে নিরাপত্তা দেয়াল থেকে ১৫(পনের) মিটারের মধ্যে বহুতল ভবন নির্মাণে সম্প্রচার কেন্দ্রের নিরপত্তা ও সম্প্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার প্রেক্ষিতে নগর পরিকল্পনাবিদ এর নিকট এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি জবাবে বলেন ৫ম তলা ভবনের নক্সাটি ২০১২ সালে অনুমোদিত হয় কিন্তু ভবনটি নির্মাণ করা হয়নি। পরবর্তীতে ২০১৩ সালের কেপিআই নীতিমালা অনুযায়ী সম্প্রচার কেন্দ্রের পাশে ভবন নির্মাণের বিধি নিষেধ রয়েছে মর্মে আলোচনা হয়।	
	আলোচ্য বিষয় নং- ৫। স্মার্টসিটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্জ্য সংগ্রহ অপসারণ কার্যক্রম রাত্রীকালীন বাস্তবায়ন প্রবর্তনকরণে মতামত প্রসঙ্গে। **আলোচনাঃ**সভায় কঞ্জারভেন্সী শাখার সহকারী পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা-১ জানান স্মার্টসিটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ আগামী ১লা জুলাই ২০২৩ হতে নগরীর বসতবাড়ী, প্রধান প্রধান সড়ক বিপনী শপিংমল বাজার সমূহের বর্জ্য গ্রীষ্মকালে রাত্রে ১২:০০ ঘটিকা হতে ভোর ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত ও শীতকালে ১১:০০ ঘটিকা হতে কার্যক্রম শুরু করা হবে। তৎপ্রেক্ষিতে শহরের ৩৩টি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড পর্যায়ে সাব কমিটি গঠন পূর্বক সকল প্রকার প্রচার প্রচারণা যথা-লিফলেট বিতরণ, উঠান বৈঠক, জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। সামগ্রিকভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে মাইকিং করতে হবে। জমাকৃত ময়লা আবর্জনা অপসারণ পূর্বক নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করতে সংশ্লিষ্টগণকে নির্দেশনা দিতে হবে। অতঃপর নির্ধারিত ডাম ট্রাক দ্বারা জমাকৃত ময়লা আবর্জনা ডাম্পিং স্টেশন কলাবাড়ীতে স্থানান্তর করা হবে মর্মে আলোচনা করা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় এবং সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে স্মার্টসিটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্জ্য সংগ্রহ অপসারণ কার্যক্রম রাত্রীকালীন বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

	আলোচ্য বিষয় নং-৬। নাসিমা মোনাজাত এর আবেদন মোতাবেক একুশে পদকপ্রাপ্ত, দেশবরেণ্য চারণ সাংবাদিক মোনাজাত উদ্দিনের নামে নামকরণকৃত সড়কটির নামফলক স্থায়ীভাবে নির্মাণ করণ বিষয়ে আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় নাসিমা মোনাজাত এর আবেদন মোতাবেক একুশে পদকপ্রাপ্ত, দেশবরেণ্য চারণ সাংবাদিক মোনাজাত উদ্দিনের নামে নামকৃত সড়কটির নামফলক স্থায়ীভাবে নির্মাণ করণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	সভায় ২০নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও ২৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মতামতের উপর পর্যালোচনা করে একুশে পদকপ্রাপ্ত, দেশবরেণ্য চারণ সাংবাদিক মোনাজাত উদ্দিনের নামে নামকৃত সড়কটির আবেদনের প্রেক্ষিতে তার একুশে পদকপ্রাপ্ত এর সনদ পত্র দাখিলে জন্য পত্র প্রদান করা হোক মর্মে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ৭। মোছাঃ শাহিনা আক্তার সাথীর এতিম নাবালক বাচ্চাসহ ভরণ পোষণ এর জন্য প্রতিমাসে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা অনুদান প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ**সভায় মোছাঃ শাহিনা আক্তার সাথীর এতিম নাবালক বাচ্চাসহ ভরণ পোষণ এর জন্য প্রতিমাসে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে মোছাঃ শাহিনা আক্তার সাথীকে প্রতিমাসে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদানের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ৮। রংপুর সিটি কর্পোরেশনাধীন (২০২৩-২০২৪) অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড, সিটি জবাইখানা, মৎস্য আড়ত গণেশপুর, সিটি বাজার গণশৌচাগার, লাকী মসজিদ গণশৌচাগার, নবাবগঞ্জ বাজার গণশৌচাগার, কেরামতিয়া জামে মসজিদ সংলগ্ন গণশৌচাগার, চিকলী পার্ক সাইকেল স্ট্যান্ড, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল গণশৌচাগার, মাহিগঞ্জ সাতমাথা মসজিদ সংলগ্ন গণশৌচাগার টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ও আবেদনে ইজারা প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় ২৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনাধীন (২০২৩-২০২৪) অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড, সিটি জবাইখানা, মৎস্য আড়ত গণেশপুর, সিটি বাজার গণশৌচাগার, লাকী মসজিদ গণশৌচাগার, নবাবগঞ্জ	সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে হাট বাজারগুলো উম্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	বাজার গণশৌচাগার, কেরামতিয়া জামে মসজিদ সংলগ্ন গণশৌচাগার, চিকলী পার্ক সাইকেল স্ট্যান্ড, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল গণশৌচাগার, মাহিগঞ্জ সাতমাথা মসজিদ সংলগ্ন গণশৌচাগার টেন্ডার প্রক্রিয়ার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	
	আলোচ্য বিষয় নং- ৯। ১৪৩০ বাংলা সনের যে সকল হাট-বাজার ও সায়রাত মহাল এখন পর্যন্ত বকেয়া টাকা পরিশোধ করেন নাই তাদের ইজারা বাতিল সংক্রান্ত আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় ২৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর উপস্থাপন করেন, যেসব হাট বাজার ও সায়রাত মাহালের ইজারাদার এখন পর্যন্ত টাকা পরিশোধ করছেন না, তাদেরকে ৭(সাত) দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধের নোটিশ প্রদান করতে হবে। উক্ত নোটিশ পাওয়ার পরও যদি টাকা পরিশোধ না করে তাহলে ইজারা বাতিল করে পুনরায় দরপত্র আহবান করা হবে। সভায় ৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন বুড়ির হাটের ড্রেনের পানি নিস্কাশনে আউটফলের মুখ বন্ধ থাকায় পানি নিস্কাশন না হওয়ায় হাটের গলিগুলো ও ড্রেনগুলো অপরিস্কার অবস্থায় থাকে জনগণের চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি হয়, সেজন্য স্থানীয় জমির মালিকের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে আউটফলের মুখ ক্যানেলে সংযোগ করতে হবে। সভায় ২৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন লালবাগ হাটে অবৈধ দখলদার বৃদ্ধি পাচ্ছে, কারমাইকেলের ভিতরে ৬৪ শতক জমি ও ৬২ শতক জমি রেকর্ডে রয়েছে এবং সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা ও ড্রেন রয়েছে। লালবাগ হাটের অবৈধ দখল মুক্ত করার প্রয়োজনীয ব্যবস্থা না নিলে হাটের ঐতিহ্য হারিয়ে যাবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভায় মেয়র মহোদয় বলেন যেসব হাট বাজার ও সায়রাত মহালের ইজারার টাকা পরিশোধ করছেন না তাদেরকে ০৭(সাত) দিনের সময় দিয়ে চুড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা, অন্যথায় ইজারার টাকা পরিশোধ না করলে ইজারা বাতিল করতে হবে। ৬নং ওয়ার্ডে বুড়ির হাটের আউট ফলের মুখ দেখে কাজ করার জন্য ইঞ্জিনিয়ার নক্সা অনুমোদন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন। ২৮নং ওয়ার্ডে লালবাগের হাটের সম্পত্তি রক্ষার্থে জরুরী ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ০৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হলোঃ ১)প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - আহবায়ক ২)সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৮, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য ৩)এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - m`m¨ ৪)শাখা প্রধান বাজার শাখা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - m`m¨ ৫)প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য সচিব
	আলোচ্য বিষয় নং- ১০। সি এন্ড বি অফিস হতে ডিসির মোড়	সভায় মেয়র মহোদয় সি এন্ড বি অফিস হতে ডিসির মোড় পর্যন্ত

	পর্যন্ত অস্থায়ী ভিত্তিতে পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের নিরাপদ স্ট্রিট ফুড কোর্ট স্থাপনের লক্ষ্যে দোকান বরাদ্দ লীজ প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ**সভায় মেয়র মহোদয় বলেন ইতঃপূর্বে সি এন্ড বি অফিস হতে ডিসির মোড় পর্যন্ত অস্থায়ী ভিত্তিতে পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের নিরাপদ স্ট্রিট ফুড কোর্ট স্থাপনের লক্ষ্যে দোকান বরাদ্দ / লীজ এর জন্য আবেদন করেন পরবর্তীতে তারা চিকলী পার্কে জায়গা বরাদ্দের আবেদন করেন, চিকলী পার্কের বর্তমান মাষ্টার প্লান অনুযায়ী জায়গা বরাদ্দের কোন সুযোগ না থাকায় অত্র প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বিভাগের সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন জায়গা বরাদ্দ দিতে হলে স্থানীয় সরকার বিভাগের পূর্বানুমতি প্রয়োজন। কানুনগোর তথ্য মোতাবেক সি এন্ড বি অফিস হতে ডিসির মোড় পর্যন্ত পরিত্যক্ত ফাঁকা জায়গা রয়েছে, যা অস্থায়ী ভিত্তিতে পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের নিরাপদ স্ট্রিট ফুড কোর্ট স্থাপনের দোকান বরাদ্দ / লীজ প্রদান করা যেতে পারে মর্মে আলোচনা করা হয়।	অস্থায়ী ভিত্তিতে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা জামানত গ্রহণ করে মাসিক ভাড়া ২৮,৮০০/- টাকার ভিত্তিতে পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের নিরাপদ স্ট্রিট ফুড কোর্ট স্থাপনের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়।

	আলোচ্য বিষয় নং- ১১। সিটি কর্পোরেশনাধীন দোকানসমূহ নাম পরিবর্তন বা হস্তান্তর প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা বলেন সিটি কর্পোরেশনাধীন দোকানসমূহ দেখা যায় যে, বিভিন্নভাবে লীজ গ্রহণ করে নাম পরিবর্তনের জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু তা একবার লীজ গ্রহণের পর হাল নাগাদ না করে ক্রয় বিক্রয় করেছেন, যা চুক্তিপত্রের শর্তের পরিপন্থি। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন দোকানসমূহ/সম্পত্তি লীজ দেওয়া হয় এবং প্রতিবছর লীজ নবায়ন করতে হয়। কেউ লীজ নবায়ন না করলে তার লীজ বাতিল হবে। কোনক্রমেই মালিকানা হস্তান্তর যোগ্য নয়। সেই মালিকানা পরিবর্তন করতে চাইলে সিটি কর্পোরেশনের অনুমতি নিতে হবে এবং সিটি কর্পোরেশনের নিয়ম মোতাবেক লীজ গ্রহণ করবে । লীজ গ্রহিতার দোকান বিক্রি করে দেওয়া এবং তা সিটি কর্পোরেশনের অর্থে নাম খারিজ করে নেয়া বিধি সম্মত নয় । এ প্রসঙ্গে মেয়র মহোদয় ও পরিষদের সকল সদস্যবৃন্দ সিটি কর্পোরেশনের পূর্বানুমতি গ্রহণ করে নাম খারিজ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে এবং এ বিষয়ে ফি বাড়ানোর জন্য মতামত প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	সভায় মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে দোকানসমূহ নাম পরিবর্তন বা হস্তান্তরের করণের বিষয়ে নিম্নোক্ত ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১)প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - আহবায়ক ২)সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য ৩)শাখা প্রধান, বাজার শাখা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য ৪)প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য সচিব
	আলোচ্য বিষয় নং- ১২। রওশন আরা সোহেলী, কেরানীপাড়া এর আবেদন মোতাবেক গুণী সংগীত শিল্পীকে মাসিক অনুদান ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় রওশন আরা সোহেলী, কেরানীপাড়া এর আবেদন মোতাবেক গুণী সংগীত শিল্পীকে মাসিক অনুদান ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা প্রদান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে রওশন আরা সোহেলী, কেরানীপাড়া এর আবেদন মোতাবেক প্রতিমাসে ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা প্রদানের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	আলোচ্য বিষয় নং- ১৩। মোঃ ওয়াসিক আহম্মেদ এর আর্থিক সাহায্য প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ মোঃ ওয়াসিক আহম্মেদ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে আর্থিক সাহায্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে আর্থিক সাহায্য প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতি-ক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৪। মোছাঃ রোজিনা বেগম এর আর্থিক সাহায্য প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ মোছাঃ রোজিনা বেগম এর আবেদনের প্রেক্ষিতে আর্থিক সাহায্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বলেন আর্থিক সাহায্য মেয়র মহোদয়ের এখতিয়ারভূক্ত মর্মে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৫। মোঃ অহিদুল ইসলাম, গ্রাম- উত্তর পীরজাবাদ যুগীপাড়া, রংপুর এর আবেদনের প্রেক্ষিতে রাস্তা নির্মাণের কাজে বসতবাড়ি ভাঙ্গার ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ২ (দুই) লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** আবেদনকারী মোঃ অহিদুল ইসলাম, গ্রাম- উত্তর পীরজাবাদ যুগীপাড়া, রংপুর এর আবেদনের প্রেক্ষিতে রাস্তা নির্মাণের কাজে বসতবাড়ি ভাঙ্গার ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ২(দুই) লক্ষ টাকা অনুদান প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে মোঃ অহিদুল ইসলাম, গ্রাম- উত্তর পীরজাবাদ যুগীপাড়া, রংপুরকে বসতবাড়ী ভাঙ্গার ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ০২ (দুই) লক্ষ টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৬। মোঃ আমিনুর রহমান খাঁন, সাং- কামাল কাছনা, ওয়ার্ড নং-২৫, রংপুর এর রাস্তার নামকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় মোঃ আমিনুর রহমান খাঁন, সাং-কামাল কাছনা, ওয়ার্ড নং-২৫, রংপুর এর রাস্তার নামকরণ এর বিষয়ে আলোচনা করা হয়, আলোচনান্তে ২৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাস্তার নামকরণের জন্য ব্যক্তিগণ আবেদন করেন,আবেদনের প্রেক্ষিতে	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বলেন রাস্তার নামকরণের জন্য ফি নির্ধারণ করণ এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যাক্তি / মুক্তিযোদ্ধাদের নামে নামকরণ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

	রাস্তার নামকরণের জন্য ফি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ২০নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি বা মুক্তিযোদ্ধা ছাড়া নামকরণ না করার মতামত প্রদান করে মর্মে আলোচনা করা হয়।	
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৭। অটো রিক্সা, চার্জার রিক্সা এবং চার্জার ভ্যানের লাইসেন্স নবায়ন ও খারিজের ফি বৃদ্ধিকরণ প্রসঙ্গে। **আলোচনাঃ**সভায় ১নং প্যানেল মেয়র জনাব মোঃ মাহবুবার রহমান মঞ্জু উপস্থাপন করেন ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে অটো রিক্সা নবায়ন ফি ৩০০০/- টাকা, চার্জার রিক্সা ও চার্জার ভ্যানের নবায়ন ফি ১২৫০/- টাকা। অটো রিক্সা খারিজ ফি ২০০০/- টাকা, চার্জার রিক্সা ও চার্জার ভ্যানের খারিজ ফি ৫০০/- টাকা ছিল। ২০২৩-২০২৪ চলতি অর্থ বৎসরে অটো রিক্সা নবায়ন ৩৫০০/- টাকা, চার্জার রিক্সা ও চার্জার ভ্যানের নবায়ন ফি ১৫০০/- এবং অটো রিক্সা খারিজ ফি ৫০০০/- টাকা, চার্জার রিক্সা ও চার্জার ভ্যানের খারিজ ফি ১০০০/- টাকা করার প্রস্তাব করেন। সভায় উপস্থিত সকল সদস্য সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন মর্মে আলোচনা করা হয়।	উপস্থিত সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসর হতে অটো রিক্সার নবায়ন ফি ৩৫০০/-টাকা এবং চার্জার রিক্সা, চার্জার ভ্যানের নবায়ন ফি ১৫০০/- টাকা। অটো রিক্সার খারিজ ফি ৫০০০/- টাকা এবং চার্জার রিক্সা ও চার্জার ভ্যানের খারিজ ফি ১৫০০/- টাকা করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৮। ২০ মেগাওয়াট থেকে টর্মিনাল চৌরাস্তা হয়ে কামারপাড়া আলিয়া মাদ্রাসা ব্রীজ পর্যন্ত মাষ্টার ড্রেন নির্মান প্রসঙ্গে। **আলোচনাঃ**সভায় ২০ মেগাওয়াট থেকে	সভায় মেয়র মহোদয় বলেন ড্রেন গুলো পূর্বে প্যাকেজে ধরা হয়েছে এবং সেগুলো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে সিদ্ধান্ত সর্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।
	টার্মিনাল চৌরাস্তা হয়ে কামারপাড়া আলিয়া মাদ্রাসা ব্রীজ পর্যন্ত মাষ্টার ড্রেন নির্মান করণের বিষয়ে ২২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন মাষ্টার ড্রেন না থাকার ফলে আর কে রোড হয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। ড্রেন নির্মাণ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। **আলোচ্য বিষয় নং- ১৯।** মাছ আড়ৎ সংস্কার, সেড নির্মান ও আড়ৎদারের ঘর নির্মান প্রসঙ্গে।	সভায় মেয়র মহোদয় বলেন ইতোপূর্বে মাছ আড়ৎ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রকৌশল বিভাগকে মাছের আড়ত সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়।

	আলোচনাঃ সভায় ২২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মিজু বলেন মৎস্য আড়ত এর বেহালদশা সভায় তুলে ধরেন এবং উল্লেখিত মৎস্য আড়ৎ টি মেরামত করণ, সেড নির্মাণ ও আড়ৎদারের ঘর নির্মাণ করে দ্রুত সমাধান করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	
	আলোচ্য বিষয় নং- ২০। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্রে সম্প্রসারিত ১৮টি ওয়ার্ড নতুন সংহত অঞ্চল (অসংগ্রহের ক্ষেত্র) থেকে নিয়মিত এ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স সংগ্রহ ওআদায়ের বিষয়ে নীতিগত আলোচনা। **আলোচনাঃ**সভায় রংপুর সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্রে সম্প্রসারিত ১৮টি ওয়ার্ড নতুন সংহত অঞ্চল (অসংগ্রহের ক্ষেত্র) থেকে নিয়মিত এ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স সংগ্রহ ও আদায়ের বিষয়ে নীতিগত আলোচনা করা হয়। আলোচনার প্রেক্ষিতে ২১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন ইমারত নির্মাণ বিধিমালা না মেনে, রাস্তা না ছেড়ে, নক্সা অনুমোদন না করে অপরিকল্পিতভাবে বাড়ীঘর নির্মাণ করা হচ্ছে, সেক্ষিতে ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ স্ব স্ব ওয়ার্ডে মাইর্কিং এর ব্যবস্থা করবেন।	সভায় মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ বলেন বর্দ্ধিত এলাকাগুলোতে পরিকল্পিতভাবে ইমারত নির্মাণ করণ,নতুন ও পুরাতন ওয়ার্ডগুলোতে যেসব বাড়ীঘরের ট্যাক্স নির্ধারণ করা হয় নাই সেগুলোকে ট্যাক্সের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ২১। ঢাকাস্থ লিঁয়াজো অফিসের জন্য ফ্ল্যাট ক্রয়। **আলোচনাঃ** সভায় জনাব মোঃ মাহাবুবার রহমান মঞ্জু, প্যানেল মেয়র-১ জানান রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে মন্ত্রনালয় এবং উর্দ্বতন অফিসের সাথে নিবিড় যোগাযোগের জন্য ঢাকায় ০১ (এক) টি লিঁয়াজো অফিস (ফ্ল্যাট) ক্রয় করা জরুরী প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তা বলেন যে, সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ৮০ এর ২ (ঘ) ধারা অনুযায়ী সরকারের	সভায় মেয়র মহোদয় ও সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ আলোচনা পূর্বক রংপুর সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে ঢাকায় ০১ (এক) টি ফ্ল্যাট ক্রয়ের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

	অনুমতি অনুযায়ী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	
	আলোচ্য বিষয় নং- ২২। বিবিধ t **আলোচ্য বিষয় নং-** ক) রংপুর সিটি কর্পেরেশন মডেল স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় ২৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর উপস্থাপন করেন মাহিগঞ্জ এলাকায় সিটি কর্পোরেশন আওতাধীন নিজস্ব ২ (দুই) একর জমি রয়েছে। সেখানে রংপুর সিটি কর্পোরেশন মডেল স্কুল নির্মাণ করা হলে স্থানীয় ও গরীব ছাত্র/ ছাত্রীরা লেখা পড়ার সুযোগ পাবে বলে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	সভায় মেয়র মহোদয় বলেন ২৯নং ওয়ার্ডে মাহিগঞ্জ এলাকায় যদি স্কুল নির্মাণ করার মতো জায়গা থাকে তবে সঠিকভাবে পর্যালোচনা “রংপুর সিটি কর্পোরেশন মডেল স্কুল এন্ড কলেজ” নামে নাম করণ করার সিদ্ধান্ত সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-খ) বসতবাড়ীর লে-আউট দেয়ার সময় কাউন্সিলর উপস্থিত থাকা প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ**সভায় কাউন্সিলরগন উপস্থাপন করেন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অনেকে বিল্ডিং কোড না মেনে নির্মাণ কাজ করছেন। কিন্তু যারা বিল্ডিং কোড না মেনে নির্মাণ করছেন তাদেরকে নোটিশ প্রদান করতে হবে। এছাড়াও বিল্ডিং এর লে-আউট দেয়ার সময় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ০১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও সার্ভেয়ারের উপস্থিতিতে লে-আউট দিতে হবে মর্মে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বিল্ডিং এর লে-আউট দেয়ার সময় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ০১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও সার্ভেয়ারের উপস্থিতিতে লে-আউট দেয়ার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- গ) প্রত্যেক এলাকায় হতদরিদ্রের মাঝে দান, খয়রাত প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। সিটি কর্পোরেশনাধীন কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে নর্দান পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন দোকান ঘর বরাদ্দ প্রদান প্রসঙ্গে। **আলোচনাঃ** সভায় কাউন্সিলরবৃন্দ উপস্থাপন করেন প্রত্যেক ওয়ার্ডে গরীব, দুস্থ্য ও হতদরিদ্রের মাঝে দানখয়রাতের জন্য প্রতি মাসে পূর্বের বরাদ্দকৃত ১০,০০০/(দশ হাজার) টাকার পরিবর্তে ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা প্রদান বিষয়ে বিস্তারিত	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে প্রত্যেক ওয়ার্ডে প্রতিমাসে ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

	আলোচনা করা হয়।	
	আলোচ্য বিষয় নং-ঘ) ওয়ারিশন সনদ পত্রের ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা নির্ধারন করণ প্রসঙ্গে। **আলোচনাঃ**সভায় সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ উপস্থাপন করেন ইতোপূর্বে ওয়ারিশন সনদপত্র বাবদ ৩০০/- (তিনশত) টাকা ফি নির্ধারিত ছিল। বর্তমানে অত্র সিটি কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ারিশন সনদ ফি ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা করা প্রয়োজন মর্মে এ বিস্তারিত আলোচনা করেন।	সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে ওয়ারিশন সনদ ফি ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নংÑঙ) ২৪নং ওয়ার্ডে রাস্তার উপর অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করণ আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় ২৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন প্রেস ক্লাবের পার্শ্বে সমবায় ব্যাংক সংলগ্ন রাস্তার উপর অবৈধভাবে দোকান ঘর তৈরী করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, এতে জনগণের চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, সেপ্রেক্ষিতে অবৈধ উচ্ছেদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে রাস্তার উপরে অবৈধ উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
২০/১২/২০২৩ ইং বুধবার	**আলোচ্য বিষয় নং**-১। গত মাসিক সভার সিদ্ধান্ত পঠন ও অনুমোদনকরণ। **আলোচনাঃ** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গত মাসিক সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনী প্রস্তাব না থাকলে তা দৃঢ়ীকরণ করার বিষয়ে মতামত প্রদানের অনুরোধ জানান। সভায় উপস্থিত সকলে কার্যবিবরনী দৃঢ়ীকরণের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	গত ০৭/০৬/২০২৩ইং মাসিক সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংযোজন,বিয়োজন বা সংশোধনী না থাকায় গত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ ও অনুমোদন করা হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-০২। বসতবাড়ী/বাণিজ্যিক ভবনের নীল নক্সা অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** mfvq Dc¯’vwcZ bxj b·vi e¨vcv‡i wb¤œiæc Av‡jvPbv Kiv nq|	উপ-ক্রমিক নং- ১ হতে ৩৬ পর্যন্ত নীল নক্সা সভায় উপস্থিত সকল সদস্য ও মেয়র মহোদয়ের অনুমতি- ক্রমে অনুমোদন করা হলো।
	আলোচ্য বিষয় নং- ৩। রংপুর সিটি কর্পোরেশন অফিস বিল্ডিং এর ফায়ার	মেয়র মহোদয় বলেন রংপুর সিটি কর্পোরেশন ও নিজ নিজ ভবনে

	রিস্ক এ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদন প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ**ইউএনডিপি-এলআইইউপিসি প্রকল্পের টাউন ম্যানেজার উপস্থাপন করেন যে, রংপুর সিটি কর্পোরেশন অফিস বিল্ডিং এর ফায়ার রিস্ক এ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা হয়। এ্যাসেসমেন্টে দেখা যায় যে, রংপুর সিটি কর্পোরেশনে অগ্নিনির্বাপনের জন্য ওয়াটার রিজার্ভার নাই, পাম্প হাউজ নাই, স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেম স্থাপন করা হয় নাই, ডিটেকশন সিস্টেম স্থাপন নাই, কমান্ড স্টেশন ও কন্ট্রোল প্যানেল বোর্ড স্থাপন করা হয় নাই, ভবনে কোন ফায়ার কমান্ড স্টেশন নাই, ভবনটিতে কোনরুপ পিএ সিস্টেম ইন্সটল করা নাই।	অগ্নিনির্বাপনের স্বার্থে জানমালের নিরাপত্তার জন্য ওভারহেড রিজার্ভার তৈরী করে ন্যুনতম ২৫০০০ লিটার পানি মজুদ রাখা ও অগ্নি নির্বাপনের প্রতিরোধক বিষয়গুলি রোধের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ফায়ার সার্ভিস অফিসে পত্র প্রদান করতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং- ০৪। নগর পরিকল্পনা সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) উপস্থাপন করেন আহবায়ক ও কাউন্সিলর, ১৯নং ওয়ার্ড, রংপুর সিটি কর্পোরেশন তিনি নগর পরিকল্পনা সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভা করেন। সভায় রংপুর সিটি কর্পোরেশনের পাইলট আকারে চলমান সৌন্দর্য বর্ধন কাজের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। সকল স্থায়ী কমিটির সভাপতিকে সভাগুলো ০৩(তিন) মাস পর পর স্থায়ী কমিটির সভা আহবান করার নিমিত্ত সদস্য-সচিবকে তাগিদ প্রদান করার জন্য এবং স্থায়ী কমিটির সভাগুলোর সিদ্ধান্তসমূহ মাসিক সভায় অনুমোদন নেয়ার জন্য আলোচনা করা হয়।	সকল স্থায়ী কমিটির সদস্য-সচিব স্থায়ী কমিটির সভাগুলোর সিদ্ধান্তসমূহ ০৩ (তিন) মাস পর পর করে মাসিক সভায় অনুমোদন করবেন।
	আলোচ্য বিষয় নং- ৫। সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) এর ২য় ও ৩য় সভার কার্যবিবরনী অনুমোদন প্রসঙ্গে। **আলোচনাঃ** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) উপস্থাপন করেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ২০২৩-২০২৪ইং অর্থ বছরের ২য় ও ৩য় সভার কার্যবিবরণী	রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ২০২৩-২০২৪ইং অর্থ বছরের ২য় ও ৩য় সভার চলমান ও প্রস্তাবিত উন্নয়ন কার্যক্রমমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

	চলমান ও প্রস্তাবিত উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এ বিষয় মেয়র মহোদয় ও সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন।	
	আলোচ্য বিষয় নং- ৬। বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন এর সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন প্রসঙ্গে। **আলোচনাঃ** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) উপস্থাপন করেন স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪৩ অনুযায়ী রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা প্রয়োজন এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	২০২৩-২০২৪ইং অর্থ বছরের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং- ৭। প্রভাতী মুক্ত স্কাউট ইনস্টিটিউটকে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের অনুদানে অন্তর্ভুক্তকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) উপস্থাপন করেন যে, প্রভাতী মুক্ত স্কাউট ইনস্টিটিউটকে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের অনুদানে অর্ন্তভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করেছেন এ বিষয়ে মেয়র মহোদয় ও সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত প্রকাশ করে প্রভাতী মুক্ত স্কাউট ইনস্টিটিউটকে অর্ন্তভুক্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	প্রভাতী মুক্ত স্কাউট ইনস্টিটিউটকে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের অনুদানে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
	আলোচ্য বিষয় নং-৮। রংপুর আরকে রোড ট্রাক ষ্ট্যান্ডের দক্ষিন পাশ হতে মোঃ হাসিবুর রহমান প্রামানিক গোডাউন সংলগ্ন পূর্ব হতে পশ্চিম দিক রাস্তাটি মেরামতকরণ প্রসঙ্গে আালোচনা। **আলোচনাঃ**সভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থাপন করেন যে, রংপুর আরকে রোড ট্রাক ষ্ট্যান্ডের দক্ষিণ পাশ হতে মোঃ হাসিবুর রহমান প্রামানিক গোডাউন সংলগ্ন পূর্ব হতে পশ্চিম দিক রাস্তাটি মেরামত করার প্রস্তাব রয়েছে। এ বিষয়ে মেয়র মহোদয় ও সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ প্রকৌশল বিভাগকে সাইট পরিদর্শন করে	প্রকৌশল শাখার নির্বাহী প্রকৌশলীকে সাইট পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	
	আলোচ্য বিষয় নং- ৯। রাস্তার নামকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ**প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) উপস্থাপন করেন যে, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামে রাস্তার নামকরণের জন্য আবেদন পাওয়া গেছে। আবেদনগুলো যথাক্রমে - ক) বীর মুক্তিযোদ্ধা তরনীকান্ত সরকার এর আবেদনের প্রেক্ষিতে পশ্চিম রাজেন্দ্রপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বাধ্যকর পাড়া হইয়া শালমারা মোড় হইয়া পার্থ সারথী মন্দির পর্যন্ত রাস্তাটির মুক্তিযোদ্ধা সরনীকরণ, খ) বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, ওয়ার্ড নং-১৫ এর নামে ভেন্ডাবাড়ী রাস্তার সূত্রাপুর গ্রামের বটগাছের নিকট হতে হরিরামপুর গ্রাম পর্যন্ত রাস্তার নামকরণ, গ) মৃত আজগার আলী সরকার, সাং- কামাল কাছনা, ওয়ার্ড নং-২৫ এর নামে নামকরণ, ঘ) বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুস সাত্তার, সাং- পশ্চিম খাসবাগ, ওয়ার্ড নং- ৩০, রংপুর এর নামে নামকরণ। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে মেয়র মহোদয় বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের নামে রাস্তার নামকরণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	মৃত আজগার আলী সরকার, সাং- কামাল কাছনা, ওয়ার্ড নং- ২৫ এর নাম বাতিল করে শুধুমাত্র বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামে রাস্তার নামকরণ করতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং-১০। সিটি পুলিশদের মৃত্যু পরবর্তী দাফন কার্য সু সম্পন্নকরণের টাকা বৃদ্ধিকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থাপন করেন সিটি কর্পোরেশনের ইতোপূর্বে সিটি পুলিশদের মৃত্যু পরবর্তী দাফনকার্য সুসম্পন্নের জন্য ২৫,০০০/- টাকা প্রদানের নিয়ম রয়েছে। এটি বৃদ্ধি করার প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। এ বিষযে কাউন্সিলরবৃন্দ বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের বাজার উর্দ্ধগতি হওয়ায় আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি করে ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকার পরিবর্তে ১০,০০০/- টাকা বৃদ্ধি করে মোট (২৫,০০০/- + ১০,০০০/-) = ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা করার	সিটি পুলিশদের মৃত্যু পরবর্তী দাফনকার্য সুসম্পন্নের জন্য ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হবে।

	জন্য প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে উপস্থিত সকলে একমত প্রকাশ করেন।	
	আলোচ্য বিষয় নং- ১১। আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ হাফিজুল ইসলাম এর আবেদনের প্রেক্ষিতে মারকাজুল হুজ্জাজ দারুস-সালাম মাদ্রাসা কমপ্লেক্স এর মসজিদ ও মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য রংপুর সিটি কর্পোরেশন তহবিল থেকে নিয়মিত প্রতি মাসে আর্থিক সহযোগীতার আবেদন প্রসঙ্গে আালোচনা। **আলোচনাঃ** আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ হাফিজুল ইসলাম এর আবেদনের প্রেক্ষিতে মারকাজুল হুজ্জাজ দারুস-সালাম মাদ্রাসা কমপ্লেক্স এর মসজিদ ও মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য রংপুর সিটি কর্পোরেশন তহবিল থেকে নিয়মিত প্রতি মাসে আর্থিক সহযোগীতার আবেদন প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ আবেদনটি অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করায় সর্বসম্মতক্রমে আবেদনটি মঞ্জুর করা হল।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১২। মোঃ ফজলার রহমান, প্রধান শিক্ষক এর আবেদনের প্রেক্ষিতে রামপুরা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়টিকে সিটি কর্পোরেশনের অর্ন্তভুক্ত করণ প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** মোঃ ফজলার রহমান, প্রধান শিক্ষক এর আবেদনের প্রেক্ষিতে রামপুরা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়টিকে সিটি কর্পোরেশনের অর্ন্তভূক্ত না করার প্রস্তাব রাখেন। এ বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন।	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর রামপুরা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি সিটি কর্পোরেশনে অর্ন্তভূক্ত করা হবে না।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৩। মোঃ মাহমুদুন নবী গং,সাং- পশ্চিম বাবু খাঁ, ওয়ার্ড নং- ২২ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে রাস্তা প্রশস্তের ফলে ক্ষতিপূরণের জন্য আলোচনা। **আলোচনাঃ** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থাপন করেন মোঃ মাহমুদুন নবী গং, সাং- পশ্চিম বাবু খাঁ, ওয়ার্ড নং- ২২ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে রাস্তা প্রশস্তের ফলে ক্ষতিপূরনের জন্য আবেদন করেছেন।	মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বলেন যেহেতু রাস্তা ও ড্রেন কাজে ব্যবহৃত সেহেতু প্রকৌশল বিভাগকে নথিতে উপস্থাপন করার জন্য বলা হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-১৪। মোঃ আতোয়ার রহমান, পিতা-মৃত সিরাজ উদ্দিন, সাং- পশ্চিম বাবুখাঁ, ওয়ার্ড নং-২২ এর	মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বলেন যেহেতু রাস্তা ও ড্রেন কাজে ব্যবহৃত সেহেতু

	আবেদনের প্রেক্ষিতে পশ্চিম বাবুখাঁ বালিকা দাখিল মাদ্রাসা গামী রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত প্রায় ০৩(তিন) শতক জমির ক্ষতিপুরণ প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থাপন করেন মোঃ আতোয়ার রহমান, পিতা-মৃত সিরাজ উদ্দিন, সাং- পশ্চিম বাবুখাঁ, ওয়ার্ড নং-২২ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে পশ্চিম বাবুখাঁ বালিকা দাখিল মাদ্রাসাগামী রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত প্রায় ০৩(তিন) শতক জমির ক্ষতিপুরণ চেয়ে আবেদন করেছেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	প্রকৌশল বিভাগকে নথিতে উপস্থাপন করার জন্য বলা হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-১৫। আরতি চক্রবর্তী , পিতা বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, সাং- গুপ্তপাড়া এর আবেদনের প্রেক্ষিতে মাসিক সম্মানি ভাতা প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** ভাতা প্রসঙ্গে আলোচনা আরতি চক্রবর্তী, পিতা- বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, সাং- গুপ্তপাড়া এর আবেদনের প্রেক্ষিতে মাসিক সম্মানি ভাতার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ আবেদনটি অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করায় সর্বসম্মতক্রমে আবেদনটি মঞ্জুর করা হল।
	আলোচ্য বিষয় নং-১৬। মোছাঃ বেলি বেগম, গুড়াতিপাড়া, ওয়ার্ড নং-২০ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** মোছাঃ বেলি বেগম, গুড়াতিপাড়া, ওয়ার্ড নং-২০ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ আবেদনটি অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করায় সর্বসম্মতক্রমে আবেদনটি মঞ্জুর করা হল।
	আলোচ্য বিষয় নং-১৭।মোঃ শরিফুল ইসলাম, পিতা- মৃত মজিবুর রহমান, সাং- বিনোদপুর, রংপুর এর আবেদনের প্রেক্ষিতে সড়ক দূর্ঘটনায় পঙ্গু হওয়ায় মাসিক ভাতার আবেদন প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ**মোঃ শরিফুল ইসলাম, পিতা- মৃত মজিবুর রহমান, সাং- বিনোদপুর, রংপুর এর আবেদনের প্রেক্ষিতে সড়ক	সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ আবেদনটি অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করায় সর্বসম্মতক্রমে আবেদনটি মঞ্জুর করা হল।

	দূর্ঘটনায় পঙ্গু হওয়ায় মাসিক ভাতার আবেদন প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	
	আলোচ্য বিষয় নং-১৮।মোছাঃ ফিরোজা বেগম, স্বামী- মোঃ আশরাফুল হক বাবু, সাং- নীলকন্ঠ সোটাপীর, ওয়ার্ড নং- ১৯ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ায় সাহায্যের জন্য আবেদন প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** মোছাঃ ফিরোজা বেগম, স্বামী- মোঃ আশরাফুল হক বাবু, সাং- নীলকন্ঠ সোটাপীর, ওয়ার্ড নং- ১৯ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ায় সাহায্যের জন্য আবেদন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ আবেদনটি অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করায় সর্বসম্মতক্রমে আবেদনটি মঞ্জুর করা হল।
	আলোচ্য বিষয় নং-১৯।সভাপতি, মসজিদ কমিটি এবং এলাকাবাসীর পক্ষে খোর্দ্দ তামপাট মধ্যপাড়া বাইতুন নুর জামে জামে মসজিদ এর দ্বিতীয় তলা নির্মাণে আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভাপতি, মসজিদ কমিটি এবং এলাকাবাসীর পক্ষে খোর্দ্দ তামপাট মধ্যপাড়া বাইতুন নুর জামে মসজিদ এর দ্বিতীয় তলা নির্মাণে আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়।	সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ আবেদনটি অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করায় সর্বসম্মতক্রমে আবেদনটি মঞ্জুর করা হল।
	আলোচ্য বিষয় নং- ২০। মুহতামিম, কাশেম বাজার নূরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসা এর আবেদনের প্রেক্ষিতে মাসিক অনুদান বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** মুহতামিম, কাশেম বাজার নূরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসা এর আবেদনের প্রেক্ষিতে মাসিক অনুদান বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়।	সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ আবেদনটি অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করায় সর্বসম্মতক্রমে আবেদনটি মঞ্জুর করা হল।
	আলোচ্য বিষয় নং- ২১। খালেদা বেগম, পিতা মোঃ খালেক, গ্রাম- বাহার কাছনা, ওয়ার্ড নং- ০৯ আর্থিক সাহায্যের আবেদন প্রসঙ্গে আলোচনা।	সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ আবেদনটি অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করায় সর্বসম্মতক্রমে আবেদনটি

	আলোচনাঃ খালেদা বেগম, পিতা মোঃ খালেক, গ্রাম- বাহার কাছনা, ওয়ার্ড নং-০৯ আর্থিক সাহায্যের আবেদন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	মঞ্জুর করা হল।
	আলোচ্য বিষয় নং- ২২। হাসান আলী, সাং- নিউ ইঞ্জিনিয়ার পাড়া, ওয়ার্ড নং-২০, আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন। **আলোচনাঃ** হাসান আলী, সাং- নিউ ইঞ্জিনিয়ার পাড়া, ওয়ার্ড নং-২০, আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ আবেদনটি অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করায় সর্বসম্মতক্রমে আবেদনটি মঞ্জুর করা হল।
	আলোচ্য বিষয় নং- ২৩। কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় যে সকল দোকান ঘর বরাদ্দ হয়নি, সে সকল দোকানসমূহের সেলামী ও মাসিক ভাড়া কমানো এবং এ.কে.এম আনোয়ারুল হকের নামে গাড়ী ওয়ার্ক শপটির জামানত ১০,০০,০০০ /- (দশ লক্ষ) টাকা ও মাসিক ভাড়া ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকায় ১৫ বছর মেয়াদে ইজারা প্রদান অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** শাখা প্রধান, বাজার শাখা, উপস্থাপন করেন সভায় কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় যে সকল দোকান ঘর বরাদ্দ হয়নি, সে সকল দোকান সমূহের সেলামী ও মাসিক ভাড়া কমানোর বিষয়ে ০৬(ছয়) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে সেলামী ও মাসিক ভাড়া কমানোর প্রস্তাব করেন। তিনি এ.কে.এম আনোয়ারুল হকের নামে গাড়ী ওয়ার্ক শপটির জামানতের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করেন। মাননীয় মেয়র মহোদয় বলেন যে, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে এ.কে.এম আনোয়ারুল হক তৎকালীন জেলা প্রশাসকের নিকট হতে ৩০ শতাংশ জমি ৬০,০০০/- টাকা সেলামীতে ১৫ বছর মেয়াদে লীজ গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তীতে সিটি কর্পোরেশন হতে ১,১৫,০০০/- টাকা সেলামীতে ২৫ শতাংশ জমি বিভিন্ন মেয়াদে লীজ গ্রহণ করেছেন। তিনি মোট ৫৫ শতাংশ জায়গার মাসিক	কমিটি গঠন ১। প্যানেল মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - অহবায়ক ২। সম্মানিত সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য ৩। সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ, বাজার ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য ৪। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য ৫। শাখা প্রধান, বাজার শাখা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য ৬। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য সচিব

	ভাড়া সিটি কর্পোরেশনে ডিসেম্বর/২০১৮ ইং পর্যন্ত পরিশোধ করেছেন। কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল নির্মাণের স্বার্থে গত ২৫/০৯/২০১৯ ইং তারিখে তাকে সিটি কর্পোরেশন হতে জায়গা ছেড়ে দেয়ার জন্য পত্র প্রদান করা হয়েছিল এবং সে মোতাবেক তিনি তার জায়গা এ সিটি কর্পোরেশনে ফেরত দেন। গত ৩০/১০/২০২২ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি হিসেবে এ.কে.এম আনোয়ারুল হকের নামে গাড়ি ওয়ার্ক শপটির জামানত ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা ও মাসিক ভাড়া ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকায় ১৫ বছর মেয়াদে ইজারা প্রদানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সকলের সম্মতিক্রমে এ বিষয়ে ০৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বলা হয়।	
	আলোচ্য বিষয় নং- ২৪। কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল গণশৌচাগার টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ইজারা প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** বাজার ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সভাপতি জানান যে, যেহেতু কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বরাদ্দকৃত দোকানসমূহে লোক সমাগম হয়না, সেহেতু গণশৌচাগারটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হয়নি। তিনি ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ায় পরবর্তীতে ইজারা না হওয়া পর্যন্ত খাস আদায় কার্যক্রম চলমান রাখার প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে শাখা প্রধান জানান যে, ১লা বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা সন হতে টেন্ডার প্রক্রিয়ার প্রস্তাব পেশ করেন এবং গণশৌচাগারটি পুনরায় ইজারা না হওয়া পর্যন্ত খাস আদায় চলমান রাখার প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে সভায় সকলে একমত প্রকাশ করেন।	সভায় সকলে একমত পেশ করেন কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল গণশৌচাগার ইজারার মেয়াদ শেষ হলে খাস আদায় কার্যক্রম চলমান রাখার মধ্য দিয়ে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় আহ্বান করে ১লা বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা সন হতে ইজারা প্রদান করতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং-২৫। ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড কামারপাড়ায় অন্তর ট্রাভেল্স কাউন্টার বরাদ্দ আবেদন প্রসঙ্গে আলোচনা।	ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড কামার পাড়ায় অন্তর ট্রাভেল্স কাউন্টার বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	আলোচনাঃ ১৯ ও ২১ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জানান যে, ইতোপূর্বে ঢাকা কোচ স্ট্যান্ডে ২০ টি কাউন্টার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। বর্তমানে ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড কামারপাড়ায় অন্তর ট্রাভেল্স কাউন্টার সেলামী ও মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে অস্থায়ী বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে বিধি মোতাবেক পূর্বের বরাদ্দকৃত কাউন্টারগুলির সাথে সেলামী ও মাসিক ভাড়া সামঞ্জস্য রেখে জমা প্রদানের ভিত্তিতে অস্থায়ী বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন।	
	আলোচ্য বিষয় নং-২৬। সভাপতি জনাব মোঃ মাহাবুবার রহমান মঞ্জু, প্যানেল মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর আবেদনের প্রেক্ষিতে ১ম তলা থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত ৯-০" এর ঊর্দ্ধে রাস্তা সম্বলিত ভবন নির্মাণের নক্সা অনুমোদন প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভাপতি জনাব মোঃ মাহাবুবার রহমান মঞ্জু, প্যানেল মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর আবেদনের প্রেক্ষিতে ১ম তলা থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত ৯-০" এর ঊর্দ্ধে রাস্তা সম্বলিত ভবন নির্মাণের নক্সা অনুমোদন প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা।	রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১ম তলা থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত নূন্যতম ১০ তদূর্ধ্ব রাস্তা বিধিসম্মতভাবে অনুমোদন করতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং-২৭। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের জল মাহালের ইজারার অর্থ আদায় প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** প্রধান সহকারী (চঃদাঃ) বলেন যে, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের জলমাহালগুলোর ০৩(তিন) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদান করা হয়। অনেক ইজারাদার সঠিক সময়ে ইজারার টাকা পরিশোধ করেন না। ফলে সিটি কর্পোরেশন রাজস্ব হতে বঞ্চিত হচ্ছে এবং এটি বিধি বহির্র্ভূত। সভায় এ বিষয়ে বিস্তাবিত আলোচনা করা হয়।	যে সকল ইজারাদার অর্থ পরিশোধ করেননি তাদের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং-২৮। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সিটি	চাকুরী বিধি মোতাবেক বেতন বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করতে

	পুলিশদের ১০% বেতন বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** প্রধান সহকারী উপস্থাপন করেন যে, সিটি পুলিশগণ তাদের ১০% বৃদ্ধিতে বেতন বাড়ানোর জন্য আবেদন করেন। এ বিষয়ে মেয়র মহোদয় ও সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বলেন, যদি চাকুরীবিধি মোতাবেক তারা বেতন বৃদ্ধির আওতায় আসে তা হলে ১০% বেতন বৃদ্ধিতে তাদেরকে দেয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন।	হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং-২৯। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি, নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও প্রাক্কলন অনুমোদন সংক্রান্ত আলোচনা। **আলোচনাঃ** Maintenance & Construction of road from Uttom hajir hat Dr. para Burir hat road to H/O Rustom Ali at word-01 (Ch-0.00-103.00m) প্রাক্কলিত মূল্য = ৪,৯৪,৯৪৭.৭০ Construction of A) RCC Pipe & Earth Filling Work At Chan Kuti Halipad Pond (W-08), B) Earth filling at Kumar da bridge Apros side W- 08 প্রাক্কলিত মূল্য = ৫,৬০,৪৫৩.২৭ Maintanace Of Road At Kellabond BSCIC Road From H/O Haji Abdus Sattar to Kopat Bridge W-16 প্রাক্কলিত মূল্য = ৪,৯০,৬৪৬.৫৮ Reparing work of Central Bus Terminal W-17 প্রাক্কলিত মূল্য = ৪,০৮,২৫৮.৮৯ Earth Filling work in pond area at Rangpur City Chickli park (W-19). প্রাক্কলিত মূল্য = ৬,৯৭,৮৭৪.৯৪ Construction of Rcc road and drain at Rosulpur H/O Bokkor to H/O Roman Ch0.00-26.000m w.19 প্রাক্কলিত মূল্য = ৪,৬৮,০০২.৩৫ Construction of Stting Shed at Rangpur City Chickli Park (W-19), 2)Maintenance and Exiension of Culvert at Sagor Para Chickli Gate (W-19), 3) Construction of CC Road Beside Public Health Office (W-19) প্রাক্কলিত মূল্য = ৪,০২,৮৪৮.৮৩ Construction of Garbages Shed base casting work of Gomostopara road behind the Loksmi	উপ-ক্রমিক নং- ১ হতে ১৭ পর্যন্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্প সমূহ প্রাক্কলনসহ সভায় সর্বসম্মতি-ক্রমে অনুমোদিত হলো।

	Cinema Holl Goli (W-20). প্রাক্কলিত মূল্য = ৬,৩৫,৫৯০.৪৪ Construction of RCC Road & CC Road at west/Paschim Gurati para h/o deldar to delyar goli ch. 0.0-24.0m & h/o sofir goli ch 0.0-26.0m, (2) Construction of Upvc pipe line with inspectionpit work at new engineer para ch.0.0-75.50m (w-20), (3) Infront of sitola kali mondir Existing drain top slap casting ch.0.0-35.0m (w-20). প্রাক্কলিত মূল্য = ৪,৯৯,১০৮.১৩ Construction of Rcc Road & Drain in Front off Senpara Primary School to H/o Shamsul Alam, Road- Ch 00-21.00m. & Drain Cho0.00-28.0m (W-21). প্রাক্কলিত মূল্য = ৪,৯৯,৫৩৮.৩৩ Horizontal Extention of Public Toilet at City Bazar, Rangpur, (Additional Work) (W-23). প্রাক্কলিত মূল্য = ৪,৯৯,১২৪.৫৭ Construction of Rcc Road Cross Drain At Goptopara Old Passport Office ch. 0.00-10.0m, W-24 প্রাক্কলিত মূল্য = ৪,৬৯,২৪৯.৩৮ Construction & Dismantling work for guide wall at Tatipara Loskor Hotel to H/o Hamidul, 2) Construction of Rcc Drain From Goptopara Doyaslen Abdul Goni House (A) Top Slab Ch 0.00-28.0m (B) New Drain Ch 28.0-45.0m (W-24) প্রাক্কলিত মূল্য = ৪,০০,৩৮৬.৯৪ Construction of Remaining RCC Roof Slab of Shree Shree Pravu Jogothbandhu Sebasshram at South Kamalkasna Dashpara W-24 প্রাক্কলিত মূল্য = ৪,৯৮,৫৮৩.৩৬ Repair and Maintenance of Drain Lifting Slab at Lalbag Bazar to Begum Rokeya University (Under Word-28), (2) Maintenance of RCC Top Slab Nurpur Sorarpar to Nurpur Boro Graveyard W- 26, (3) Painting Work at Panbari Bridge, W- 31 প্রাক্কলিত মূল্য = ৫,০৩,২০৩.২৫ Rehabilitation of road & UpVC Pipe Line Work at Shathmatha Unic Sanitary Via Moriam Eye Hospital to Shatmatha Rail Gate (W-30) প্রাক্কলিত মূল্য = ৪,৮৪,৬৯৬.১৯ Supply of Bituminous Materials for Pothole Repair at Different Places of Rangur City Corporation প্রাক্কলিত মূল্য = ৪,৮৯,৬৫৮.৮০	

	আলোচ্য বিষয় নং-৩০। প্রদত্ত আর্থিক সাহায্য সমূহ পূর্বাপুর অনুমোদন করণ প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সভায় জানান যে, বছরব্যাপী আর্থিক সাহায্যের জন্য এ কার্যালয়ে আবেদন জমা হয়। উক্ত আর্থিক আবেদনসমূহ মাসিক সভায় অনুমোদন গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে মেয়র মহোদয় ও সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে ভূতাপেক্ষভাবে আর্থিক সাহায্যের আবেদনসমূহ অনুমোদন গ্রহণ করার জন্য একমত প্রকাশ করেন।	ভূতাপেক্ষভাবে আর্থিক সাহায্যসমূহ সভায় অনুমোদন করে নিতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং- ৩১। **বিবিধঃ** ক) জমি জরিপের জন্য টাকা বৃদ্ধি করণ প্রসঙ্গে। **আলোচনাঃ**সভায় ২০নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর উপস্থাপন করেন যে, জমি জরিপের জন্য অফিশিয়াল ফি ৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত) টাকা নির্ধারন করা আছে, বর্তমানে ১৫০০/- টাকা বৃদ্ধি করে মোট (৩,৫০০/- + ১৫০০/-) = ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা নির্ধারণ করার জন্য প্রস্তাব করেন।	জমি জরিপের জন্য ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং- খ) বসতবাড়ীর লে-আউট দেয়ার সময় সম্মানিত কাউন্সিলর উপস্থিত থাকা প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ**সভায় কাউন্সিলরগন উপস্থাপন করেন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অনেকে বিল্ডিং কোড না মেনে নির্মাণ কাজ করছেন। কিন্তু যারা বিল্ডিং কোড না মেনে নির্মাণ করছেন তাদেরকে নোটিশ প্রদান করতে হবে। এছাড়াও বিল্ডিং এর লে-আউট দেয়ার সময় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও মহিলা কাউন্সিলর, ০১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও সার্ভেয়ারের উপস্থিতিতে লে-আউট দিতে হবে মর্মে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	প্রকৌশল বিভাগকে তদারকি করতে হবে এবং বিল্ডিং এর লে-আউট দেয়ার সময় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও মহিলা কাউন্সিলর, ০১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও সার্ভেয়ারের উপস্থিতিতে লে-আউট প্রদান করতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং- গ) নিউ মার্কেট উদ্ধারকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** ২১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর	নিউ মার্কেটিটি উদ্ধারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

	উপস্থাপন করেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনাধীন নিউ মার্কেটটি বেদখল হয়ে আছে। ইতোপূর্বে নিউ মার্কেটটি উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল কিন্ত তা উদ্ধার করা হয়নি। ফলে সিটি কর্পোরেশন রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, সেহেতু নিউ মার্কেটটি উদ্ধারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	
	আলোচ্য বিষয় নং- ঘ) রংপুর সিটি কর্পোরেশন আওতাধীন রাস্তা, ড্রেন ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নে সম্মানিত কাউন্সিলরগণের প্রত্যায়ন প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** ২০নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর উপস্থাপন করেন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রাস্তা, ড্রেন ও অন্যান্য উন্নয়ন অবকাঠামোর কাজ ঠিকাদারগণ সময়মত কাজের সমাপ্তি করে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক কাজের প্রত্যয়ন গ্রহণ পূর্বক বিল উত্তোলন কার্যক্রম সম্পাদন করবেন মর্মে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে রাস্তা, ড্রেন ও অন্যান্য উন্নয়ন অবকাঠামোর কাজ ঠিকাদারগণ সময়মত কাজের সমাপ্তি করে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক নিজস্ব প্যাডে কাজের প্রত্যয়ন প্রদান করবেন। কিন্তু ঠিকাদারকে অহেতুক হয়রানী করা যাবে না।
	আলোচ্য বিষয় নং- ঙ) ১৬নং ওয়ার্ডে সিও বাজারে সেড, ল্যাট্রিন নির্মাণপ্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** ১৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর উপস্থাপন করেন যে, সিও বাজারে টয়লেট নেই, গরুর মাংসের সেড নাই, মুরগীর মাংসের নাই, সেডগুলো না থাকার কারণে জনগণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে এবং পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে, সেকারণে সিও বাজারে টয়লেট স্থাপন ও সেড নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন মর্মে মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে সিও বাজারে টয়লেট গরুর মাংসের সেড, মুরগীর মাংসের সেড, স্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা করেন।	সি ও বাজারে টয়লেট, গরুর মাংসের শেড, মুরগীর মাংসের শেড স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং- চ) সিটি কর্পোরেশনের ১৬নং ওয়ার্ডে লীজকৃত জায়গা বাতিলকরণ প্রসঙ্গে। **আলোচনাঃ** সভায় ১৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর উপস্থাপন করেন যে,	কমিটিঃ ১। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - আহবায়ক ২। নির্বাহী প্রকৌশলী,অঞ্চল-১,

	মেডিকেল মোড়স্থ চাঁদনী হোটেল হতে শীতল কমিউনিটি সেন্টার পর্যন্ত রংপুর সিটি কর্পোরেশনে লীজকৃত জায়গা রয়েছে। সেখানে লীজ গ্রহীতাগণ তাদের নিজ লীজকৃত জায়গা থেকেও অতিরিক্ত জায়গা দখল করে আছেন, সেগুলো পুনরুদ্ধার করার জন্য পুর্বের লীজ বাতিল করে পুনরায় লীজের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে লীজকৃত জায়গা পুনরুদ্ধারের জন্য ০৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	রংপুর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য ৩। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর, রংপুর সিটি কর্পোরেশন – সদস্য ৪। সড়ক ও জনপথ বিভাগে প্রকৌশলী / প্রতিনিধি - সদস্য ৫। কানুনগো, সম্পত্তি শাখা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য-সচিব
	আলোচ্য বিষয় নং- ছ) ৩০নং ওয়ার্ডে সরকারী জমি উদ্ধার করণ প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** ৩০নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর তার ওয়ার্ডে অবস্থিত নাছনিয়ার বিলকে পিকনিক স্পট/বিনোদন স্পট তৈরী করা এবং আশে পাশে কোন উচ্চ বিদ্যালয় না থাকায় কোমলমতি শিক্ষার্থীরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তৎপ্রেক্ষিতে বীরভদ্র এলাকায় সরকারী জমি উদ্ধার করে সেখানে একটি উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণ করার প্রস্তাব প্রদান করে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	৩০নং ওয়ার্ডে নাছনিয়ার বিলে পিকনিক স্পট ও বীরভদ্রের সরকারী জমি উদ্ধার করে রংপুর সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং- জ) জন্ম নিবন্ধন সহজীকরণের বিষয়ে আলোচনা **আলোচনাঃ**২নং ও ২৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন বিদ্যালয়ে ভর্তিসহ অন্যান্য প্রয়োজনে জন্ম নিবন্ধন প্রয়োজন সেখানে জন্মনিবন্ধন শাখায় জনগণ জন্ম নিবন্ধন করতে গেলে অনিয়মের স্বীকার হন, সেক্ষেত্রে ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রতিটি ওয়ার্ডে পাসওয়ার্ড প্রদান করলে জন্মনিবন্ধন সহজ হবে মর্মে আলোচনা করেন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) বলেন জন্ম নিবন্ধন সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি ওয়ার্ডে পাস ওয়াডর প্রদানের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রদান করা হয়েছে।	মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন পেলে প্রতিটি ওয়ার্ডে পাসওয়ার্ড প্রদান করা হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং- ঝ) সরকারী জমি উদ্ধার, অতিরিক্ত অটো রিক্সা নিয়ন্ত্রনের	১)সিটি কর্পোরেশনাধীন শুকানচকি বাজার এর অবৈধ

	বিষয়ে আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর উপস্থাপন করেন যে তার ওয়ার্ডে সুকানচকি বাজারে ১.৫০ একর জমি জনগণ অবৈধভাবে দখল করে থাকায় সিটি কর্পোরেশন রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সে প্রেক্ষিতে দখলীয় জমিগুলি উদ্ধার করা প্রয়োজন এবং অবৈধ অটো ও অটো রিক্সা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	দখলীয় জমি উদ্ধারের জন্য বাজার শাখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ২) লাইসেন্সবিহীন অটো রিক্সা শহরে প্রবেশ করে সেগুলো নিয়ন্ত্রন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং- ঞ) যে সব ওয়ার্ডে সড়কবাতি স্থাপন হয়নিএ বিষয়ে আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় ১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর উপস্থাপন করেন যে তার বাসা হতে ডুগডুগীর মোড় পর্যন্ত রাস্তায় সড়কবাতির কোন ব্যবস্থা নাই, ২নং ওর্য়াড কাউন্সিলর বলেন আব্দুল কাদের সরণীতে সড়ক বাতি নেই, ৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন তার ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তায় লাইট না থাকায় অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। এতে জনগণের দুর্ভোগ সৃষ্টি হয় সে জন্য দ্রুত লাইট লাগানোর প্রস্তাব করেন, ১১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরও তার ওয়ার্ডে সড়ক স্থাপন ও ড্রেন নির্মাণের প্রস্তাব করেন এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	যে সব ওয়ার্ডে সড়কবাতি স্থাপন, সংযোগ হয়নি এবং রাস্তার পোলে বাতি নাই সেসব এলাকায় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যুৎ বিভাগকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। ১১ নং ওয়ার্ডে ড্রেনের জন্য প্রকৌশল বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
	আলোচ্য বিষয় নং- ট) ২৪নং ও ৩২নং ওয়ার্ডে পানির ট্যাংক বন্ধ হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় ২৪নং ও ৩২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর উপস্থাপন করেন যে, তাদের ওয়ার্ডে পানির ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত পানির ট্যাংকের সংযোগ বন্ধ থাকায় জনগণের অসুবিধা পোহাতে হচ্ছে। সেকারণে পানির লাইনের সংযোগ চালু করা করা প্রয়োজন এবং ৩২ নং ওয়ার্ডে ঈদগাহ মাঠটি বড় করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভায় ২৪নং ও ৩২নং ওয়ার্ডে অবস্থিত পানির ট্যাংকির সংযোগ লাইনটি চালু করা এবং ৩২নং ওয়ার্ডে ঈদগাহ মাঠ প্রসস্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

	আলোচ্য বিষয় নং-V)msiwÿZ Avm‡b gwnjv KvDwÝji‡`I D‡`¨v³vM‡Yi †eZb cÖm‡½ Av‡jvPbv| **আলোচনাঃ** mfvq msiwÿZ Avmb, IqvW© bs- 7, KvDwÝji Dc¯’vcb K‡ib Zv‡`i IqvW© Awd‡m RbM‡Yi Rb¥ wbeÜb I Ab¨vb¨ Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ D‡`¨v³vM‡Yi ^`wbK gRyix wfwË‡Z †eZb cÖ`v‡bi cÖ¯Íve Kiv nq| G wel‡q GKgZ †cvlb K‡ib|	msiwÿZ Avmb bs-7 gwnjv KvDwÝj‡ii cÖ¯Ív‡e †gqi g‡nv`q I m¤§vwbZ KvDwÝjiMY GKgZ n‡q D‡`¨v³vM‡Yi ^`wbK gRyix wfwË‡Z †eZb cÖ`v‡bi wm×všÍ nq|
	আলোচ্য বিষয় নং - ড) চিকলী বিল পুনরায় ৫% বৃদ্ধিতে ইজারা প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** ৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর উপস্থাপন করেন মোঃ জিয়াউর রহমান, সাং- নুরপুর, ওয়ার্ড নং-২৬ রংপুর সিটি কর্পোরেশন। তিনি বিগত ০৬(ছয়) বছর যাবত চিকলী বিলের ইজারা গ্রহিতা, সঠিক সময়ে ইজারার টাকা পরিশোধ করেন, সেহেতু পুনরায় ৫% বৃদ্ধিতে ইজারা গ্রহণের জন্য আবেদন করেছেন। আবেদনকারীর ৫% বৃদ্ধিতে ইজারা প্রদানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে জলমহল ইজারা নীতিমালা অনুযায়ী ৫% বৃদ্ধিতে ইজারা প্রদানের কোন বিধি বিধান নাই। অতএব তিনি আলোচ্য চিকলী বিলটি টেন্ডারের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের প্রস্তাব করেন।	মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলবৃন্দ একমত হয়ে চিকলী বিলটি পুনরায় ১০% বৃদ্ধিতে ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং -ঢ) ৩৩টি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড ভিত্তিক উন্নয়নমূলক কাজ প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** ২১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নগরের উন্নয়নের স্বার্থে অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে ৩৩টি ওয়ার্ডে উন্নয়নমূলক কাজ করার বিষয় উপস্থাপন করেন। সভায় মেয়র মহোদয় বলেন বরাদ্দপ্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রতিটি ওয়ার্ডে ২০ (বিশ) লক্ষ টাকার প্রাক্কলন প্রস্তুত করে টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নয়ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রতিটি ওয়ার্ডে ২০(বিশ) লক্ষ টাকার প্রাক্কলন প্রস্তত করতে হবে।

	আলোচ্য বিষয় নং-ণ) ২৭নং ওয়ার্ডের সীতানাথ বাজার ও কবরস্থানের উন্নয়ন প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় ২৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন তার ওয়ার্ডে অবস্থিত সীতানাথ বাজারে ড্রেনগুলো পরিস্কার না করার কারণে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে যা পরিবেশের উপর বিরুপ প্রভাব পড়েছে তাই জরুরী ভিত্তিতে ড্রেন পরিস্কার বা সচল করা এবং কবরস্থানের উন্নয়ন করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলর বৃন্দ একমত হয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ২৭নং ওয়ার্ডে ড্রেন পরিস্কার করণ ও কবর স্থানের উন্নয়ন করার নির্দেশ প্রদান করেন।
	আলোচ্য বিষয় নং-ত)কম্বল ক্রয় প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ**সভায় কাউন্সিলরগণ বলেন শীতের প্রকোপ বেশী হওয়ায় দুঃস্থ ও গরীবদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণের লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন পরিষদের পক্ষ থেকে কম্বল ক্রয় করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	পিপিআর-২০০৮অনুযায়ীসিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব তহবিল হতে কম্বল ক্রয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং- থ) রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ১৮নং ওয়ার্ড-এ STS (সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন) স্থাপন ও ২৩নং ওয়ার্ড -এ এরশাদ হকার্স মার্কেটের সামনে পার্কিং স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ১৮নং ওয়ার্ড-এ STS (সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন) স্থাপন ও ২৩নং ওয়ার্ড -এ এরশাদ হকার্স মার্কেটের সামনে পার্কিং স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য তফশিলভূক্ত জমি যথা- ক) জেলা-রংপুর, মৌজা- রাধাবল্লভ, জে,এল,নং-৯২, ডিপি/ আর এস খতিয়ান নং-২৫৭৯, ৩৪৯৭, এস এ খতিয়ান নং-৩৯০.৩৯৯, সিএস/এসএ দাগ নং-৩৬২৫, হাল/ বিএস দাগ নং-৭৫০৪, জমির পরিমান ০.৩৪০০ একর জমি ১৮নং ওয়ার্ড-এ ঝঞঝ স্থাপনের জন্য, খ) জেলা-রংপুর, মৌজা- রাধাবল্লভ, জে,এল,নং-৯২, এস এ খতিয়ান নং-২০৫২, ডিপি/ আর এস খতিয়ান নং-২০৪২, সিএস/এসএ দাগ নং-১৫৪, হাল/বিএস দাগ নং- ৫৩৬২, ৫৩৬৪, জমির পরিমান =০.১৮০০ একর জমি ২৩নং ওয়ার্ড -এ এরশাদ হকার্স মার্কেটের সামনে পার্কিং স্থাপনের জন্য নিজস্ব অর্থায়নে

		সরাসরি ক্রয়ের / অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদনের প্রস্তাব স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।
১৬/০৫/২০২৪ ইং, বৃহস্পতিবার	**আলোচ্য বিষয় নং**-১।গত মাসিক সভার সিদ্ধান্ত পঠন ও অনুমোদনকরণ। **আলোচনাঃ**প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গত মাসিক সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনী প্রস্তাব না থাকলে তা দৃঢ়ীকরণ করার বিষয়ে মতামত প্রদানের অনুরোধ জানান। সভায় উপস্থিত সকলে কার্যবিবরনী দৃঢ়ীকরণের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	গত ২০/১২/২০২৩ইং মাসিক সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনী না থাকায় গত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ ও অনুমোদন করা হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-২। বসতবাড়ী/বাণিজ্যিক ভবনের নীল নক্সা অনুমোদন **আলোচনাঃ** গত ১৬/০৫/২৪ইং তারিখের মাসিক সভায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর উপস্থাপন করেন যে, মোঃ মাইদুল ইসলাম, পিতা - মোঃ মানিক মিয়া, সাং- বোতলা ওয়ার্ড নং- ৩০, রংপুর- ৬ষ্ঠ তলা ভবনটি বাংলাদেশ বিল্ডিং কোড মোতাবেক ভবনটি নির্মিত হয়েছে কিনা অভিযোগ করেন।	সভায় অত্র কার্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী, নগর পরিকল্পনাবিদ, সার্ভেয়ারসহ তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন পূর্বক সরে জমিনে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। Dc-µwgK bs- 1 n‡Z 48 ch©šÍ bxj b·v mfvq Dcw¯’Z mKj m`m¨ I †gqi g‡nv`‡qi AbygwZ µ‡g Aby‡gv`b Kiv n‡jv|
	আলোচ্য বিষয় নং-৩। ডেঙ্গু জ্বর ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক। **আলোচনাঃ**সভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থাপন করেন ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য একটি কৌশলপত্র ও সরকারী নির্দেশনা রয়েছে। সহকারী পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা অঞ্চল-১ বলেন ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য জনসচেতনতা তৈরীর কার্যক্রমকে সামাজিক আন্দোলনে রুপ দিতে প্রচারনার জন্য প্রতিটি ওয়ার্ড পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরের নেতৃত্বে সকল শ্রেণী / পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে ০৮ অথবা ১০টি সাব জোন কিংবা মহল্লা উপ-কমিটি গঠন করতে হবে। প্যানেল মেয়র জনাব মোঃ মাহবুবার রহমান বলেন	প্রতিটি ওয়ার্ডে জোনভিত্তিক বিভাজন করে ঝাড় দার, ভ্যানার সকলের সাথে মতবিনিময় করার ব্যবস্থা গ্রহণ ও ১৬নং ওয়ার্ডে পাইলটিং এর ব্যবস্থা করে ৩৩টি ওয়ার্ডে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

	প্রতিটি ওয়ার্ডে ঝাড়ুদার, ভ্যান চালক ও অন্যান্য কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করতে হবে এবং যথাযথভাবে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। মেয়র মহোদয় ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধে লার্ভিসাইড, এডাল্টিসাইড নিয়মিত স্প্রে করা এবং রংপুর মহানগরীকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদার করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	
	আলোচ্য বিষয় নং-৪। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড, সিটি জবাইখানা, মৎস্য আড়ত, সিটি বাজার গণশৌচগার, লাকি মসজিদ গণশৌচাগার, নবাবগঞ্জ বাজার, কেরামতিয়া জামে মসজিদ শ্যামা সুন্দরী খাল সংলগ্ন গণশৌচাগার, চিকলী পার্ক সাইকেল স্ট্যান্ড, মাহিগঞ্জ সাতমাথা মসজিদ সংলগ্ন গণশৌচাগার ১০% বৃদ্ধিতে ইজারা গ্রহণের আবেদন ও টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ইজারা প্রদান সংক্রান্ত। **আলোচনাঃ** সভায় বাজার শাখা প্রধান উপস্থাপন করেন ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড, সিটি জবাইখানা, মৎস্য আড়ত, সিটি বাজার গণশৌচগার, লাকি মসজিদ গণশৌচাগার, নবাবগঞ্জ বাজার, কেরামতিয়া জামে মসজিদ শ্যামা সুন্দরী খাল সংলগ্ন গণশৌচাগার, চিকলী পার্ক সাইকেল স্ট্যান্ড, মাহিগঞ্জ সাতমাথা মসজিদ সংলগ্ন গণশৌচাগার ১০% বৃদ্ধিতে ইজারা গ্রহণের আবেদন করেছেন। এ বিষয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভাকে জানান সরকারি হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা ইজারা পদ্ধতি এবং উহা হতে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১১ অনুযায়ী ১০% বৃদ্ধিতে ইজারা প্রদানের বিধান নাই। তবে এ বিষয়ে কাউন্সিলরগণের প্রস্তাবের ভিত্তিতে মেয়র মহোদয় কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, সিটি জবাইখানা, মৎস্য আড়ত গণেশপুর বাদ দিয়ে অন্যান্য সকল সায়রাত মহল, গণশৌচাগার, সাইকেল স্ট্যান্ডসমূহ ১০%	সভায় কাউন্সিলরবৃন্দের মতামতের ভিত্তিতে মাননীয় মেয়র মহোদয় কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, সিটি জবাইখানা, মৎস্য আড়ত গণেশপুর টেন্ডার প্রক্রিয়ায় এবং অবশিষ্ট সায়রাত মহলসমূহ ১০% বৃদ্ধিতে ইজারা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

	বৃদ্ধিতে ইজারা প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন।	
	আলোচ্য বিষয় নং-৫। ১৪৩১ বাংলা সনের ইজারা প্রদানকৃত হাট-বাজার/ সায়রাত মহাল ইজারা অনুমোদন সংক্রান্ত। **আলোচনাঃ** সভায় শাখা প্রধান বাজার শাখা বলেন ১৪৩১ সনের জন্য প্রদানকৃত হাট-বাজার/ সায়রাত মহাল যেমন- বুড়িরহাট, সিটি বাজার, কেল্লাবন্দ সিও বাজার, নজিরের হাট, মাহিগঞ্জ পাইকারী বাজার, চওড়ার হাট, নিসবেতগঞ্জ হাট, উত্তম হাজীর হাট, সাহেবগঞ্জ হাট, কেরানীর হাট, গোলাগঞ্জ হাট, চাঁন্দকুটি হাট, চকইসবপুর হাট, সিটি বাজার সাইকেল স্ট্যান্ড, পিটিসি রোড আম আড়ত টার্মিনাল, নিউ ইঞ্জিনিয়ারপাড়া ফল আড়ত, ট্রাক টার্মিনাল বাবুখাঁ ইজারা অনুমোদন দেয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দসহ সকলে অনুমোদন প্রদানের জন্য সম্মতি প্রদান করেন। মেয়র মহোদয় সর্বসম্মতিক্রমে ইজারাকৃত হাটবাজার ও সায়রাত মহালসমূহের ইজারার অনুমোদনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	১৪৩১ সালের ইজারাকৃত হাটবাজার ও সায়রাত মহালসমূহের ইজারা অনুমোদন হলো।
	আলোচ্য বিষয় নং-৬। ১৪৩১ বাংলা সনের ইজারা না হওয়া হাট-বাজার/ সায়রাত মহাল খাস আদায় ও ইজারা সংক্রান্ত আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় শাখা প্রধান বাজার শাখা উপস্থাপন করেন ১৪৩১ বাংলা সনের ইজারা না হওয়া হাট-বাজার/ সায়রাত মহাল যেমন- লালবাগ হাট, ধাপ বাজার, সীতানাথ বনিক বিপনী বিতান বাজার, মেডিকেল মোড় সংলগ্ন গণশৌচাগার , চিকলী পার্ক সাইকেল স্ট্যান্ড পশ্চিম গেট সংলগ্ন, ঠিকাদারপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি সংলগ্ন গণশৌচাগার ইজারা হয়নি। ২৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব শ্রী হারাধন চন্দ্র রায় বলেন যে,	১৪৩১ বাংলা সনে লালবাগ হাটসহ অন্যান্য ইজারা না হওয়া হাট-বাজার / সায়রাত মহাল সমূহের ইজারা সংক্রান্ত বিষয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত খাস আদায় কমিটি কর্তৃক খাস আদায় কার্যক্রম চলমান রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

	লালবাগ হাটটি পুনঃ দরপত্র আহ্বানে সর্বোচ্চ বৈধ দরপত্র ১,৫২,০০,০০০/- (এক কোটি বায়ান্ন লক্ষ) টাকা দাখিল হয়। দাখিলকৃত দরদাতাকে ইজারা প্রদানের প্রস্তাব করেন। এ প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভাকে জানায় যে, উপরোক্ত হাটবাজার /সায়রাত মহালসমূহ ইজারা না হওয়া বিষয়ে এবং পরবর্তী নির্দেশনার জন্য ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত বিধি মোতাবেক ১লা বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা সন হতে খাস আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মেয়র মহোদয় যেসকল হাটবাজার/সায়রাত মহাল ইজারা হয়নি সেগুলো খাস আদায় করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	
	আলোচ্য বিষয় নং-৭। লোকাল গভার্মেন্ট কোভিড -১৯ রেসপন্স এ্যাড রিকভারি প্রজেক্ট (এল জিসি আরআরপি) শীর্ষ প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা **আলোচনাঃ** সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ) বলেন কোভিড-১৯ রেসপন্স এ্যাড রিকভারি প্রজেক্ট এর ৮৮ (আটাশি) কোটি টাকায় ২৮টি প্যাকেজের মধ্যে ২৪ টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে, কাজের অগ্রগতি ৫১%, ৫টি প্যাকেজের কাজ ধীর গতিতে চলছে, সড়ক বাতি স্থাপনে ৯টি প্যাকেজের কাজ চলমান কাজের অগ্রগতি ৯০% । যন্ত্রপাতি ক্রয় ৫টি প্যাকেজের কাজ ডিসেম্বরে শেষ হবে। মেয়র মহোদয় যেসব প্যাকেজের কাজ ধীরগতিতে চলছে সেসব প্যাকেজের ঠিকাদারগণকে তাগিদ প্রদান করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	যেসব প্যাকেজের কাজ ধীর গতিতে চলছে সেসব প্যাকেজের ঠিকাদারগণকে তাগিদ প্রদান করতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং-৮। জনাব মোঃ শামসুল হক, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ৩১, রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্রিজ পুনঃ নির্মাণ প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** জনাব মোঃ শামসুল হক,	নাজির দিগর কাউন্সিলর অফিস সংলগ্ন ব্রিজটি পুনঃ নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ৩১, রংপুর সিটি কর্পোরেশন জানান যে তার ওয়ার্ডে নাজির দিগর কাউন্সিলর অফিস সংলগ্ন ব্রিজ পুনঃ নির্মাণ করার জন্য আবেদন করেছেন। ব্রিজটি পুনঃ নির্মাণ করা না হলে জনগনের যাতায়াতে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। মেয়র মহোদয় ব্রিজটি পুনঃ নির্মাণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	
	আলোচ্য বিষয় নং-৯। জনাব মোঃ শাহাজাদা, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৬, রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর আবেদন। **আলোচনাঃ** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানান যে জনাব মোঃ শাহাজাদা, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৬ নূরপুর বড় কবরস্থান আল আকসা জামে মসজিদটি সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন করার জন্য আবেদন করেছেন। সভায় সকলে এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেন। মেয়র মহোদয় নূরপুর বড় কবরস্থান আল আকসা জামে মসজিদটি সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	২৬ নং ওয়ার্ড এ অবস্থিত নূরপুর বড় কবরস্থান আল আকসা জামে মসজিদটি সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং-১০। জনাব আব্দুর রশিদ, টিম পরিচালক, শতফুল ফুটতে দাও সংস্থা এর আবেদন। **আলোচনাঃ** জনাব আব্দুর রশিদ, টিম পরিচালক, শতফুল ফুটতে দাও সংস্থা অনলাইন হোল্ডিং ট্যাক্স এ্যাসেসমেন্ট এবং হোল্ডিং নাম্বার প্লেট স্থাপন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আবেদন করেছেন উপস্থাপন করা হয়।	সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সভাপতি কর্তৃক শতফুল ফুটতে দাও সংস্থার অনলাইন হোল্ডিং ট্যাক্স এসেসমেন্ট এবং হোল্ডিং নাম্বার প্লেট স্থাপন কার্যক্রমের আবেদন না মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত। গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-১১। মনজিলা খাতুন, প্রধান শিক্ষক, রামপুরা সিটি কর্পোরেশন প্রাথমিক বিদ্যালয়, উপশহর, রংপুর এর আবেদন। **আলোচনাঃ** প্রদান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন মনজিলা খাতুন, প্রধান শিক্ষক, রামপুরা সিটি কর্পোরেশন প্রাথমিক বিদ্যালয়, উপশহর, রংপুর এর আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যক্তির নাম পরিবর্তন করে রামপুরা সিটি কর্পোরেশন প্রাথমিক বিদ্যালয় নামকরণ করে রংপুর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক	রামপুরা জহুরুল হক প্রাথমিক বিদ্যালয় এর নাম পরিবর্তন করে রামপুরা সিটি কর্পোরেশন প্রাথমিক বিদ্যালয় এর নামে নামকরণ ও শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

	পরিচালনা করার বিষয়ে মেয়র মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	
	আলোচ্য বিষয় নং-১২। মোঃ আব্দুল মালেক, প্রধান শিক্ষক, জলছত্র উচ্চ বিদ্যালয়, ওয়ার্ড নং- ০৪, এর আবেদন। **আলোচনাঃ** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব উম্মে ফাতিমা বলেন যে জনাব মোঃ আব্দুল মালেক, প্রধান শিক্ষক, জলছত্র উচ্চ বিদ্যালয়, ওয়ার্ড নং- ০৪, জলছত্র উচ্চ বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক স্তরের নন-এমপিওভুক্ত ০৫(পাঁচ) জন শিক্ষকের মাসিক বেতন ভাতা প্রদানের জন্য আবেদন করেছেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মেয়র মহোদয় ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষককে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা করে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন।	জলছত্র উচ্চ বিদ্যালয়ের ০৫(পাঁচ) জন শিক্ষককে ১,০০০/- (এক হাজার) করে মোট = ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং-১৩। মোঃ রফিকুল ইসলাম, সুপার, মাহিগঞ্জ বীরভদ্র বালিকা দাখিল মাদ্রাসা এর আবেদন। **আলোচনাঃ** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন যে মোঃ রফিকুল ইসলাম, সুপার, মাহিগঞ্জ বীরভদ্র বালিকা দাখিল মাদ্রাসা ১৫,০০০/- (পনের হাজার টাকা) অনুদান চালু করার জন্য আবেদন করেছেন। রংপুর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মাসিক ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা অনুদান পুনরায় চালুকরণের লক্ষ্যে আলোচনা করা হয়। পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মেয়র মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	মাদ্রাসাটি কি কারনে বন্ধ রয়েছে পরিদর্শনপূর্বক নথিতে উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-১৪। মোঃ নাহিদ হাসান, ইজারাদার, নিউ ইঞ্জিনিয়ারপাড়া ফল আড়ত, রংপুর এর আবেদন। **আলোচনাঃ** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থাপন করেন জনাব মোঃ নাহিদ হাসান, ইজারাদার, নিউ ইঞ্জিনিয়ারপাড়া ফল আড়ত, রংপুর ১৪৩০ বাংলা সনের নিউ ইঞ্জিনিয়ার পাড়া ফল আড়তের ইজারা মূল্য মওকুফের জন্য আবেদন করেছে। সম্মানীত কাউন্সিলরবৃন্দ বলেন	যে সকল ইজারাদার সময়মত অর্থ পরিশোধ করেননি তাদের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করতে হবে।

	যে, ইজারাদাররা সময়মত ইজারারমূল্য পরিশোধ না করায় সিটি কর্পোরেশন রাজস্ব হতে বঞ্চিত হচ্ছে। আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন ইজারা মওকুফ করার কোন বিধি বিধান নাই । মেয়র মহোদয় যেসকল ইজারাদার ইজারামূল্য পরিশোধ করেননি তাদের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	
	আলোচ্য বিষয় নং-১৫। স্থায়ী কমিটির সভা আহবান। **আলোচনাঃ** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থাপন করেন ৩০নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও আহবায়ক, রংপুর সিটি কর্পোরেশন তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সভা করেন। তাছাড়াও যোগযোগ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভা করা হয়েছে। তিনি অন্যান্য স্থায়ী কমিটি সমূহকেও নিয়মিত সভা করার জন্য অনুরোধ করেন। সভায় রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সকল স্থায়ী কমিটির সভাপতিকে সভাগুলো ০৩(তিন) মাস পর পর আহবান করার নিমিত্ত সদস্য-সচিবকে তাগিদ প্রদান এবং স্থায়ী কমিটির সভাগুলোর সিদ্ধান্তসমূহ মাসিক সভায় অনুমোদন নেয়ার জন্য মেয়র মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। ১. স্থায়ী কমিটির সভা নিয়মিত করতে হবে।	২. সকল স্থায়ী কমিটির সদস্য-সচিব স্থায়ী কমিটির সভাগুলোর সিদ্ধান্তসমূহ ০৩ (তিন) মাস পর পর করে মাসিক সভায় অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং-১৬। রাস্তার নামকরণ **আলোচনাঃ**প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থাপন করেন যে, রাস্তার নামকরণের জন্য কিছুসংখ্যক আবেদন পাওয়া গেছে। আবেদনগুলো যথাক্রমে - ক)অধ্যক্ষ মোঃ মনোয়ার হোসেন এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তার নিজ জমির উপর ছেড়ে দেয়া দুটি সংযোগ রাস্তা এর নামকরন “হালিমা খাতুন স্মরণী” করণ। খ)সায়েদ ইকবাল সানি এর আবেদনের প্রেক্ষিতে মৃত মীর মোঃ জামাল উদ্দিন,	ক)অধ্যক্ষ মোঃ মনোয়ার হোসেন, সাং- দেওডোবা ডাঙ্গীর পাড়, ওয়ার্ড নং-১৪ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তার নিজ জমির উপর ছেড়ে দেয়া দুটি সংযোগ রাস্তা (১র্২০,র্৮) এর নামকরন “হালিমা খাতুন স্মরণী”, করণ, খ) সায়েদ ইকবাল সানি এর আবেদনের প্রেক্ষিতে মৃত মীর মোঃ জামাল উদ্দিন, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৪ এর নামে রাস্তা নামকরণ ও গ)

	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৪ এর নামে রাস্তা নামকরণ। গ)মোঃ ফারুক হোসেন এর আবেদনের প্রেক্ষিতে মহানগর রংপুর সিটি কর্পোরেশন আওতাধীন রাস্তার নাম একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার নামে নামকরণ। ঘ)মোঃ রবিউল ইসলাম, সিষ্টেম ম্যানেজার (অব.) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর আবেদনের প্রেক্ষিতে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুস শুকুর বীর বিক্রম এর নামে শহরের একটি প্রধান সড়কের নামকরণ। ঙ)জনাব মমদেল হোসেন সরকার, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৪, রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর আবেদনের প্রেক্ষিতে বীর মুক্তিযোদ্ধা মৃত ইদ্রিছ্ আলী সরকার, পিতা- মৃত আহাম্মদ আলী সরকার, সাং ও ডাকঘর-বড়বাড়ী এর নামে রাস্তা নামকরণ। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে ২৪নং ওয়ার্ডের রাস্তাটি এবং ১৪নং ওয়ার্ডের বীর মুক্তিযোদ্ধার নামে রাস্তাটি নামকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মেয়র মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	জনাব মমদেল হোসেন সরকার, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৪, রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর আবেদনের প্রেক্ষিতে বীর মুক্তিযোদ্ধা মৃত ইদ্রিছ্ আলী সরকার, পিতা- মৃত আহাম্মদ আলী সরকার , সাং ও ডাকঘর-বড়বাড়ী এর নামে রাস্তা নামকরণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং-১৭। চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান । **আলোচনাঃ** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থাপন করেন ১) জনাব সুফি জাহিদ হোসেন, ২) জনাব বাবলু মিয়া, পিতাঃ মৃতঃ খবির উদ্দিন, সাং- মুলাটোল, রংপুর, ৩) জনাব মোছাঃ সেলিনা পারভীন, পিতাঃ জসিম উদ্দিন, সাং- কামারপাড়া, ওয়ার্ড নং-২২ রংপুর, ৪) জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, পিতা-মোঃ ইদ্রিস আলী, সাং- সৎ বাজার, সাহেবগঞ্জ, রংপুর চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন করেছেন। মেয়র মহোদয় আর্থিক সাহায্য প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন।	আবেদনকারীগণের আর্থিক সাহায্য প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং-১৮। মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম, সাবেক জেলা কমান্ডার, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, রংপুর এর আবেদন।	১৫ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান স্থগিত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

	আলোচনাঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থাপন করেন যে জনাব মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম, সাবেক জেলা কমান্ডার, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, রংপুর এর ১৫ (পনের) জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য আবেদন করেছেন। সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ নতুন করে ১৫জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। মেয়র মহোদয় নতুন করে ১৫জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা সম্ভব না হওয়ায় তা স্থগিত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	করতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং-১৯। রংপুর সিটি কর্পোরেশনে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন **আলোচনাঃ** রংপুর সিটি কর্পোরেশনে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও যথাযথভাবে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং-২০। প্রদত্ত আর্থিক সাহায্যসমূহ ভূতাপেক্ষ অনুমোদন **আলোচনাঃ** প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সভায় জানান যে, বছরব্যাপী আর্থিক সাহায্যের জন্য এ কার্যালয়ে আবেদন জমা হয়। উক্ত আর্থিক আবেদনসমূহ মাসিক সভায় অনুমোদন গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে মেয়র মহোদয় ও সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে ভূতাপেক্ষভাবে আর্থিক সাহায্যের আবেদনসমূহ অনুমোদন গ্রহণ করার জন্য একমত প্রকাশ করেন।	ভূতাপেক্ষভাবে আর্থিক সাহায্যসমূহ সভায় অনুমোদন করে নিতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং-২১। **বিবিধঃ** ক) নক্সাবিহীন ইমারত নির্মাণ না করা। **আলোচনাঃ** সভায় ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর উপস্থাপন করেন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নক্সাবিহীন ইমারত নির্মাণ করা হচ্ছে। নক্সাবিহীন ইমারত যাতে নির্মাণ করা না হয় সেজন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে মাইকিং এর ব্যবস্থাকরণ, মাইকিং করার পরও যারা নক্সা বহির্ভূতভাবে ইমারত নির্মাণ করবে তাদের বিরুদ্ধে	নক্সাবিহীন ইমারত নির্মাণ বন্ধ করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর আহবায়ক, নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, সার্ভেয়ার, রংপুর সিটি কর্পোরেশনকে সদস্য ও নগরপরিকল্পনাবিদকে সদস্য-সচিব করে কমিটি গঠন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মেয়র মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেন।	
	আলোচ্য বিষয় নং- খ) সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণের মৃত্যুকালীন ০১(এক) লক্ষ টাকা প্রদান। **আলোচনাঃ** সভায় ১৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সিটি কর্পোরেশনের কোন কাউন্সিলর মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারকে ০১(এক) লক্ষ টাকা প্রদানের প্রস্তাব পেশ করেন। মেয়র মহোদয় কোন কাউন্সিলর মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারকে ১ (এক) লক্ষ টাকা প্রদানের নির্দেশনা দেন।	সম্মানিত কাউন্সিলরগণ মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারকে ০১ (এক) লক্ষ টাকা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং-গ) সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের অফিসের উদ্যোক্তা ও অফিস সহায়কদের বেতন বৃদ্ধি। **আলোচনাঃ** সভায় ১৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর উপস্থাপন করেন ওয়ার্ড অফিসের উদ্যোক্তা ও অফিস সহায়কদের বেতন খুবই কম। সে প্রেক্ষিতে তাদের বেতন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে অন্যান্য কাউন্সিলরবৃন্দ একমত পোষণ করেন। মেয়র মহোদয় উদ্যোক্তা ও অফিস সহায়কদের ১০০০/- (এক) হাজার টাকা বৃদ্ধি করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	ওয়ার্ড উদ্যোক্তা ও অফিস সহায়কদের প্রত্যেককে ১,০০০/- (এক) হাজার টাকা করে বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং- ঘ) ২নং ওয়ার্ড গোয়ালু মোল্লার ব্রীজ পুনঃ নির্মাণ **আলোচনাঃ** সভায় ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর উপস্থাপন করেন তার ওয়ার্ড গোয়ালু মোল্লার ব্রীজটি ভেঙ্গে যাওয়ায় জনসাধারণের যাতায়াতের অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। জনগণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য মেয়র মহোদয় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে ব্রীজটি পরিদর্শনপূর্বক পুনঃ নির্মাণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	গোয়ালু মোল্লার ব্রিজটি পুনঃ নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং-ঙ) ২নং ওয়ার্ড অভিরাম মনোহর এলাকায় জমি অধিগ্রহণ প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর উপস্থাপন করেন অভিরাম মনোহর এলাকায় স্থানীয় লোকজনের	থানা-হাজীর হাট, মৌজা-দক্ষিণ পানাপুকুর জে,এল নং-২৯, আরএস খতিয়ান নং-১০০৪, আরএসদাগ নং-৩৫২৫ জমির পরিমান ১৪.০০ শতকের মধ্যে ১.০০ (এক) শতক জমি

	যাতায়াতের সুবিধার জন্য থানা-হাজীর হাট, মৌজা-দক্ষিণ পানাপুকুর জে,এল নং-২৯, আরএস খতিয়ান নং-১০০৪, আরএসদাগ নং-৩৫২৫ জমির পরিমান ১৪.০০ শতকের মধ্যে ১.০০ (এক) শতক জমি অধিগ্রহণ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলে একমত প্রকাশ করেন। মেয়র মহোদয় জমিটি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	অধিগ্রহণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক অনুমোদনের প্রস্তাব প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৩০.০৬.২০২৪ ইং, রবিবার	**আলোচ্য বিষয় নং**-১। গত মাসিক সভার সিদ্ধান্ত পঠন ও অনুমোদনকরণ। **আলোচনাঃ** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গত মাসিক সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনী প্রস্তাব না থাকলে তা দৃঢ়ীকরণ করার বিষয়ে মতামত প্রদানের অনুরোধ জানান। সভায় উপস্থিত সকলে কার্যবিবরনী দৃঢ়ীকরণের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	গত ১৬/০৫/২০২৪ইং মাসিক সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনী না থাকায় গত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ ও অনুমোদন করা হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-২। emZevox/evwYwR¨K fe‡bi bxj b·v Aby‡gv`b| **আলোচনাঃ** mfvq Dc¯’vwcZ bxj b·vi e¨vcv‡i wb¤œiæc Av‡jvPbv Kiv nq|	উপ-ক্রমিক নং- ১ হতে ০৭ পর্যন্ত নীল নক্সা সভায় উপস্থিত সকল সদস্য ও মেয়র মহোদয়ের অনুমতিক্রমে অনুমোদন করা হলো।
	আলোচ্য বিষয় নং-৩। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড, সিটি জবাইখানা, মৎস্য আড়ত, সিটি বাজার গণশৌচাগার, লাকি মসজিদ গণশৌচাগার, নবাবগঞ্জ বাজার গণশৌচাগার, কেরামতিয়া জামে মসজিদ শ্যামাসুন্দরী খাল সংলগ্ন গণশৌচাগার, চিকলী পার্ক সাইকেল স্ট্যান্ড, মাহিগঞ্জ সাতমাথা মসজিদ সংলগ্ন গণশৌচাগার আবেদন ও টেন্ডারে ইজারা প্রদান অনুমোদন সংক্রান্ত আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় শাখা প্রধান বাজার শাখা বলেন ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, সিটি জবাইখানা, মৎস্য আড়ৎ, টার্মিনাল টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ইজারা প্রদানের অনুমোদন করা হলো ও অবশিষ্ট সায়রাত মহালসমূহ হতে খাস আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

	কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড, সিটি জবাইখানা, মৎস্য আড়ত, সিটি বাজার গণশৌচাগার, লাকি মসজিদ গণশৌচাগার, নবাবগঞ্জ বাজার গণশৌচাগার, কেরামতিয়া জামে মসজিদ শ্যামাসুন্দরী খাল সংলগ্ন গণশৌচাগার, চিকলী পার্ক সাইকেল স্ট্যান্ড, মাহিগঞ্জ সাতমাথা মসজিদ সংলগ্ন গণশৌচাগার টেন্ডারে ইজারা অনুমোদন দেয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ টেন্ডারে ইজারা প্রদানের জন্য সম্মতি প্রদান করেন। মেয়র মহোদয় সর্বসম্মতিক্রমে টেন্ডারে ইজারা প্রদানের অনুমোদনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	
	আলোচ্য বিষয় নং-৪। রংপুর সিটি কর্পোরেশনাধীন নবনির্মিত টার্মিনাল ভবনের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের দোকান, কাউন্টার, ক্যান্টিন ও এটিএম বুথ বরাদ্দ / লীজ না হওয়ায় সেই সকল দোকান, কাউন্টারের সেলামী ও মাসিক ভাড়া পুনঃ নির্ধারণ ও সার্ভিসিং ওয়ার্ক শপটি অনুমোদন সংক্রান্ত আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় প্যানেল মেয়র জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম জানান যে, উনার সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি রংপুর সিটি কর্পোরেশনাধীন নবনির্মিত টার্মিনাল ভবনের বিভিন্ন দোকান, কাউন্টার, ক্যান্টিন, এটিএম বুথ, ওয়ার্কশপ ভাড়া ও সেলামী পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়া সভায় উপস্থাপন করেন। উপস্থিত সকলে পুনঃ নির্ধারিত ভাড়া অনুমোদনের জন্য সম্মতি প্রদান করেন। মেয়র নির্ধারিত ভাড়া অনুমোদনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত পুনঃ নির্ধারিত ভাড়া ও সেলামী ভাড়া ও সেলামী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হলো।
	আলোচ্য বিষয় নং-৫। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের জন্য ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড কামারপাড়া রংপুর এর টোল বৃদ্ধি সংক্রান্ত আলোচনা। **আলোচনাঃ** ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের জন্য ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড কামারপাড়া রংপুর এর টোল বৃদ্ধির বিষয়ে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর সমন্বয় করে কমিটি গঠন করতে হবে।

	জন্য ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড কামারপাড়া ইজারাদারের টোল বৃদ্ধির আবেদনের প্রেক্ষিতে শাখা প্রধান টোল বৃদ্ধির বিষয়টি উপস্থাপন করেন। উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ উক্ত বিষয়ে বিভিন্ন মতামত পেশ করেন। মতামতের ভিত্তিতে মেয়র মহোদয় কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	
	আলোচ্য বিষয় নং-৬। চার্জার রিক্সা মালিকের নাম পরিবর্তন ফি ১০০০/- (এক হাজার) টাকার পরিবর্তে ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা করণ প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় ট্রেড লাইসেন্স শাখা প্রধান উপস্থাপন করেন চার্জার রিক্সা মালিকের নাম পরিবর্তন ফি ১০০০/- (এক হাজার) টাকার পরিবর্তে ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দসহ সকলে অনুমোদন প্রদানের জন্য সম্মতি প্রদান করেন।	চার্জার রিক্সা মালিকের নাম পরিবর্তন ফি ১০০০/- (এক হাজার) টাকার পরিবর্তে ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং-৭। ক) নার্সিং হোম (৫ শয্যা থেকে ২০ শয্যা) এর নিবন্ধন ফি ১০০০/- (এক হাজার) টাকার পরিবর্তে ৩০০০ /- (তিন হাজার) করণ। খ) নার্সিং হোম (২১ শয্যা থেকে ৩০ শয্যা) এর নিবন্ধন ফি ২০০০/- (দুই হাজার) টাকার পরিবর্তে ৩০০০/- (তিন হাজার) করণ। গ) মেডিকেল ডায়াগনষ্টিক সেন্টার ল্যাবরেটরী এর নিবন্ধন ফি ১০০০/- (এক হাজার) টাকার পরিবর্তে ৩০০০/- (তিন হাজার) করণ বিষয়ে আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় ট্রেড লাইসেন্স শাখা প্রধান উপস্থাপন করেন (৫ শয্যা থেকে ২০ শয্যা) এর নিবন্ধন ফি ১০০০/- (এক হাজার) টাকার পরিবর্তে ৩০০০ /- (তিন হাজার), (২১ শয্যা থেকে ৩০ শয্যা) এর নিবন্ধন ফি ২০০০/- (দুই হাজার) টাকার পরিবর্তে ৩০০০/- (তিন হাজার), মেডিকেল ডায়াগনষ্টিক সেন্টার	নার্সিং হোম, ডায়াগনষ্টিক সেন্টার ল্যাবরেটরী নিবন্ধন ফি বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

	ল্যাবরেটরী এর নিবন্ধন ফি ১০০০/- (এক হাজার) টাকার পরিবর্তে ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দসহ সকলে অনুমোদন প্রদানের জন্য সম্মতি প্রদান করেন।	
	আলোচ্য বিষয় নং-৮। যানজট নিরসনকল্পে গোমস্তাপাড়া মোড় ও থানাগামী মোড় জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদনের প্রস্তাব স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় বাজার শাখা প্রধান উপস্থাপন করেন গোমস্তাপাড়া মোড় ও থানাগামী মোড় জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদনের প্রস্তাব স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দসহ সকলে অনুমোদনের জন্য সম্মতি প্রদান করেন। মেয়র মহোদয় সর্বসম্মতিক্রমে জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
	আলোচ্য বিষয় নং-৯। স্যাটেলাইট প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাবৃন্দের বেতন বৃদ্ধির আবেদন প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** স্যাটেলাইট প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাবৃন্দের বেতন বৃদ্ধি করার জন্য মেয়র মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	স্যাটেলাইট প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাবৃন্দের পূর্বের বেতনের সাথে বর্তমানে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা বেতন বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং-১০। আলফিস কানিজ নাইস, শিশু ফোরাম সভাপতি এর আবেদনের প্রেক্ষিতে শিশু বান্ধব স্থানীয় সরকার গঠনের লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনে বার্ষিক বাজেট শিশুর জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** আলফিস কানিজ নাইস, শিশু ফোরাম সভাপতি এর আবেদনের প্রেক্ষিতে শিশু বান্ধব স্থানীয় সরকার গঠনের লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনে বার্ষিক বাজেট শিশুর জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ	শিশু বান্ধব স্থানীয় সরকার গঠনের লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনে বার্ষিক বাজেট শিশুর জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

	রাখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দসহ সকলে বাজেট বৃদ্ধির সম্মতি প্রদান করেন। মেয়র মহোদয় সর্বসম্মতিক্রমে নির্দেশনা প্রদান করেন।	
	আলোচ্য বিষয় নং-১১। রংপুর সিটি কর্পোরেশনে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। **আলোচনাঃ** রংপুর সিটি কর্পোরেশনে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও যথাযথভাবে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং-১২। প্রদত্ত আর্থিক সাহায্যসমূহ ভূতাপেক্ষ অনুমোদন। **আলোচনাঃ** প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সভায় জানান যে, বছরব্যাপী আর্থিক সাহায্যের জন্য এ কার্যালয়ে আবেদন জমা হয়। উক্ত আর্থিক আবেদনসমূহ মাসিক সভায় অনুমোদন গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে মেয়র মহোদয় ও সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে ভূতাপেক্ষভাবে আর্থিক সাহায্যের আবেদনসমূহ অনুমোদন গ্রহণ করার জন্য একমত প্রকাশ করেন।	ভূতাপেক্ষভাবে আর্থিক সাহায্যসমূহ সভায় অনুমোদন করে নিতে হবে।
	আলোচ্য বিষয় নং-১৩। বিবিধঃ ক) প্রত্যেক এলাকায় হতদরিদ্রের মাঝে দান, খয়রাত প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় কাউন্সিলরবৃন্দ উপস্থাপন করেন প্রত্যেক ওয়ার্ডে গরীব, দুস্থ ও হতদরিদ্রের মাঝে দান খয়রাতের জন্য প্রতি মাসে পূর্বের বরাদ্দকৃত ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকার পরিবর্তে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা প্রদান বিষয়ে প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে মেয়র মহোদয় সর্বসম্মতিক্রমে নির্দেশনা প্রদান করেন।	প্রত্যেক ওয়ার্ডে হতদরিদ্রের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্রতিমাসে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯.২ স্থায়ী কমিটির সভাসমূহ

১) অর্থ ও সংস্থাপন সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ

ক্র.নং	স্থায়ী কমিটির নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী	মন্তব্য
১	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম দেওয়ানী কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ০৯	সভাপতি	

২	মেয়র রংপুর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	
৩	মোঃ নূরন্নবী ফুলু কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৫	সদস্য	
৪	জনাব মোঃ লিটন পারভেজ কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৩	সদস্য	
৫	জনাব শ্রী হারাধন চন্দ্র রায় কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ০৪	সদস্য	
৬	ঝরনা খাতুন কাউন্সিলর,সংরক্ষিত-১১,ওয়ার্ড নং-৩১,৩২,৩৩	সদস্য	
৭	জনাব মুহাঃ হাবিবুর রহমান প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ)	সাচিবিক সহায়তাকারী	

২) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ

ক্র.নং	স্থায়ী কমিটির নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী	মন্তব্য
১	জনাব মোঃ সামসুল হক কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ৩১	সভাপতি	
২	মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	
৩	জনাব মোছাঃ হাসনা বানু কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৮	সদস্য	
৪	জনাব মোঃ নূরন্নবী ফুলু কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৫	সদস্য	
৫	জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ০৭	সদস্য	
৬	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (মিজু) সহঃ পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা	সাচিবিক সহায়তাকারী	

৩) শিক্ষা ,স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ

ক্র.নং	স্থায়ী কমিটির নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী	মন্তব্য
১	জনাব মোঃ আব্দুর গাফফার কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১৭	সভাপতি	

২	মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	
৩	জনাব মোছাঃ ঝরনা খাতুন কাউন্সিলর. সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-১১	সদস্য	
৪	জনাব মোঃ মাসুদ রানা কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১৮	সদস্য	
৫	জনাব মোছাঃ শামীমা আক্তার কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৪	সদস্য	
৬	সিভিল সার্জন, রংপুর	সদস্য	
৭	উপ পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অফিস, রংপুর	সদস্য	
৮	জনাব মোঃ মাহবুবার রহমান শাখা প্রধান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি শাখা	সাচিবিক সহায়তাকারী	

৪) নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ

ক্র.নং	স্থায়ী কমিটির নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী	মন্তব্য
১	জনাব মোঃ মাহমুদুর রহমান কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১৯	সভাপতি	
২	মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	
৩	মোছাঃ সাজমিন রহমান শিউলি কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-১০	সদস্য	
৪	জনাব মোঃ ফজলে এলাহী কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১৩	সদস্য	
৫	জনাব মোঃ শাহাদত হোসেন কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৮	সদস্য	
৬	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম নগর পরিকল্পনাবিদ	সাচিবিক সহায়তাকারী	

৫) হিসাব নিরিক্ষা ও রক্ষণ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ

ক্র.নং	স্থায়ী কমিটির নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী	মন্তব্য
১	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মিজু কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২২	সভাপতি	
২	মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	

৩	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৯	সদস্য	
৪	জনাব মোছাঃ দিলারা বেগম কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং- ০১	সদস্য	
৫	জনাব মোঃ আফছার আলী কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ০৮	সদস্য	
৬	জনাব মুহাঃ হাবিবুর রহমান প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ)	সাচিবিক সহায়তাকারী	

৬) নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ

ক্র.নং	স্থায়ী কমটিরি নাম ও পদবী	কমটিতে পদবী	মন্তব্য
১	জনাব মোঃ মোখলছেুর রহমান কাউন্সলির, ওর্য়াড নং- ০৫	সভাপতি	
২	মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	
৩	জনাব মোঃ শাহাজাদা কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৬	সদস্য	
৪	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ৩৩	সদস্য	
৫	জনাব মোঃ শাহাদৎ হোসেন কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ৩২	সদস্য	
৬	জনাব মোঃ আজম আলী নির্বাহী প্রকৌশলী	সাচিবিক সহায়তাকারী	

৭) পানি ও বিদ্যুৎ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ

ক্র.নং	স্থায়ী কমটিরি নাম ও পদবী	কমটিতে পদবী	মন্তব্য
১	জনাব মোঃ নুরুন্নবী ফুলু কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৫	সভাপতি	
২	মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	
৩	মোঃ লিটন পারভেজ কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৩	সদস্য	
৪	মোঃ মাহবুবার রহমান (মঞ্জু) কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২১	সদস্য	
৫	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ০৭	সদস্য	

৬	মোঃ সাজ্জাদুর রহমান সহকারী প্রকৌশলী (অঃদাঃ)	সাচিবিক সহায়তাকারী	

০৮) সমাজ কল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

ক্র.নং	স্থায়ী কমিটির নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী	মন্তব্য
১	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৯	সভাপতি	
২	মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	
৩	জনাব শ্রী হারাধন চন্দ্র রায় কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ০৪	সদস্য	
৪	জনাব মোছাঃ মোছলেমা বেগম কাউন্সিলর,সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং- ০৩	সদস্য	
৫	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ০১	সদস্য	
৬	জনাব মোঃ সেলিম মিয়া সমাজ কল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা	সাচিবিক সহায়তাকারী	

০৯) পরিবেশ উন্নয়ন সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ

ক্র নং	স্থায়ী কমিটির নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী	মন্তব্য
১	জনাব মোঃ শাহাদত হোসেন কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৮	সভাপতি	
২	মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	
৩	জনাব মোছাঃ মোসলেমা বেগম কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং- ০৫	সদস্য	
৪	মোঃ আসেক আলী কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ০৩	সদস্য	
৫	জনাব মোঃ রেজওয়ান আল মেহেদী কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৭	সদস্য	
৬	জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ুম শাখা প্রধান, জনস্বাস্থ্য বিভাগ	সাচিবিক সহায়তাকারী	

১০) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ

ক্র.নং	স্থায়ী কমিটির নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী	মন্তব্য

১	জনাব মোঃ আমিনুর রহমান কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১৬	সভাপতি	
২	মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	
৩	জনাব মোছাঃ মনোয়ারা সুলতানা মলি কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং- ০৯	সদস্য	
৪	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ০১	সদস্য	
৫	জনাব মোঃ ওয়াজেদুল আরেফিন কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১১	সদস্য	
৬	জনাব মোঃ মাহবুবার রহমান শাখা প্রধান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি শাখা	সাচিবিক সহায়তাকারী	

১১) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ

ক্র. নং	স্থায়ী কমিটির নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী	মন্তব্য
১	জনাব মোঃ শাহাজাদা কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৬	সভাপতি	
২	মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	
৩	জনাব মোঃ রেজওয়ান আল মেহেদী কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৭	সদস্য	
৪	জনাব মোঃ ফজলে এলাহী কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ০৩	সদস্য	
৫	জনাব মোঃ মকবুল হোসেন কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১২	সদস্য	
৬	জনাব মোহাম্মদ আলী জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধক	সাচিবিক সহায়তাকারী	

১২) যোগাযোগ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ

ক্র নং	স্থায়ী কমিটির নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী	মন্তব্য
১	জনাব মোঃ লিটন পারভেজ	সভাপতি	

	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৩		
২	মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	
৩	জনাব মোছাঃ ফেরদৌসী বেগম কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং- ০৭	সদস্য	
৪	জনাব মমদেল হোসেন সরকার কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১৪	সদস্য	
৫	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মিজু কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২২	সদস্য	
৬	জনাব মোঃ আব্দুর রহিম অফিস সহকারী, যান্ত্রিক শাখা	সাচিবিক সহায়তাকারী	

১৩) বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ

ক্র নং	স্থায়ী কমিটির নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী	মন্তব্য
১	জনাব শ্রী হারাধন চন্দ্র রায় কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ০৪	সভাপতি	
২	মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	
৩	জনাব মোছাঃ জাহেদা আনোয়ারী কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং- ০৬	সদস্য	
৪	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম তোতা কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ৩৩	সদস্য	
৫	জনাব রফিকুল আলম কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৪	সদস্য	
৬	জনাব বি এম রাফিক উল হাসান বাজার পরিদর্শক	সাচিবিক সহায়তাকারী	

১৪) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ

ক্র নং	স্থায়ী কমিটির নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী	মন্তব্য
১	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম তোতা কাউন্সিলর,ওয়ার্ড নং-৩০	সভাপতি	
২	মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	
৩	জনাব মোছাঃ সুলতানা পারভীন কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং- ০২	সদস্য	

৪	জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২০	সদস্য	
৫	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৯	সদস্য	
৬	জনাব সৈয়দ জাহাঙ্গীর কবির শান্ত প্রধান সহকারী (চঃদাঃ)	সাচিবিক সহায়তাকারী	

(১৫) নগর পুষ্টি ও খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ

ক্র.নং	স্থায়ী কমিটির নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী	মন্তব্য
১	জনাব মমদেল হোসেন সরকার কাউন্সিলর,ওয়ার্ড নং-১৪	সভাপতি	
২	মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	
৩	জনাব মোছাঃ দিলারা বেগম সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর-০১	সদস্য	
৪	জেলা ত্রাণ ও পূণর্বাসন কর্মকর্তা রংপুর	সদস্য	
৫	জেলা খাদ্য অফিসার রংপুর	সদস্য	
৬	জেলা সমাজ সেবা অফিসার রংপুর।	সদস্য	
৭	ডাঃ কামরুজ্জামান এবনে তাজ প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	সাচিবিক সহায়তাকারী	

অন্যান্য কমিটি

১) দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটিঃ

ক্র.নং	স্থায়ী কমিটির নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী	মন্তব্য
১	জনাব মোঃ ফজলে এলাহী কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১৩	সভাপতি	
২	মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	
৩	জনাব মোঃ রফিকুল আলম কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৪	সদস্য	
৪	জনাব মোঃ শাহাদৎ হোসেন কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ৩২	সদস্য	
৫	জনাব মোঃ শাহাদত হোসেন কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৮	সদস্য	
৬	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম দেওয়ানী কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ০৯	সদস্য	
৭	জনাব মোঃ সামসুল হক কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ৩১	সদস্য	
৮	জনাব মোঃ শাহাজাদা কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৬	সদস্য	
৯	জনাব মোছাঃ হাসনা বানু কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং- ০৮	সদস্য	
১০	জনাব মোঃ সেলিম মিয়া সমাজ কল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা	সাচিবিক সহায়তাকারী	

২) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটিঃ

ক্রমিক নং	স্থায়ী কমিটির নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী	মন্তব্য
১	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ৩	সভাপতি	
২	মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	
৩	জনাব মোছাঃ মোসলেমা বেগম কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং- ০৫	সদস্য	
৪	জনাব মোঃ শাহাদৎ হোসেন কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ৩২	সদস্য	
৫	জনাব মোঃ মাহমুদুর রহমান কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১৯	সদস্য	
৬	জনাব মোঃ আব্দুর রহিমা অফিস সহকারী, যান্ত্রিক শাখা	সাচিবিক সহায়তাকারী	

৩) নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটিঃ

ক্রমিক নং	স্থায়ী কমিটির নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী	মন্তব্য
১	জনাব মোছাঃ ফেরদৌসি বেগম কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৮	সভাপতি	
২	মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	
৩	জনাব মোঃ আমিনুর রহমান কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১৬	সদস্য	
৪	জনাব মোঃ আব্দুল গাফফার কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১৭	সদস্য	
৫	জনাব মোছাঃ দিলারা বেগম কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০১	সদস্য	
৬	জনাব মোঃ মাহবুবার রহমান শাখা প্রধান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি শাখা	সাচিবিক সহায়তাকারী	

৪) আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক স্থায়ী কমিটিঃ

ক্রমিক নং	স্থায়ী কমিটির নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী	মন্তব্য
১	জনাব মোঃ গোলাম সরওয়ার মির্জা কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ০১	সভাপতি	
২	মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	
৩	জনাব মোঃ মাসুদ রানা কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১৮	সদস্য	
৪	জনাব মোঃ আবু হাসান চঞ্চল কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ০৬	সদস্য	
৫	জনাব মোছাঃ সুলতানা পারভীন কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০২	সদস্য	
৬	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান সহঃ পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা	সাচিবিক সহায়তাকারী	

১০. নাগরিক সম্পৃক্তকরণ

১০.১ ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটির (ডব্লিউএলসিসি) সভা

ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা হয়েছে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কমিটি সমূহের সভাঃ

ওয়ার্ড নং ০১

তারিখঃ ১২/১২/২০২৩

বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনাসমূহ	সিদ্ধান্ত
রংপুর সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক আলোচনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন মোঃ সফিকুল ইসলাম মিন্টু তিনি সাবেক মেম্বার এবং সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি, তিনি বলেন দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সিটি কর্পোরেশন রংপুর, এ সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন বিচ্ছিন্নভাবে করলে সেই উন্নয়নের সুফল নাগরিকরা পাবে না, বরং নাগরিকগণের দুর্ভোগ বাড়বে এ জন্য চাই শত বছরের জন্য পরিকল্পনা করে সেই পরিকল্পনা মোতাবেক উন্নয়ন করা।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
নারীদের সামাজিক উন্নয়ন কর্মসুচির মাধ্যমে নারীদের জীবনমান উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন রংপুর তিনি রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সিজিপি পকল্পের একজন সাবেক শিক্ষিকা জনাব মোছাঃ উম্মে মাতুন তিনি নারী প্রতিনিধি হিসেবে তাকে কমিটিতে সদস্য রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করতে এবং নারীর ক্ষমতায়ন নারী শিক্ষা, নারীর স্বাস্থ্য, নারীদের সামাজিক উন্নয়ন কর্মসুচির মাধ্যমে নারীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য অনুরোধ করেন।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
রাস্তা পাকা করন প্রসংগে বিষয়ক আলোচনা	জনাব দেলোয়ার হোসেন সিটিজেন জার্নালিস্ট, এবং গণমাধ্যমকর্মী তিনি বলেন ১ নং ওয়ার্ডের পুরাতন রাস্তাটির বেহাল অবস্থায় আছে, এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য গাড়ী এবং লোকজন যাতায়ত করেন। অতি দূরুত এই রাস্তাটি রক্ষনাবেক্ষন খুবেই জরুরী, এবং ১ নং ওয়ার্ডে এখনো যেসব রাস্তা এখনো কাচা আছে সেগুলো পুরুত পাকাকরন এর	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

	আওতায় নিয়ে আসা যায় সেই ব্যাবস্থা করার জন্য মেয়র মহাদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করেন।	
জন্ম নিবন্ধন করন বিষয়ক আলোচনা	বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব মোঃ আনারুল ইসলাম তিনি বলেন বাংলাদেশের যে কোন যায়গায় জন্ম নিবন্ধন করার জন্য মানুষকে অনেক হয়রানি হতে হচ্ছে এর থেকে রংপুর সিটি কর্পোরেশন ও কম নয় এর জন্য যাই ওয়ার্ড পর্যায়ে পাসওয়ার্ড প্রদান করে সেখানেই তৎখনাত এই সার্ভিসটি দেয়া। এবর পাশাপাশি রংপুর সিটির যাবতীয় কার্যক্রম যদি ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রদান করা হয় তাহলে নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগনের দরজায় সেবা পৌঁছানো সম্ভব হবে।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

ওয়ার্ড নং ০২
তারিখঃ ২৩/১১/২০২৩

বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনাসমূহ	সিদ্ধান্ত
রাস্তার উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক আলোচনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন শ্রী মহেন্দ্র নাথ মন্টু, পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি, তিনি পেশাজীবী সংগঠনের সদস্য হিসেবে তাকে কমিটিতে সদস্য রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন ২নং ওয়ার্ডের অধিকাংশ রাস্তা ঘাট গুলনোই বেহাল অবস্থায় আছে,সামান্য বৃষ্টিতে চলাচল করা যায় না।সেদিকে একটু নজর দেয়ার জন্য বলেন।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
নারীর স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন শ্রীমতি নন্দা রায়, নারী প্রতিনিধি। তিনি নারী প্রতিনিধি হিসেবে তাকে কমিটিতে সদস্য রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন নারী ও শিশুর টিকা (Vaccination for Women and Children) সাধারণত মা ও শিশু স্বাস্থ্য সংরক্ষণ এবং	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

	রোগ প্রতিরোধের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুরা জন্মের পর বিভিন্ন সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা পেতে বেশ কয়েকটি টিকা গ্রহণ করে সেই টিকা যাতে হাতের নাগালেই পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে।	
এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা কার্যক্রম বিষয়ক আলোচনা	জনাব শাকিল মাহমুদ সাংবাদিক, এখানে টিভি বলেন নগরীতে রাস্তার পাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি বটতলা বাজাড় মোড় হতে মনোহার মোড় পর্যন্ত রাস্তার পাশে গড়ে ওঠা পাকা-আধাপাকা অবৈধ স্থাপনা এবং ফুটপাথে গড়ে ওঠা দোকানসমূহ উচ্ছেদ করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার সুবিধার্থে অভিযানের পূর্বেই অবৈধ স্থাপনাসমূহ লাল দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা হলে অভিযান কার্যক্রমে গতি বাড়বে	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া বিষয় উন্নয়ন নয়, উন্নয়নে মানবিক দিকগুলোকেও প্রাধান্য বিষয়ক আলোচনা	বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব মোঃ গোলাম সরওয়ার ফারুক সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুব/ক্রীড়া সংগঠন প্রতিনিধি তিনি সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুব/ক্রীড়া সংগঠন প্রতিনিধি হিসেবে তাকে কমিটিতে সদস্য রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান। বলেন কেবল সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া বিষয় উন্নয়ন নয়, উন্নয়নে মানবিক দিকগুলোকেও প্রাধান্য দিতে হবে। তিনি ক্রীড়া খাতে বিনিয়োগে পরামর্শ দেন, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উন্নয়ন কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় সুফলভোগী হয়। স্বাস্থ্য কার্যক্রমেও প্রসার ঘটাতে তিনি পরামর্শ দেন। তাহলে প্রত্যাশিত আগামী প্রজন্ম সুশিক্ষিত, সুস্বাস্থ্যবান হবে।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
পানি নিষ্কাশন ড্রেনেজ	জনাব বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ হাসেন আলী তিনি বলেন পানি নিষ্কাশন ড্রেনেজ ব্যবস্থা	সভায় বর্ণিত বিষয়ে

ব্যবস্থা গ্রহণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ বিষয়ক আলোচনা	গ্রহণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ করতে হবে। ক্যানেল খনন ও মশা নিধন কার্যক্রম জোরদার ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। পানি যে প্রতিদিন ভোর ৫.০০ হতে পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু হয়, সড়ক সমূহ ঝাড় দেয়া ময়লা- আর্বজনাসমূহ রিক্সা-ভ্যান মারফত অপসারণ করত এস টি এস সেকেন্ডারী ডাম্পিং ষ্টেশনে জমা করা হয়। অতঃপর ডাম্প ট্রাক দ্বারা এস টি এস হতে বর্জ্য সমূহ ডাম্পিং গ্রাউন্ডে সংরক্ষন করা।	বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
রংপুর মহানগরীর সামগ্রিক উন্নয়ন কাজ বিষয়ক আলোচনা	মোঃ মোশারফ হোসেন, শিক্ষাক, পেশাজীবি সংগঠনের প্রতিনিধি, সভায় উপস্থিতসকলকে জানান যে, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফার নেতৃত্বে রংপুর মহানগরীর সামগ্রিক উন্নয়ন কাজ এগিয়ে চলেছে। সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাসযোগ্য নগরী গড়তে বর্তমান পরিষদ নিরলসভাবে কাজ করছে। তিনি এই আয়োজনের জন্য সাধুবাদ জানান। কিন্তু অসামাজিক কার্যকলাপ তথা জুয়া বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যাহাতে সংশ্লিষ্ট থানার আরে বেশি সক্রিয় ভূমিকা থানার তাগাদা অনুভূত হয়।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

ওয়ার্ড নং ০৩

তারিখঃ১৭/০১/২০২৪

বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনাসমূহ	সিদ্ধান্ত
পরিকল্পনা করে সেই পরিকল্পনা মোতাবেক উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন ডাঃ মোঃ আলিমুল বাশার বাদল, তারাগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, তিনি বলেন দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সিটি কর্পোরেশন রংপুর, এ সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন বিচ্ছিন্নভাবে করলে সেই উন্নয়নের সুফল নাগরিকরা পাবে না, বরং নাগরিকগণের দুর্ভোগ বাড়বে এ জন্য চাই একজন দক্ষ নগরবিদ দিয়ে শত বছরের জন্য পরিকল্পনা করে সেই পরিকল্পনা মোতাবেক উন্নয়ন করা। তাহলে পরিকল্পিত নগর সেইসাথে	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

	টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব।	
দারিদ্র জনগোষ্ঠির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মসুচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন রংপুর সিডিসি ক্লাস্টার ফেডারেশনের সভাপতি জনাব জেসমিন আক্তার তিনি দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তাকে কমিটিতে সদস্য রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করতে এবং দারিদ্র জনগোষ্ঠির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মসুচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের জন্য অনুরোধ করেন।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
শিক্ষা খাতে বিনিয়োগে পরামর্শ বিষয়ক আলোচনা	বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব মোঃ সোলায়মান বলেন কেবল বস্তুগত উন্নয়ন নয়, উন্নয়নে মানবিক দিকগুলোকেও প্রাধান্য দিতে হবে। তিনি শিক্ষা খাতে বিনিয়োগে পরামর্শ দেন, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উন্নয়ন কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় সুফলভোগী হয়। স্বাস্থ্য কার্যক্রমেও প্রসার ঘটাতে তিনি পরামর্শ দেন। তাহলে প্রত্যাশিত আগামী প্রজন্ম সুশিক্ষিত, সুস্বাস্থ্যবান হবে।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পর্কে বিষয়ক আলোচনা	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মিজু সহকারী পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, অঞ্চল-১, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থিত সকল সদস্যগণকে অবহিত করেন। তিনি বলেন যে প্রতিদিন ভোর ৫.০০ হতে পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু হয়, সড়ক সমূহ ঝাড় দেয়া ময়লা-আর্বজনাসমূহ রিক্সা-ভ্যান মারফত অপসারণ করত এস টি এস সেকেন্ডারী ডাম্পিং ষ্টেশনে জমা করা হয়। অতঃপর ডাম্প ট্রাক দ্বারা এস টি এস হতে বর্জ্য সমূহ ডাম্পিং গ্রাউন্ডে সংরক্ষন করা হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজে ৩০ টি ডাম ট্রাক, ৪২ টি রিক্সা-ভ্যান, ০২ টি স্কীড স্টেয়ার লোডার, ০১ টি স্কাভেটর, ০১ টি পানিবাহী গাড়ী, ৭১৪ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী, ৫৯ জন পরিচ্ছন্ন সুপারভাইজার, ০৫ জন পরচ্ছিন্ন পরিদর্শক, ০৩ জন সহ পরিচ্ছন্ন র্কমর্কতা	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

	০১ জন প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা নিয়োজিত রয়েছেন।	

ওয়ার্ড নং ০৪

তারিখঃ১২/১২/২০২৩

বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনাসমূহ	সিদ্ধান্ত
রাস্তার উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন শ্রী প্রপুল্ল রায় (সুশীল সমাজ প্রতিনিধি) তিনি তিনি বলেন ২নং ওয়ার্ডের অধিকাংশ রাস্তা ঘাট গুলনোই বেহাল অবস্থায় আছে, সামান্য বৃষ্টিতে চলাচল করা যায় না। সেদিকে একটু নজর দেয়ার জন্য বলেন।তাহলে পরিকল্পিত নগর সেইসাথে টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
মসক নিধোন কর্মসুচি বিষয়ক আলোচনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন দিনবন্ধু রায় তিনি দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তাকে কমিটিতে সদস্য রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে মসক নিধোন কর্মসুচি আরো গতিশীল করতে জন্য অনুরোধ	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
সড়ক বাতির স্থাপন ও মেরামত করন বিষয়ক আলোচনা	জনাব আপেল রায় সাংবাদিক বলেন ৪ নং ওয়ার্ডের রাস্তার বাতি গুলোন অধিকাংশ সময় নষ্ট দেখা যায়,দ্রুত যাতে সড়ক বাতি গুলো পরিবর্তন করা হয় সে জন্য অনুরোধ জানান।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
শিক্ষা খাতে বিনিয়োগে পরামর্শ দেন	বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব মোঃ হযরত আলী মোল্লা বলেন কেবল বস্তুগত উন্নয়ন নয়, উন্নয়নে মানবিক দিকগুলোকেও প্রাধান্য দিতে হবে। ৪ নং ওয়ার্ডে সিটি কর্পোরেশনের একটি স্কুল নির্মান করার জন্য অনুরোধ জানান ।তিনি শিক্ষা খাতে বিনিয়োগে পরামর্শ দেন, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উন্নয়ন কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় সুফলভোগী হয়।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

ওয়ার্ড নং ০৫

তারিখঃ১২/১২/২০২৩

বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনাসমূহ	সিদ্ধান্ত
শিক্ষা খাতে বিনিয়োগে পরামর্শ বিষয়ক আলোচনা	বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব মোঃ ফকরুল আলম বেঞ্জু বলেন কেবল বস্তুগত উন্নয়ন নয়, উন্নয়নে মানবিক দিকগুলোকেও প্রাধান্য দিতে হবে। তিনি শিক্ষা খাতে বিনিয়োগে পরামর্শ দেন, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উন্নয়ন কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় সুফলভোগী হয়। স্বাস্থ্য কার্যক্রমেও প্রসার ঘটাতে তিনি পরামর্শ দেন। তাহলে প্রত্যাশিত আগামী প্রজন্ম সুশিক্ষিত, সুস্বাস্থ্যবান হবে।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
দারিদ্র জনগোষ্ঠির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মসুচি বিষয়ক আলোচনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন রংপুর সিডিসি ক্লাস্টার ফেডারেশনের সভাপতি জনাব জেসমিন আক্তার তিনি উন্নয়নের জন্য অনুরোধ করেন।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
নগরীর মডার্ণ মোড় হতে মেডিকেল মোড় পর্যন্ত রাস্তার পাশে গড়ে ওঠা পাকা-আধাপাকা অবৈধ স্থাপনা এবং ফুটপাথে গড়ে ওঠা টং দোকানসমূহ উচ্ছেদ করার বিষয়ে আলোচনা	জনাব জয়নাল আবেদীন, সাংবাদিক, দৈনিক জবাবদিহি, বলেন নগরীতে রাস্তার পাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি নগরীর মডার্ণ মোড় হতে মেডিকেল মোড় পর্যন্ত রাস্তার পাশে গড়ে ওঠা পাকা-আধাপাকা অবৈধ স্থাপনা এবং ফুটপাথে গড়ে ওঠা টং দোকানসমূহ উচ্ছেদ করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার সুবিধার্থে অভিযানের পূর্বেই অবৈধ স্থাপনাসমূহ লাল দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা হলে অভিযান কার্যক্রমে গতি বাড়বে।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

ওয়ার্ড নং ০৭

তারিখঃ১৪/১২/২০২৩

বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনাসমূহ	সিদ্ধান্ত

সিটি কর্পোরেশন ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের মাধ্যমে সমস্ত অবৈধ স্থাপনা প্রসংগে	জনাব আদর রহমান (সাংবাদিক) তিনি বলেন রাস্তার অবস্থা ততটা উন্নত নয়, এসব রাস্তা খুব দ্রুত সংস্কার করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন রাস্তার পরিধি অনেক ছোট এসব রাস্তার পরিধি আরও বড় করতে হবে। তিনি বলেন অনেক অসাধু মানুষ রয়েছে যারা রাস্তাপাশের জোড় করে বাড়ি, দোকানপাট ইত্যাদি স্থাপন করেছেন। এসব অবৈধ স্থাপনাকে রংপুর সিটি কর্পোরেশন ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের মাধ্যমে সমস্ত অবৈধ স্থাপনা তুলে ফেলতে হবে। পাশাপাশি অনেক যায়গায় লক্ষ্য করা যায় কিছু কিছু রাস্তা পার হতে অনেক সমস্যা হয় সেখোনে যদি ব্রিজ নির্মান করা হয় তাহরে এর সমস্যা সমাধান হওয়া সম্ভব। এতে করে নগরির জীবন মান উন্নত হবে।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
শিক্ষার্থীকে আর্থিক ভাবে সহযোগিতা প্রসংগে	বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব মোঃ মতিউর রহমান বলেন আমাদের আশে পাশে এমন অনেক শিক্ষার্থী রয়েছে যারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনা। কারণ তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা নাই। আমাদের উচিত হবে এমন শিক্ষার্থীকে আর্থিক ভাবে সহযোগিতা করা। যদি সমাজে এসব কাজ আমরা করতে না পারি তাহলে ভাল মানুষ তৈরি করতে আমরা কখনোই পারবনা। কারণ মানবিক দিক বলতে কোন কিছুই থাকবে না এবং আমরা তাদের শিখাতে পারবো না। সুতরাং সমাজের সামাজিক কাজগুলোর দিকে আমাদের বেশি বেশি নজর দিতে হবে।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
পানি নিষ্কাশন, পয়নিষ্কাশনের ব্যবস্থা প্রসংগে	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, (পেশাজীবি সংগঠনের প্রতিনিধি) তিনি বলেন আমাদের এলাকায় পানি নিষ্কাশন, পয়নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা নেই। যার ফলে বৃষ্টির সময় পানি জমা ও বিভিন্ন ময়লা আমাদের এলাকায় ছেয়ে যায়। যেটা আমাদের পরিবেশের অনেক ক্ষতি করে। তাই খুব দ্রুত এর সমাধান করা দরকার। তা না হলে বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সৃষ্টি হবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

	খেলার কোন মাঠ নেই, বাচ্চারা মাঠে খেলেতে না পারলে তাদের মানষিক বিকাশ সংগঠিত হবে না। তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করেন বক্তব্য শেষ করেন।	

ওয়ার্ড নং ০৮

তারিখঃ১৯/১২/২০২৩

বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনাসমূহ	সিদ্ধান্ত
পরিকল্পনা মোতাবেক উন্নয়ন করন বিষয়ক আলোচনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন ডাঃ আব্দুল হালী, সার্জন, লালমনিরহাট মেডিকেল, তিনি বলেন দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সিটি কর্পোরেশন রংপুর, এ সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন বিচ্ছিন্নভাবে করলে সেই উন্নয়নের সুফল নাগরিকরা পাবে না, বরং নাগরিকগণের দুর্ভোগ বাড়বে এ জন্য চাই একজন দক্ষ নগরবিদ দিয়ে শত বছরের জন্য পরিকল্পনা করে সেই পরিকল্পনা মোতাবেক উন্নয়ন করা। তাহলে পরিকল্পিত নগর সেইসাথে টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
সড়ক বাতির স্থাপন ও মেরামত করন বিষয়ক আলোচনা	বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম বলেন ০৮ ওয়ার্ডের রাস্তার বাতি গুলোন অধিকাংশ সময় নষ্ট দেখা যায়, দ্রুত যাতে সড়ক বাতি গুলো পরিবর্তন করা হয় সে জন্য অনুরোধ জানান।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
শিক্ষা খাতে বিনিয়োগে পরামর্শ প্রসংগে	বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম বলেন কেবল বস্তুগত উন্নয়ন নয়, উন্নয়নে মানবিক দিকগুলোকেও প্রাধান্য দিতে হবে। তিনি শিক্ষা খাতে বিনিয়োগে পরামর্শ দেন, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উন্নয়ন কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় সুফলভোগী হয়। স্বাস্থ্য কার্যক্রমেও প্রসার ঘটাতে তিনি পরামর্শ দেন। তাহলে প্রত্যাশিত আগামী প্রজন্ম সুশিক্ষিত, সুস্বাস্থ্যবান হবে।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

ওয়ার্ড নং ০৯

তারিখঃ১৯/১২/২০২৩

বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনাসমূহ	সিদ্ধান্ত
রাস্তার উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন মোহম্মদ আব্দুর রাজ্জাক রিপন, গংগাচড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক, ১০ নং ওয়ার্ড, মহানগর, রংপুর। তিনি বলেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনে পল্লি এলাকাগুলোর রাস্তাঘাট এর অবস্থা সিটি কর্পোরেশন সুলভ হয়ে উঠনি এখনো। এই সংযুক্ত এলাকাগুলোকে উন্নত করতে প্রসস্থ রাস্তা করতে হবে। ড্রেনেজ ব্যাবস্থা করতে হবে।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
সড়ক বাতির স্থাপন ও মেরামত করন বিষয়ক আলোচনা	রাস্তায় পর্যাপ্ত লাইটের ব্যাবস্থা করতে হবে। যাতায়াত নিরবিচ্ছন্ন হলেই তবেই আমাদের ওয়ার্ড এগিয়ে যাবে।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
মসক নিধোন কর্মসুচি বিষয়ক আলোচনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন দিনবন্ধু রায় তিনি দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তাকে কমিটিতে সদস্য রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে মসক নিধোন কর্মসুচি আরো গতিশীল করতে জন্য অনুরোধ করেন।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

ওয়ার্ড নং ১০

তারিখঃ১৭/১২/২০২৩

বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনাসমূহ	সিদ্ধান্ত
রাস্তার উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা	জনাব মোঃ মামুন মিয়া বলেন রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর হাতে গনা যে কয়টি অবশিষ্ট কাঁচা রাস্তা আছে তার মধ্যে ১০ নং ওয়ার্ড জগদীশপুর তেলিপাড়ার রাস্তাটি কাঁচা রাস্তাটি পাকাকরন অতিব জরুরী।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি

		আকর্ষণ করা হয়।
রাস্তার উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা	সমাজ সেবক জনাব মুকন্দ চন্দ্র বর্মন বলেন বলেন ১০ নং ওয়ার্ড ডুগডুগির হাট থেকে পশ্চিম গিলাবাড়ী রাস্তাটির বেহাল দশা। রাস্তাটি অতি দ্রুত সংস্করন করা প্রযোজন।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
সড়ক বাতির স্থাপন ও মেরামত করন বিষয়ক আলোচনা	বিশিষ্ট সমাজসেবক জনাব আব্দুল ওহেদ মিয়া ১০ নং ওয়ার্ডের রাস্তার বাতি গুলোন অধিকাংশ সময় নষ্ট দেখা যায়, দ্রুত যাতে সড়ক বাতি গুলো পরিবর্তন করা হয় সে জন্য অনুরোধ জানান।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

ওয়ার্ড নং ১১

তারিখঃ১৪/১২/২০২৩

বিষয়	**প্রধান প্রধান আলোচনাসমূহ**	**সিদ্ধান্ত**
অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করন বিষয়ক আলোচনা	জনাব মো: জুলফিকার জুয়েল, সাংবাদিক, দৈনিক জবাবদিহি, বলেন তিনি নগরীর কেরানীরহাট হতে ঢুকঢকির মোড় পর্যন্ত রাস্তার পাশে গড়ে ওঠা পাকা-আধাপাকা অবৈধ স্থাপনা গড়ে ওঠা দোকানসমূহ উচ্ছেদ করার জন্য অনুরোধ জানান।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
দারিদ্র জনগোষ্ঠির উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন মো: শহীদ মন্ডল নিম্ন আয়ের প্রতিনিধি তিনি দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তাকে কমিটিতে সদস্য রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের জন্য অনুরোধ করেন।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
বৈদ্যুতিক সড়ক	মো: আব্দুল মান্নান মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত সকলকে জানান যে,	সভায় বর্ণিত বিষয়ে

বাতিগুলো দিনের বেলা জ্বলে	সম্মানীত সদস্য জনাব মোঃ জাকির হোসেন বলেন- আমি প্রায়শ লক্ষ্য করেছি সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক স্থাপনকৃত বৈদ্যুতিক সড়ক বাতিগুলো দিনের বেলায় অবাদে জ্বলে। যার ফলে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল আসে। যার বিল গুলো আমাদের টেক্সের টাকা থেকেই প্রদান করা হয়। অতএব বিষয়টি সমাধানের জন্য জোরালো দাবি জানান।	বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

ওয়ার্ড নং ১২

তারিখঃ১৭/১২/২০২৩

বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনাসমূহ	সিদ্ধান্ত
উন্নয়নের নাগরিক দের সজাগ করে তুলতে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা বিষয়ক আলোচনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন সুশীল সমাজ প্রতিনীধি মোঃ শামসুজ্জামান সাগর, প্রফেসর চকইসবপুর কলেজ, তিনি বলেন, রংপুর সিটি কর্পোরেশন একটি অবহেলিত সিটি কর্পোরেশন, এ সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে ওয়ার্ড কমিশনার দের সজাগ হতে হবে। অবহেলিত বর্ধিত ১৮টি ওয়ার্ডের উন্নয়নের নাগরিক দের সজাগ করে তুলতে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই নাগরিক গণ কর প্রদানে উৎসাহী হবে।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
রাস্তার ও ড্রেন এর কাজ বিষয়ক আলোচনা	জনাব মোঃ জাহেদুল ইসলাম, সাংবাদিক, দৈনিক সকালের বাণী, বলেন তিনি নগরীর ১২নং ওয়ার্ডের রাস্তার মান ঠিক রাখার জন্য ড্রেন ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন যে আমাদের ওয়ার্ডের লাইটিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
ময়লা-আবর্জনা ব্যবস্থাপনা	জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান সুশীল প্রতিনীধি, তিনি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থিত সকল সদস্যগণকে অবহিত করেন। তিনি বলেন যে আমাদের ওয়ার্ডের নজিরের হাট সড়ক সমূহ ঝাড় দেয়া ময়লা-আর্বজনাসমূহ রিক্সা-ভ্যান মারফত অপসারণ করত এস টি এস সেকেন্ডারী	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

	ডাম্পিং ষ্টেশনে ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানান।	

ওয়ার্ড নং ১৩

তারিখঃ১৬/১২/২০২৩

বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনাসমূহ	সিদ্ধান্ত
শুভেচ্ছা বার্তা	জনাব মোঃ ফজলে এলাহী ফুলু, ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সভায় উপস্থিত সকলকে জানান যে, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফার নেতৃত্বে রংপুর মহানগরীর সামগ্রিক উন্নয়ন কাজ এগিয়ে চলেছে। সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাসযোগ্য নগরী গড়তে বর্তমান পরিষদ নিরলসভাবে কাজ করছে।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
সড়ক বাতির স্থাপন ও মেরামত করন বিষয়ক আলোচনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন জনাব মোঃ মোকছেদ আলী, ১৩ নং ওয়ার্ডের রাস্তার বাতি গুলোন অধিকাংশ সময় নষ্ট দেখা যায়, দ্রুত যাতে সড়ক বাতি গুলো পরিবর্তন করা হয় সে জন্য অনুরোধ জানান।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
	এনজিও প্রতিনিধি মোছাঃ রোকসানা বেগম বলেন কেবল বস্তুগত উন্নয়ন নয়, উন্নয়নে মানবিক দিকগুলোকেও প্রাধান্য দিতে হবে। তিনি শিক্ষা খাতে বিনিয়োগে পরামর্শ দেন, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উন্নয়ন কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় সুফলভোগী হয়। স্বাস্থ্য কার্যক্রমেও প্রসার ঘটাতে তিনি পরামর্শ দেন। তাহলে প্রত্যাশিত আগামী প্রজন্ম সুশিক্ষিত, সুস্বাস্থ্যবান হবে।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

ওয়ার্ড নং ১৪

তারিখঃ১৪/১২/২০২৩

বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনাসমূহ	সিদ্ধান্ত
মসক নিধোন কর্মসুচি বিষয়ক আলোচনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন মোঃ আজানুর রহমান, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বড়বাড়ী সরকারপাড়া, রংপুর, তিনি বলেন জলাবদ্ধতা এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের কারণে মশার প্রকোপ বৃদ্ধি পায় যা ডেঙ্গু, ম্যালেরিইয়া ও চিকুন গুনিইয়ার মতো রোগের কারন হয় তাই মসক নিধোন কর্মসুচি আরো গতিশীল করতে জন্য অনুরোধ করেন।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
দারিদ্র জনগোষ্ঠির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মসুচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন প্রসংগে	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন রংপুর সিডিসি ক্লাস্টার ফেডারেশনের সভাপতি জনাবা মোছাঃ মোতাহারা বেগম তিনি দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তাকে কমিটিতে সদস্য রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করতে এবং দারিদ্র জনগোষ্ঠির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের জন্য অনুরোধ করেন।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
অভিযান পরিচালনা কার্যক্রম প্রসংগে	জনাব মোঃ মাহবুবর রহমান মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি, তিনি বলেন নগরীতে রাস্তার পাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি নগরীর রাস্তার পাশে গড়ে ওঠা পাকা-আধাপাকা অবৈধ স্থাপনা এবং ফুটপাথে গড়ে ওঠা টং দোকানসমূহ উচ্ছেদ করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার সুবিধার্থে অভিযানের পূর্বেই অবৈধ স্থাপনাসমূহ লাল দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা হলে অভিযান কার্যক্রমে গতি বাড়বে।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

ওয়ার্ড নং ১৫

তারিখঃ ১৫/১২/২০২৩

বিষয়	**প্রধান প্রধান আলোচনাসমূহ**	**সিদ্ধান্ত**
পরিকল্পনা মোতাবেক উন্নয়ন প্রসংগে	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন মোঃ ময়েন উদ্দিন সুশীল সমাজ প্রতিনিধি বলেন দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সিটি কর্পোরেশন রংপুর, এ সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন বিচ্ছিন্নভাবে করলে সেই উন্নয়নের সুফল নাগরিকরা পাবে না, বরং নাগরিকগণের দুর্ভোগ বাড়বে এ জন্য চাই একজন দক্ষ নগরবিদ দিয়ে শত বছরের জন্য পরিকল্পনা করে সেই পরিকল্পনা মোতাবেক উন্নয়ন করা। তাহলে পরিকল্পিত নগর সেইসাথে টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
সামাজিক উন্নয়ন কর্মসুচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন প্রসংগে	মোঃ আবু তাহের মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত সকলকে জানান যে, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফার নেতৃত্বে রংপুর মহানগরীর সামগ্রিক উন্নয়ন কাজ এগিয়ে চলেছে। সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাসযোগ্য নগরী গড়তে বর্তমান পরিষদ নিরলস ভাবে কাজ করছে। ইতোপূর্বে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হলেও এভাবে WLCC এর মাধ্যমে জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে আলোচনার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। তিনি এই আয়োজনের জন্য সাধুবাদ জানান।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
সড়ক বাতির স্থাপন ও মেরামত করন বিষয়ক আলোচনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন জনাব মোঃ মোকছেদ আলী, ১৫নং ওয়ার্ডের রাস্তার বাতি গুলোন অধিকাংশ সময় নষ্ট দেখা যায়, দ্রুত যাতে সড়ক বাতি গুলো পরিবর্তন করা হয় সে জন্য অনুরোধ জানান।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

ওয়ার্ড নং ১৬

তারিখঃ ১৮/১২/২০২৩

বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনাসমূহ	সিদ্ধান্ত
এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা কার্যক্রম প্রসংগে	জনাব মোঃ মামুন মিয়া, সাংবাদিক, আর ডিবি ২৪ অনলাইন গনমাধ্যম), বলেন নগরীতে রাস্তার পাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি নগরীর ১৬নং ওয়ার্ডের রাস্তার পাশে গড়ে ওঠা পাকা-আধাপাকা অবৈধ স্থাপনা এবং ফুটপাথে গড়ে ওঠা টং দোকানসমূহ উচ্ছেদ করার জন্য অনুরোধ জানান।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
ময়লা-আবর্জনা ব্যবস্থাপনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন রংপুর জনাব আলহাজ্ব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক তিনি বলেন ময়লা-আবর্জনা ব্যবস্থাপনা (Waste Management) একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যা নগরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, জনস্বাস্থ্য রক্ষা, এবং পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। ময়লা-আবর্জনা সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা না করলে এটি বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। ময়লা-আবর্জনা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে গতি বাড়াতে বলেন।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
শিক্ষা খাতে বিনিয়োগে পরামর্শ প্রসংগে	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন আলহাজ্ব মোঃ সেকেন্দার আলী, কেবল বস্তুগত উন্নয়ন নয়, উন্নয়নে মানবিক দিকগুলোকেও প্রাধান্য দিতে হবে। তিনি শিক্ষা খাতে বিনিয়োগে পরামর্শ দেন, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উন্নয়ন কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় সুফলভোগী হয়। বিশেষ করে ভগী মৌজায় কোন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। স্বাস্থ্য কার্যক্রমেও প্রসার ঘটাতে তিনি পরামর্শ দেন। তাহলে আগামী প্রজন্ম সুশিক্ষিত, সুস্বাস্থ্যবান হবে।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

ওয়ার্ড নং ১৭

তারিখঃ ১৮/১২/২০২৩

বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনাসমূহ	সিদ্ধান্ত
দক্ষ নগরবিদ দিয়ে শত বছরের জন্য পরিকল্পনা করে সেই পরিকল্পনা মোতাবেক উন্নয়ন প্রসংগে	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন মোঃ আজাহার, বীর মুক্তিযোদ্ধা, তিনি বলেন দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সিটি কর্পোরেশন রংপুর, এ সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন বিচ্ছিন্নভাবে করলে সেই উন্নয়নের সুফল নাগরিকরা পাবে না, বরং নাগরিকগণের দুর্ভোগ বাড়বে এ জন্য চাই একজন দক্ষ নগরবিদ দিয়ে শত বছরের জন্য পরিকল্পনা করে সেই পরিকল্পনা মোতাবেক উন্নয়ন করা। তাহলে পরিকল্পিত নগর সেইসাথে টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা কার্যক্রম প্রসংগে	জনাব মোঃ কাশেম, গণমাধ্যমকর্মী, আর.টি.ডি, বলেন নগরীতে রাস্তার পাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি নগরীর ১ নং এম.পি চেকপোষ্ট মোড় হতে ৩ নং এম.পি চেকপোষ্ট মোড় পর্যন্ত রাস্তার পাশে গড়ে ওঠা পাকা-আধাপাকা অবৈধ স্থাপনা এবং ফুটপাথে গড়ে ওঠা টং দোকানসমূহ উচ্ছেদ করার জন্য অনুরোধ জানান। বিশেষ করে ১ নং চেকপোষ্ট থেকে খলিফাপাড়া পর্যন্ত বৌবাজারগামী রাস্তাটি মাত্র ১০ ফিট ও রাস্তার পাশে খোলা ড্রেন থাকায় প্রায়শই চলাচলে সমস্যা হয় বিশেষ করে স্কুল ও অফিসগামী মানুষ ভোগান্তির স্বীকার হয় তাই রাস্তাটি সম্প্রসারন অতীব জরুরী।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
সড়ক বাতির স্থাপন ও মেরামত করন বিষয়ক আলোচনা	বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব মোঃ আকবর আলী বলেন উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন জনাব মোঃ মোকছেদ আলী, ১৩ নং ওয়ার্ডের রাস্তার বাতি গুলোন অধিকাংশ সময় নষ্ট দেখা যায়, দ্রুত যাতে সড়ক বাতি গুলো পরিবর্তন করা হয় সে জন্য অনুরোধ জানান।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

ওয়ার্ড নং ১৮

তারিখঃ ১৪/১২/২০২৩

বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনাসমূহ	সিদ্ধান্ত
মসক নিধোন কর্মসুচি বিষয়ক আলোচনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন দিনবন্ধু রায় তিনি দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তাকে কমিটিতে সদস্য রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে মসক নিধোন কর্মসুচি আরো গতিশীল করতে জন্য অনুরোধ করেন।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
ড্রেনেজ ব্যবস্থা বিষয়ক আলোচনা	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান কমল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, তিনি বলেন ১৮ নং ওয়ার্ডের ড্রেনেজ ব্যবস্থা গুলো খুবই খারাপ অবস্থায় আছে।সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্থায় পানি উঠে যায়। দ্রুত সময়ের মধ্যেই ড্রেন গুলো পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য আহবান জানান।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
সাপ্লাই পানি সরবারহ ব্যবস্থা বিষয়ক আলোচনা	বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব মোঃ এলিন হোসেন বলেন সাপ্লাই পানির লাইন গুলো মাঝে মাঝে চেক করা উচিৎ।অনেক বাড়িতে লাইন আগে ছিল বর্তমানে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পড়েও বিলা আসে এ বিষয় গুলো কেন হচ্ছে তা দেখার জন্য আহবান জানান।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

ওয়ার্ড নং ২০

তারিখঃ ১৪/১২/২০২৩

বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনাসমূহ	সিদ্ধান্ত
ওয়ার্ড কার্যালয়কে আরো আধুনিকায়ন ও ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস চালু প্রসংগে	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন মাসুম হাসান, তিনি বলেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে গেলে প্রথমে ওয়ার্ডের মাঠ পর্যায়ে নাগরিক সেবা প্রদান করতে হবে। এজন্য ওয়ার্ড কার্যালয়কে আরো আধুনিকায়ন ও ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস চালু করতে হবে। তিনি আরো বলেন প্রতিটি ওয়ার্ড কার্যালয়কে জন্ম নিবন্ধনের পাসওয়াড দিতে হবে এতে করে নাগরিক গণ ওয়ার্ড কার্যালয় হতে দ্রুত অনলাইন জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

	কপি হাতে পাবে।	
শিশুদের জন্য খেলাধুলার মাঠের ব্যবস্থা বিষয়ক আলোচনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুব/ক্রীড়া সংগঠনের প্রতিনিধি রেজাউল করিম রিংকু তিনি বলেন ২০ নং ওয়ার্ডে শিশুদের জন্য খেলাধুলার জন্য কোন মাঠের ব্যবস্থা নেই। তাই শিশুরা আজ বিভিন্ন নেশার দিকে ধাবিত হচ্ছে তাই ২০নং ওয়ার্ডে একটি মাঠ খুবেই প্রয়োজন তিনি আরো বলেন ২০ নং ওয়ার্ডে অনেক যুবক বেকার তাদের জন্য অল্প পরিসরে তাদেরকে প্রশিক্ষন দিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে বক্তব্য রাখেন।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
মহানগরীর সামগ্রিক উন্নয়ন কাজ প্রসংগে	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি ইসমাঈল হোসেন সাজু তিনি বলেন ২০ নং ওয়ার্ডে মেইন রোড কাউন্সিলর কার্যালয় হতে লক্ষি হলের ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তাটি উচু করন ও আর সি সি করা প্রয়োজন এবং ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত লাইটের ব্যবস্থা করতে হবে। এর পাশা পাশি তিনি বলেন ২০নং ওয়ার্ড যেহেতু শহরের প্রাণ কেন্দ্র সেহেতু ওয়ার্ডের উন্নয়নে সিটি কর্পোরেশনকে ২০নং ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত বাজেট দিতে হবে।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

ওয়ার্ড নং ২১

তারিখঃ ১৭/১২/২০২৩

বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনাসমূহ	সিদ্ধান্ত
পরিকল্পনা মোতাবেক উন্নয়ন ব্যবস্থা বিষয়ক আলোচনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন সিদ্দিক রহমান, তিনি বলেন দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সিটি কর্পোরেশন রংপুর, এ সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন বিচ্ছিন্নভাবে করলে সেই উন্নয়নের সুফল নাগরিকরা পাবে না, বরং নাগরিকগণের দুর্ভোগ বাড়বে এ জন্য চাই একজন দক্ষ নগরবিদ দিয়ে শত বছরের জন্য পরিকল্পনা করে সেই পরিকল্পনা মোতাবেক উন্নয়ন করা। তাহলে পরিকল্পিত নগর সেইসাথে	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

	টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।	
অভিযান পরিচালনা কার্যক্রম বিষয়ক আলোচনা	জনাব এস এম লাবলু সাংবাদিক, কালের প্রবাহ বলেন নগরীতে রাস্তার পাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি নগরীর মডার্ণ মোড় হতে মেডিকেল মোড় পর্যন্ত রাস্তার পাশে গড়ে ওঠা পাকা-আধাপাকা অবৈধ স্থাপনা এবং ফুটপাথে গড়ে ওঠা টং দোকানসমূহ উচ্ছেদ করার জন্য অনুরোধ জানান।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
শিক্ষা খাতে বিনিয়োগে পরামর্শ প্রসংগে	সুশীল সমাজ প্রতিনিধি জনাব তৌহিদুল ইসলাম বলেন কেবল বস্তুগত উন্নয়ন নয়, উন্নয়নে মানবিক দিকগুলোকেও প্রাধান্য দিতে হবে। তিনি শিক্ষা খাতে বিনিয়োগে পরামর্শ দেন, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উন্নয়ন কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় সুফলভোগী হয়। স্বাস্থ্য কার্যক্রমেও প্রসার ঘটাতে তিনি পরামর্শ দেন। তাহলে প্রত্যাশিত আগামী প্রজন্ম সুশিক্ষিত, সুস্বাস্থ্যবান হবে।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

ওয়ার্ড নং ২৪

তারিখঃ ১৫/১২/২০২৩

বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনাসমূহ	সিদ্ধান্ত
দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন প্রসংগে	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক ফারিকুল আলম। তিনি রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করতে এবং দারিদ্র জনগোষ্ঠির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মসুচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের জন্য অনুরোধ করেন।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
ড্রেনেজ ব্যবস্থা বিষয়ক আলোচনা	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান কমল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, তিনি বলেন ২৪ নং ওয়ার্ডের ড্রেনেজ ব্যবস্থা গুলো খুবই খারাপ অবস্থায় আছে।সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্থায়	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয়

	পানি উঠে যায়। দ্রুত সময়ের মধ্যেই ড্রেন গুলো পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য আহবান জানান।	মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
সড়ক বাতির স্থাপন ও মেরামত করন বিষয়ক আলোচনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন জনাব মোঃ ইউনুস, সাংবাদিক, দৈনিক একুশে সংবাদ, ২৪নং ওয়ার্ডের রাস্তার বাতি গুলোন অধিকাংশ সময় নষ্ট দেখা যায়, দ্রুত যাতে সড়ক বাতি গুলো পরিবর্তন করা হয় সে জন্য অনুরোধ জানান।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

ওয়ার্ড নং ৩১

তারিখঃ ১৮/১২/২০২৩

বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনাসমূহ	সিদ্ধান্ত
উন্নয়নের নাগরিক দের সজাগ করে তুলতে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা বিষয়ক আলোচনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন আলমগীর হোসেন, তিনি বলেন, রংপুর সিটি কর্পোরেশন একটি অবহেলিত সিটি কর্পোরেশন, এ সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে ওয়ার্ড কমিশনার দের সজাগ হতে হবে। অবহেলিত বর্ধিত ১৮টি ওয়ার্ডের উন্নয়নের নাগরিক দের সজাগ করে তুলতে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই নাগরিক গণ কর প্রদানে উৎসাহী হবে।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
সড়ক বাতির স্থাপন ও মেরামত করন বিষয়ক আলোচনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন জনাব জনাব পলাশ চন্দ্র ৩১নং ওয়ার্ডের রাস্তার বাতি গুলোন অধিকাংশ সময় নষ্ট দেখা যায়, দ্রুত যাতে সড়ক বাতি গুলো পরিবর্তন করা হয় সে জন্য অনুরোধ জানান।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
ওয়ার্ড কার্যালয়কে আরো আধুনিকায়ন ও ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস চালু প্রসংগে	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন সমাজসেবক কামরুল মিয়া তিনি বলেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে গেলে প্রথমে ওয়ার্ডের মাঠ পর্যায়ে নাগরিক সেবা প্রদান করতে হবে। এজন্য ওয়ার্ড কার্যালয়কে আরো আধুনিকায়ন ও ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস চালু করতে হবে। তিনি আরো বলেন প্রতিটি	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

	ওয়ার্ড কার্যালয়কে জন্ম নিবন্ধনের পাসওয়াড দিতে হবে এতে করে নাগরিক গণ ওয়ার্ড কার্যালয় হতে দ্রুত অনলাইন জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের কপি হাতে পাবে।	

ওয়ার্ড নং ৩২

তারিখঃ ১৪/১২/২০২৩

বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনাসমূহ	সিদ্ধান্ত
রাস্তার উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন মোঃ আফজাল হোসেন সুশীল সমাজ প্রতিনিধি তিনি তিনি বলেন ৩২নং ওয়ার্ডের অধিকাংশ রাস্তা ঘাট গুলনোই বেহাল অবস্থায় আছে, সামান্য বৃষ্টিতে চলাচল করা যায় না। সেদিকে একটু নজর দেয়ার জন্য বলেন।তাহলে পরিকল্পিত নগর সেইসাথে টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
মসক নিধোন কর্মসুচি বিষয়ক আলোচনা	উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন মোঃ ইউসুফ আলী নিম্ন আয়ের তিনি দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তাকে কমিটিতে সদস্য রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
সড়ক বাতির স্থাপন ও মেরামত করন বিষয়ক আলোচনা	মোঃ আব্দুর রউফ মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত সকলকে জানান যে, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফার নেতৃত্বে রংপুর মহানগরীর সামগ্রিক উন্নয়ন কাজ এগিয়ে চলেছে। ৩২ নং ওয়ার্ডের রাস্তার বাতি গুলোন অধিকাংশ সময় নষ্ট দেখা যায়,দ্রুত যাতে সড়ক বাতি গুলো পরিবর্তন করা হয় সে জন্য অনুরোধ জানান।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

১০.২ সিভিল লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি'র (সিএলসিসি) সভা

(জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪)

রংপুর সিটি কর্পোরেশনরে সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) এর

৩য় সভার কার্যববিরণীঃ

সভাপতি : জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান
মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

পরিচালনায় : জনাব মোঃ রুহুল আমিন মিঞা
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

সভার তারিখ : ২০ আগস্ট ২০২৩ ইং, রবিবার।
সময় : সকাল - 11:০০ ঘটিকায়।
সভার স্থান : রংপুর সিটি কর্পোরেশন সভাকক্ষ।
উপস্থিত : উপস্থিত সদস্য বৃন্দের তালিকা "পরিশ্ষ্টি ক"

ক্রমিক নং	আলোচ্য সূচী	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

০১	শ্যামা সুন্দরী ক্যানেলের সর্বশেষ অবস্থা এবং বর্ধিত এলাকার নতুন ড্রেন নির্মাণ এবং শহরের রাস্তাসমূহের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাকরণ	জনাব,Dr.Mafizul IslamManntu.Family Medicin Specialist Cultural activist,Rangpur, তিনি e‡jb রংপুর মহানগরীর পৌর বাজার ও কাঁচা বাজার সমূহের অভ্যন্তরীন বR¨© ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা খুবই লাজুক এবং নগরবাসী ময়লা আবর্জনা ও জলাবদ্ধতার জন্য খুবই দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। তাই এসব বাজারে বর্জ্য ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এ প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব রাখেন। এছাড়া তিনি শ্যামাসুন্দরী খালে উন্নয়ন, কসাইখানা নির্মাণ ও পাবলিক টয়লেট সমূহের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।	১।শ্যামাসুন্দরী ক্যানেলের সৌন্দর্য্যবর্ধন ও সংস্কারের গৃহীত প্রকল্পটি প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২।শহরের রাস্তাসমূহ যথাযথভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।	প্রকৌশল বিভাগ রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
০২	তিনি দখিগঞ্জ শ্মশান এর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের জন্য প্রস্তাবন করেন।	বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, রংপুরের সাধারণ সম্পাদক জনাব ধীমান ভট্টাচার্য্য সভাকে জানান যে, ইতোপূর্বে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হলেও এভাবে CLCC এর মাধ্যমে প্রকল্পের প্রস্তাবনা গ্রহণ করা হয় নাই। তাই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি দখিগঞ্জ শ্মশান এর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের জন্য প্রস্তাবন করেন।	১।বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকৌশল বিভাগ রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
০৩	শ্যামাসুন্দরী খালের উভয় পার্শ্বে সৌন্দর্য	মহানগর পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জনাব এ্যাডভোকেট প্রশান্ত	১।বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকৌশল বিভাগ রংপুর সিটি

	বৃদ্ধি,দৃষ্টিনন্দন পাবলিক টয়লেট নির্মাণের জন্য প্রস্তাবন করেন।	কুমার রায় সভাকে জানান যে, শ্যামাসুন্দরী খালের উভয় পার্শ্বের জমি দখল হয়েছে তা উদ্ধার ও পাড়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি,দৃষ্টিনন্দন পাবলিক টয়লেট নির্মাণ এবং প্রস্তাবিত প্রতিটি ওয়ার্ডে ই-সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নগরের বঞ্চিত এলাকা অন্তর্ভূক্ত করার জন্য প্রস্তাব করেন।		কর্পোরেশন।
০৪	পার্টনারশীপের মাধ্যমে আধুনিক উপায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	রংপুর গ্রুপ এর অতিরীক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আবু তাহের সরকার বলেন বুড়িরহাট রোড সংলগ্ন রংপুর গ্রুপের অনেক জমি ক্রয় করা আছে। উক্ত Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) প্রতিষ্ঠানটি প্রয়োজন মনে করলে আমাদের গ্রুপের সাথে পার্টনারশীপের মাধ্যমে আধুনিক উপায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারে।	১।বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
০৫	১।সিটি কর্পোরেশনের আরবানকমিউনিটি ভলান্টিয়ার্স গ্রুপ ও অন্যান্য ভলান্টিয়ার গ্রুপকে প্রচারণা ও জনসচেতনতা সৃষ্টি ২।ক্লিনিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থপনা সতর্কতা ৩।পলিথিনের উৎপাদন বন্ধসহ	জনাব গোলাম সাজ্জাদ হায়দার (স্বাধীন) আরবার কমিউনিটি ভলান্টিয়ারর্স বলেন প্রজেক্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থার তেমন কোন সাফল্য নেই, প্রথমবারের মত কয়েকটি সিটি কর্পোরেশের তারা কাজ করতে শুরু করতে যাচ্ছে কাজেই কার্যকারিতা ও স্থায়ীত্বতার বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার। এছাড়া রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার্স গ্রুপ ও অন্যান্য ভলান্টিয়ার গ্রুপকে প্রচারণা ও জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কাজে লাগানো যেতে পারে।	১।বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	কঞ্জার্ভেন্সী শাখা। রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

	যত্রতত্র পলিথিন ব্যবহার বন্ধ ৪।শ্যামা সুন্দরী খালের সংস্করণ	তিনি আরো বলেন ক্লিনিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থপনা সতর্কতা ও গুরুত্বের সাথে করা দরকার এবং পলিথিনের উৎপাদন বন্ধসহ যত্রতত্র পলিথিন ব্যবহার বন্ধ করতে হবে সেইসাথে শ্যামা সুন্দরী খালের সংস্করণ এবং খালটি যেন ভাগাড়ে পরিণত না হয় সে বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে এবং প্রক্রিয়াধীন ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্লান থেকে বায়ু বা পানি দুষিত না হওয়ার বিষটি বিবেচনায় রাখতে হবে ও ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্লান থেকে বিদ্যুত, তেল, কম্পোস্ট সার তৈরীর বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে দেখা দরকার এছাড়া রংপুর অঞ্চল ভূমিকম্প প্রবন হওয়ায় উন্নয়ন ভাবনায় এটাকে মাথায় রেখেই পরিকল্পনা করা দরকার।		

রংপুর সিটি কর্পোরেশনরে সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) এর

৪র্থ সভার র্কাযববিরণীঃ

সভাপতি : জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান
মেয়র
রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

সভার তারখি : ১২ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ ইং,
সময় : দুপুর-১২:৩০ ঘটিকায়।
সভার স্থান : রংপুর সিটি কর্পোরেশন সভাকক্ষ।
উপস্থিwত : উপস্থিত সদস্য বৃন্দের তালিকা "পরিwkó ক"

সভার শুরুতে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনপূর্বক উপস্থতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে ও আনুষ্ঠানকি পরচিয়-র্পব সমাপনান্তে সভার র্কাযক্রম শুরু করা হয়। সভাপতরি সম্মতিতে সভায় উপস্থিত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা(ভারপ্রাপ্ত) জনাব উম্মে ফাতিমা সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন সিটি লেভেলে কো-র্অডনিশেন কমিটি (CLCC) এমন একটি ফোরাম- যেখান থেকে নাগরিকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সে লক্ষ্যে প্রতি ০৩(তিন) মাস পর পর সভা আহবানের ব্যবস্থা রয়েছে যাতে জনগনকে সচতেন করা যায় এবং তৃণমূল হতে বিদ্যমান সমস্যাগুলির সমাধান বেরিয়ে আসে। উল্লখ্যে যে নাগরকি সুবিধার্থে রংপুর সিটি র্কপোরশেনরে হোল্ডিং ট্যাক্স ও ই-ট্রেড লাইসেন্স ডিজিটিলাইজড করা হয়েছে। রংপুর সিটি র্কপোরশেনের সকল নাগরিককে সভার শুরুতে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনপূর্বক উপস্থতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে ও আনুষ্ঠানকি পরচিয়-র্পব সমাপনান্তে সভার র্কাযক্রম শুরু করা হয়

অতপর সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

ক্রমিক নং	**আলোচ্য সূচী**	**আলোচনা**	**সিদ্ধান্ত**	**বাস্তবায়নকারী**
1	শ্যামা সুন্দরী ক্যানেলের সর্বশেষ অবস্থা এবং বর্ধিত এলাকার নতুন ড্রেন নির্মাণ এবং শহরের রাস্তাসমূহের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাকরণ	ডা: মফিজুল ইসলাম মান্টু, ফ্যামিলি মেডিসিন স্পেশালিস্ট এন্ড কালচারাল এ্যাকটিভিটিজ, রংপুর শ্যামাসুন্দরী ক্যানেলের সর্বশেষ অবস্থা এবং বর্ধিত এলাকার নতুন ড্রেন সম্পর্কে নির্বাহী প্রকৌশলী-২ এর কাছে জানতে চান এবং শহরের জনবহুল রাস্তাগুলোতে সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়, রাতে ঝাড়– দেয় যাহা অত্যন্ত খারাপ লাগে। উক্ত স্থানগুলিতে রাত্রে ঝাড়– দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গুরুত্ব আরোপ করেন। Rbve gynv¤§` AvwbPz¾vgvb wbev©nx cÖ‡KŠkjx-2,e‡jb,Dcon Design Studio কর্তৃক ম্যাপ মোতাবেক খালের সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে যার প্রশস্ততা গড় ৪৫ (পয়তাল্লিশ) রাখা হয়েছে, ক্যানেলের নাব্যতা নির্ধারন করা হয়েছে	১।শ্যামাসুন্দরী ক্যানেলের সৌন্দর্য্যবর্ধন ও সংস্কারের গৃহীত প্রকল্পটি প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২।শহরের রাস্তাসমূহ যথাযথভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।	প্রকৌশল বিভাগ রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

		এবং ETP এর মাধ্যমে পানি শোধন করে তারপর ক্যানেলে অপসারণ করা হবে, ৩৬টি ব্রিজ Re-Constraction করতে হবে। এছাড়া ঘাগট নদীর পানি ঢুকিয়ে ক্যানেলের পানি প্রবাহ ঠিক রাখার ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে এবং ফুটপাত ব্যবহারের বিষয়টি মাথায় রেখে ক্যান্ট বোর্ড, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসনসহ সম্মিলিতভাবে ক্যানেলের পরিচর্যা এবং বিউটিফিকেশন করা হবে। এছাড়া বর্ধিত এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে বুড়ির হাট রোডে ১.৫ কি:মি: মাষ্টার ড্রেন অন্যান্য এলাকায় ১৩৭ কি:মি: ড্রেন এর মধ্যে ৮০ কি:মি: ড্রেন নির্মাণ করা হবে। মাননীয় মেয়র মহোদয় শ্যামাসুন্দরী ক্যানেলকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে Dcon Design Studio এর সাথে সমন্বয়পূর্বক গৃহীত প্রকল্পটি প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি শহরের রাস্তাগুলো রাত্রে যথাযথভাবে পরিস্কার করার নির্দেশনা প্রদান করেন।		
2	সিএলসিসি এর সভার রেজুলেশন,অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধকরন ও সড়ক বাতির স্বল্পতা।	জনাব খন্দকার ফকরুল আলম বেঞ্জু, সভাপতি, সুজন পূর্ববর্তী সিএলসিসি এর সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলো কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে তা পরবর্তী মিটিং এ অবহিত করার জন্য এবং পূর্ববর্তী মিটিং এর রেজুলেশন কপি পরবর্তী মিটিং এর পূর্বে সকল সদস্যদের মাঝে বিতরণ/প্রদান করার প্রস্তাব পেশ করেন।	১।CLCC সভার রেজুলেশন সকল সদস্যদের মাঝে বিতরণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। ২। লক্ষ্মী হলের পাশ দিয়ে চলাচলের রাস্তার ড্রেনে ও ড্রেনের পাশে পরিত্যাক্ত জায়গায়প্রস্রাব,পা	১।এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ২।প্রশাসনিক কর্মকর্তা ৩। বিদ্যুৎ শাখা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

		তিনি লক্ষ্মী হলের পাশ দিয়ে চলাচলের রাস্তার ড্রেনে ও ড্রেনের পাশে পরিত্যক্ত জায়গায় প্রসাব, পায়খানা, হিরোইন, গাঁজা সেবন সহ বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ হয়ে থাকে । এটি বন্ধ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহনের অনুরোধ করেন। এছাড়া তিনি জানান কেরামতিয়া মসজিদ হতে গোমস্তাপাড়া মোড় পর্যন্ত রাস্তার সড়ক বাতির পিলারের দুরত্ব অনেক বেশি হওয়ায় আলোর স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহন করা যায় কিনা সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মাননীয় মেয়র মহোদয় পূর্ববর্তী মিটিং এর রেজুলেশন কপি পরবর্তী মিটিং এর পূর্বে সকল সদস্যদের মাঝে বিতরণ করার নির্দেশ প্রদান করেন, লক্ষ্মী হলের পাশ দিয়ে চলাচলের রাস্তার ড্রেনে ও ড্রেনের পাশে পরিত্যক্ত জায়গায় প্রস্্রাব, পায়খানা, হিরোইন, গাঁজা সেবনসহ অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধের জন্য এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বিদ্যুৎ শাখাকে পরিদর্শনপূর্বক সড়কবাতির স্বল্পতা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ প্রদান করেন।	য়খানা,হিরোইন,গাজা সেবনসহ বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। ৩। কেরামতিয়া মসজিদ হতে গোমস্তাপাড়া মোড় পর্যন্ত রাস্তার সড়ক বাতির পিলারের দুরত্ব কমিয়ে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।	
3	ড্রেনের সংস্কার ও পরিস্কারকরণ।	জনাব মেরিনা লাভলী, সাধারণ সম্পাদক প্রেস ক্লাব রংপুর বলেন জাহাজ	১। জাহাজ কোম্পানী মোড় দিয়ে সাতমাথা	প্রকৌশল শাখা ও কঞ্জার্ভেন্সী

		কোম্পানী মোড় দিয়ে ভারী যানবাহন সাতমাথায় যায় সে ক্ষেত্রে রাস্তার মধ্যে গর্ত ও ফাটল সৃষ্টি হচ্ছে যা অল্প কিছুদিনের মধ্যে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়বে এবং প্রেস ক্লাবের সামনের ড্রেনের সংস্কার ও পরিস্কার করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। সভায় মাননীয় মেয়র মহোদয় জাহাজ কোম্পানী মোড় দিয়ে সাতমাথায় যেসব ভারী যানবাহন যায় তাতে রাস্তার অনেক ক্ষতি হচ্ছে বিষয়টি বিআরটিএ কে অবগত করার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি প্রেস ক্লাবের সামনের ড্রেনের সংস্কার ও পরিস্কারকরণের জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও কঞ্জার্ভেন্সী বিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন।	পর্যন্ত ভারী যানবাহন চলাচলের বিষয়ে বিআরটিএ কে পত্র প্রেরণ করতে হবে। ২। প্রেস ক্লাবের সামনের ড্রেনের সংস্কার ও পরিস্কারকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	শাখা। রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
4	ময়লা আবর্জনা ফেলে পরিবেশ নষ্টকরণ, মশার বংশ বিস্তার রোধকরণ।	জনাব রুমানা জামান বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ রংপুর এর সাধারন সম্পাদক বলেন সেন্ট্রাল রোডের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি জুম্ম ময়লা আবর্জনা ফেলে পরিবেশ নষ্ট করছে এবং চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া শহরে নির্মানাধীন বিল্ডিং এর লিফটের জায়গাগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকার ফলে সেখানে মশা তৈরীর কারখানায় রুপান্তরিত হয়েছে। পক্ষান্তরে এ কার্যালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মাহমুদ হাসান মৃধা বলেন সড়কের মধ্যে নির্মাণ সামগ্রী যত্রতত্র রাখায়	১। জুম্মাপাড়া রোডে যেন যত্রতত্র ময়লা ফেলতে না পারে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ২। নির্মানাধীন বিল্ডিং এর লিফটের পরিত্যক্ত জায়গা এবং অন্যত্র এডিস মশার বংশ বিস্তার রোধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট প্রকৌশল বিভাগ ও কঞ্জার্ভেন্সী শাখা। রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

		জরিমানা, উচ্ছেদ, নিলাম অভিযান নিয়মিত করা হচ্ছে এবং ফুটপাত ক্লিয়ার করার লক্ষ্যে প্লান বহি:র্ভূত বিল্ডিং এবং বিল্ডিং এ লিফটের পরিত্যক্ত জায়গার অভিযান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া অবৈধ বালু উত্তোলনের তথ্য পেলে দ্রুত সেখানে অভিযান পরিচালনা করা হয় সেইসাথে যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ট্রেড লাইসেন্স করা নাই কিংবা নবায়ন করা হয় নাই তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়। মাননীয় মেয়র মহোদয় জুম্মাপাড়া রোডে যেন মানুষ যত্রতত্র ময়লা ফেলতে না পারে বিষয়টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া লিফটের পরিত্যক্ত জায়গাসহ অন্যত্র যেন এডিস মশা বংশবিস্তার করতে না পারে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ প্রদান করেন।		
5	উন্নয়ন বাজেট বৃদ্ধি ও রাস্তায় যত্রতত্র স্পিড ব্রেকার	অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহ আলম বলেন আমাদের উন্নয়ন বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে এবং উন্নয়নকে সবার আগে প্রাধান্য দিতে হবে। এছাড়া শহরের অনেক জনবহুল রাস্তাগুলিতে যত্রতত্র স্পিড ব্রেকার দেয়ার ফলে জনগনের চলাচলে অনেক কষ্ট হচ্ছে যা অসুস্থ্য ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। এগুলো যতদ্রুত সম্ভব অপসারণ করা দরকার। মাননীয় মেয়র মহোদয় বলেন	১। উন্নয়ন বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। ২। জনবহুল রাস্তাগুলিতে যত্রতত্র স্থাপিত স্পিড ব্রেকারগুলি অপসারণের জন্য সড়ক ও জনপথ বিভাগকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	প্রকৌশল বিভাগ রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

		রংপুর সিটি কর্পোরেশনে উন্নয়ন বাজেট চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল বাজেট বৃদ্ধি পেলে উন্নয়ন বৃদ্ধি করা হবে। এছাড়া তিনি জনবহুল রাস্তাগুলিতে যত্রতত্র স্থাপিত স্পিড ব্রেকারগুলি অপসারণের জন্য সড়ক ও জনপথ বিভাগকে অবগত করার নির্দেশ প্রদান করেন।		
6	রবার্টসনগঞ্জ রোডের সংস্কার ও বাবুপাড়া হতে ইস্পাহানী ক্যাম্প পর্যন্ত ড্রেনটি সংস্কার	জনাব মোঃ আকবর আলী, প্রেসিডেন্ট, রংপুর চেম্বার অব কমার্স বলেন আমার বাসার পিছনের ড্রেনের সংযোগ স্থানটি কংক্রিট ঢালাই না থাকার কারণে ময়লা আবর্জনা এসে জমা হয়ে পানি ওভার ফ্লাশ হচ্ছে। এতে জনদুর্ভোগের সৃষ্টি হচ্ছে এছাড়া রবার্টসনগঞ্জ রোডের অবস্থা নাজুক, বাবুপাড়া ড্রেনটি ইস্পাহানী ক্যাম্প পর্যন্ত সংস্কার ও পরিস্কার করা একান্ত প্রয়োজন। মাননীয় মেয়র মহোদয় ড্রেনটি সংস্কার ও পরিস্কার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও সহকারী পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করেন।	ড্রেনটি পরিস্কার ও সংস্কার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।	প্রকৌশল বিভাগ ও কঞ্জার্ভেন্সী শাখা রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
7	রংপুর টাউন হল চত্বরে পাবলিক টয়লেট স্থাপন।	জনাব এস বি সুমন, রংপুর পদাতিক কালচার ওয়ার্কার বলেন রংপুর টাউন হল চত্বর প্রায় সব সময় জনবহুল অবস্থায় থাকে কিন্ত পাবলিক টয়লেট না থাকায় শহীদ মিনারের আশেপাশে ও প্রাচীরের গা ঘেঁষে মানুষ প্রস্রাব করে পরিবেশ নষ্ট করতেছে যা দৃষ্টিকটু। উক্ত সমস্যাটির জরুরী সমাধান	১। জেলা প্রশাসক, রংপুর মহোদয় বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে। ২। রংপুর টাউন হল চত্বরে পাবলিক টয়লেট স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা	প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাধারণ শাখা রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

		করার প্রস্তাব করেন। মাননীয় মেয়র মহোদয় এ সম্পর্কে বলেন যে রংপুর টাউন হল চত্ত্বরটি জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রনাধীন থাকায় জেলা প্রশাসককে পত্র মারফত অবগতপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ প্রদান করেন।	গ্রহন করতে হবে।	

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সবার সু-স্বাস্থ্য কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

রংপুর সিটি কর্পোরেশনরে সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) এর

৫ম সভার র্কাযববিরণীঃ

সভাপতি : জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান
মেয়র
রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

সভার তারখি : ১২ জুন ২০২৪ ইং,
সময় : দুপুর-১১:৩০ ঘটকিায়।
সভার স্থান : রংপুর সিটি কর্পোরেশন সভাকক্ষ।
উপস্থিত : উপস্থতি সদস্য বৃন্দরে তালকিা “পরিwkó ক”

সভার শুরুতে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে ও আনুষ্ঠানিক পরিচয়-পর্ব সমাপbvন্তে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতি¡ সম্মতিতে সভায় উপস্থিত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব উম্মে ফাতিমা সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সিটি লেভেল কো-র্অডনিশেন কমিটি (CLCC) এর সভায় উপস্থিতির ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অতপর সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

ক্রমিক নং	আলোচ্য সূচী	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
1	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও গ্রীন সিটি হিসাবে গাছ লাগানোর ব্যবস্থাকরণ।	১। জনাব খন্দকার ফকরুল আলম বেঞ্রজু, সভাপতি, সুজন, বলেন রংপুর শ্যামাসুন্দরী ক্যানেল বিডি ক্লিনের	১।শ্যামাসুন্দরী ক্যানেলের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ধরে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে	কঞ্জার্ভেন্সী শাখা অঞ্চল-১,২,৩ রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

		মাধ্যমে পরিস্কার করা হয়েছে এটি ধরে রাখতে হবে। ২। গ্রীন সিটি হিসাবে শ্যামাসুন্দরী ক্যানেলের দুইপাশে ও অন্যান্য স্থানে পর্যাপ্ত গাছ লাগানোর প্রস্তাব করেন। ৩। মোট্রোপলিটন পুলিশ ও সিটি পুলিশের সমন্বয়ে রাস্তা পরিস্কার ও যানজট নিরসনের বিষয়টি তদারকি করার জন্য বলেন। ৪। মাহিগঞ্জ রেল ক্রসিং সড়কটি মেরামত করার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ করেন।	হবে। ২।শ্যামাসুন্দরী ক্যানেলসহ অন্যান্য স্থানে এই বর্ষা মৌসুমে গাছ লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। ৩। মোট্রোপলিটন পুলিশ ও সিটি পুলিশের সমন্বয়ে রাস্তা পরিস্কার ও যানজট নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৪। মাহিগঞ্জ রেল ক্রসিং সড়কটি জরুরী সংস্কার করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকৌশল বিভাগ রংপুর সিটি কর্পোরেশন। প্রশাসনিক বিভাগ রংপুর সিটি কর্পোরেশন। প্রকৌশল বিভাগ রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
2	রাস্তার প্রশস্ততা ও ওয়ার্ড ভিত্তিক ট্রেড লাইসেন্স বৃদ্ধিকরণ।	জনাব ইমতিয়াজ আলম তাজ, সমাজ সেবক, বলেন রংপুর শহর মূলত একটি রাস্তার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে ফলে যানজট নিত্যদিনের সঙ্গী হয়েছে।এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে শাপলা চত্তর থেকে টার্মিনাল, সুপার মার্কেট থেকে কামার পাড়া এবং জাহাজ কোম্পানী মোড় হতে সাতমাথা পর্যন্ত চাঁর লেন সড়ক করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ বিষয়ে সকলে একমত প্রকাশ করেন।	বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহ চার লেনে উন্নীত করা হবে।	প্রকৌশল বিভাগ রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
3	শ্যামাসুন্দরী ক্যানেল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন সমন্বিত	সাংবাদিক জনাব জয়নাল আবেদীন, বলেন শ্যামাসুন্দরী	১। শ্যামাসুন্দরী ক্যানেল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য	কঞ্জার্ভেন্সী শাখা। ও

	রাখা ও সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি।	ক্যানেল বিডি ক্লিনের মাধ্যমে যেভাবে পরিস্কার করা হয়েছে তা ধরে রাখতে হলে পার্শ্ববর্তী মালিকদের বাড়ীঘর থেকে যাহাতে ময়লা আবর্জনা ক্যানেলে না ফেলে সে বিষয়টি জোরালোভাবে মনিটরিং করার এবং প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য প্রস্তাব দেন। তিনি হোল্ডিং ট্যাক্স এর আওতা বৃদ্ধি করে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন।	প্রচারনাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। ২। সিটি কর্পোরশনের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্ধিত ওয়ার্ডসমূহ হোল্ডিং ট্যাক্সের আওতায় আনতে হবে।	ট্যাক্স শাখা রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
4	রংপুরে ভলান্টিয়াদের মাধ্যমে শ্যামাসুন্দরী ক্যানেল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্যোগ গ্রহণ।	জনাব মোঃ গোলাম সাজ্জাদ হায়দার স্বাধীন বলেন বিডি ক্লিন ছাড়াও রংপুরে ভলান্টিয়ার সদস্য প্রায় ৭০০ (সাতশত) জন রয়েছে। এসব সদস্যদের নিয়ে শ্যামাসুন্দরী ক্যানেল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও শ্যামাসুন্দরী ক্যানেলের তীরবর্তী বসবাসরত মালিকদের নিয়ে নজরদারী কমিটি গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন।	ভলান্টিয়ার সদস্যদের মাধ্যমে শ্যামাসুন্দরী ক্যানেল পরিস্কার করার বিষয়টি পরবর্তীতে ভলান্টিয়ার সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হবে।	সচিব রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
5	ধাপ ও সিও বাজার এলাকার বিসিকি শিল্প নগররীর হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ ও অনাদায়ী বিল অদায়ের আলোচনা।	জনাব আমিনুর রহমান, কাউন্সিলর ১৬ নং ওয়ার্ড বলেন ধাপ এলাকার কিছু কিছু বিল্ডিং এর হোল্ডিং ট্যাক্সের বিলের টাকার পরিমাণের অসঙ্গতি মনে হয়েছে। পুনরায় সঠিকভাবে এসেসমেন্ট করা প্রয়োজন। এছাড়া সিও বাজার এলাকার বিসিক শিল্প নগরীর হোল্ডিং ট্যাক্স অনাদায়ী	ধাপ এলাকার হোল্ডিং-গুলির পুনরায় এসেসমেন্ট করতে হবে এবং সিও বাজার এলাকার বিসিকি শিল্প নগরীর হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।	কর শাখা রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

		রয়েছে। কর্পোরেমনের রাজস্ব বৃদ্ধিও জন্য বিসিক নগরীর সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।		
6	নক্সা বহির্ভূত ভবণ নির্মাণ, ভাষা চত্বর সংস্কার।	অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহ আলম বলেন নগরীর নক্সা বহির্ভূত ভবণ নির্মাণ যেন না হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং আমাদের কেন্দ্রীয় শহীদ মিণার এর পিছনে ময়লা অবর্জনা পড়ে থাকে। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও ডাষ্টবিনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার মতামত ব্যক্ত করেন। এছাড়া ভাষা চত্বরের প্রাচীরঘেষে দোকানগুলো অপসারণের জোর দাবী জানান।	নক্সা বহির্ভূত ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে নজরদারী করা প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিণার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং চত্বরের দোকানপাট অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।	প্রকৌশল বিভাগ ও ম্যাজিস্ট্রেসি শাখা কঞ্জার্ভেন্সী শাখা। রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
7	সদাচারণের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকরণ।	জনাব ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা (জাইকার সমন্বয়ক) বলেন জাপানে প্রতিবছর ২টি করে প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে কিভাবে সদা চারণের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা যায়। এছাড়া উন্নয়ন সংস্থাগুলির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন তরান্বিত করা যেতে পরে।	রংপুর সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে বছরে ২টি সদাচারণের প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে এবং উন্নয়ন সংস্থাগুলির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এ কার্যালয়ের উন্নয়ন তরান্বিত করতে হবে।	সচিব রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

mfvq Avi †Kvb Av‡jvPbv bv _vKvq mfvcwZ Dcw¯'Z mKj‡K ab¨ev` Ávcb I mevi my-¯^v¯'¨ Kvgbv K‡i mfvi mgvwß †NvlYv K‡ib |

১০.৩ জনতার মুখোমুখি সভা/বড় জনসভা

১০.৪ জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রচার কার্যক্রম

১০.৫ নাগরিক মতামত এবং অভিযোগ প্রতিকার

(১) অভিযোগ প্রতিকার

ক্রম	সেবাসমূহ	অভিযোগ গ্রহণের সংখ্যা এবং প্রক্রিয়াকরণ	অভিযোগ নিস্পত্তির সংখ্যা	অভিযোগ নিস্পত্তির শতকরা হার
০১	কর এবং ফি	০৮টি	০৮টি	১০০%
০২	অবকাঠামো	০৩টি	০২টি	৯০%
০৩	পানি সরবরাহ	০৬টি	০৫টি	৯০%
০৪	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৫০টি	৪৫টি	৯৫%
০৫	গণশৌচাগার	০১টি	০১টি	১০০%
০৬	পাবলিক মার্কেট	০১ টি	০১ টি	১০০%
০৭	ইপিআই	০১ টি	০১ টি	১০০%
০৮	জলাবদ্ধতা	০৫টি	০৩টি	৮০%

* অভিযোগ গ্রহনকারী কর্মকর্তা (জিআরও) কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগগুলি সর্বদা প্রক্রিয়াকরণ করা হয় না, তবে প্রবিধানে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নাগরিক প্রতিক্রিয়া ও অভিযোগ নিরসনের বিষয়টি যাচাই-বাছাই করা হয়। সুতরাং প্রাপ্ত অভিযোগগুলি কেবল লিপিবদ্ধ করা হয়না অধিকন্তু সংশ্লিস্ট বিভাগ কর্তৃক এগুলো নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(২) উল্লেখযোগ্য অভিযোগ এবং মতামতসমূহঃ

উল্লেখযোগ্য অভিযোগ এবং গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

অভিযোগ গ্রহণ এবং নিস্পত্তিকরণ প্রক্রিয়া	সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ
স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে রংপুর সিটি কর্পোরেশন অনলাইন এবং অফলাইনে আগত/দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা এবং বিকল্প অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা হতে সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করে আসছে।	রংপুর সিটি কর্পোরেশন ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর হতে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার অনলাইন প্ল্যাটফর্ম গতে অভিযোগ নিষ্পত্তি করে আসছে। প্রতিশ্রুত সেবা, সেবা প্রদান পদ্ধতি এবং সেবা অথবা পণ্যের মান সম্পর্কে নাগরিকগণের অসন্তোষ বা মতামত এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানাতে পারেন। অভিযোগ দাখিল করার পর SMS ও ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ প্রতিকারের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে জানানো হয়।

(৩) নাগরিক জরিপ-এর সংক্ষিপ্ত ফলাফল (যদি পরিচালিত হয়)

সর্বশেষ রংপুর সিটি কর্পোরেশনে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ০৯ মার্চ/২০২৩ তারিখে জাইকা C4C-2 প্রকল্পের সহায়তায় নাগরিক জরিপ করা হয়েছিল।

জরিপের উদ্দেশ্যঃ

- সিটি কর্পোরেশন থেকে নাগরিক সেবা প্রদানের বিষয়ে নাগরিকদের মতামত ও তাঁদের সন্তুষ্টির মাত্রা জানা;
- সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে নাগরিকদের ধারণা নিরুপণ করা; ও
- সচেতন নাগরিক হিসেবে নাগরিক সেবায় সক্রিয় অংশগ্রহণ বিষয়ে ধারণা পাওয়া।

জরিপের পদ্ধতিঃ

সিটি লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটির (সিএলসিসি) নাগরিক সদস্যগণের পরিচয় উহ্য রেখে প্রশ্নপত্র জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

- জরিপটি ০৯ মার্চ ২০২৩ ইং তারিখে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সভাকক্ষে পরিচালিত হয়েছিল।
- জরিপে সিএলসিসি'র ২৮ জন নাগরিক সদস্য অংশগ্রহণ করেন।
- সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সমন্বয় করে শতাংশ আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

জরিপের বিষয়সমূহঃ

- সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ
- সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কার্যক্রমসমূহ
- সিটি কর্পোরেশন এবং নাগরিকদের মধ্যে তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক যোগাযোগ
- সিটি কর্পোরেশনের সাথে নাগরিকদের যোগাযোগ
- নাগরিকদের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমসমূহ
- সেবা প্রদান বা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনকে পরামর্শ প্রদান

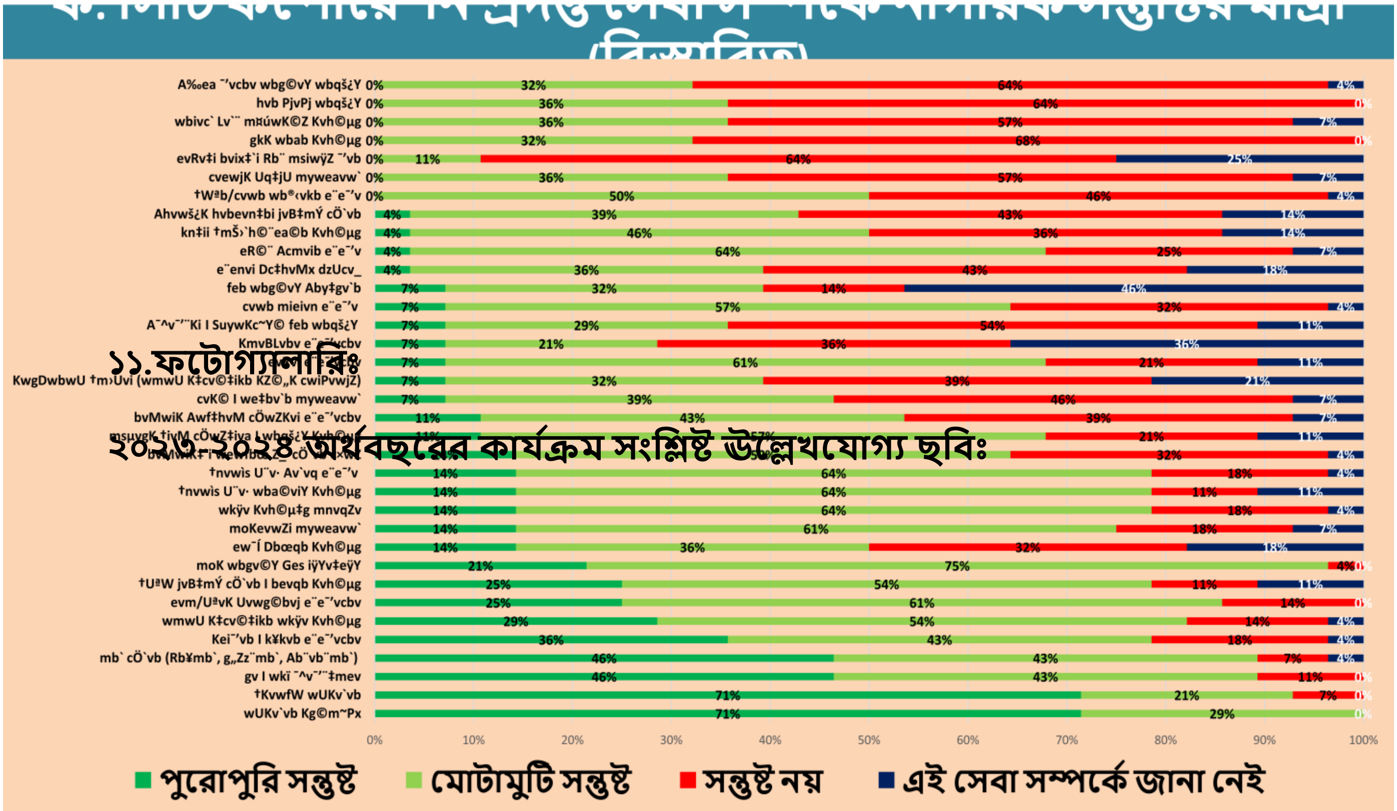

১১.ফটোগ্যালারিঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য ছবিঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরঃ ১৯ নং ওয়ার্ডের রাঙ্গা ম্যাসের গলির আরসিসি রাস্তার কাজের স্থির চিত্র

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরঃ ১৭ নং ওয়ার্ডের রামপুরায় প্যালাসিটিং নির্মান এবং রাস্তার কাজ পরিদর্শন।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরঃ ১৭ নং ওয়ার্ডের অবস্থিত শ্যামাসুন্দরী খালের পরিস্কারকরণ কাজ পরিদর্শন।

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন
অবহিতকরণ ও কর্মপরিকল্পনা সভা-২০২৩
আয়োজনে: রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরঃ রংপুর সিটি কর্পোরেশন সভা কক্ষে জাতীয় ভিটামিন "এ" প্লাস ক্যাম্পেইন অবহিতকরণ ও কর্মপরিকল্পনা সভার স্থির চিত্র

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরঃ ১৮ নং ওয়ার্ডের কেরানীপাড়ায় আনছার আলী চেয়ারম্যান স্মরণী আরসিসি রাস্তার কাজের শুভ উদ্বোধনের স্থির চিত্র

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরঃ ২৯ নং ওয়ার্ডের মাহিগঞ্জ হতে পাওটানা রাস্তার কাজের পরিদর্শনের স্থির চিত্র

International Education Meet 2023
100+ UNIVERSITIES | 6 COUNTRIES
7 August
Grand Palace Rangpur
NOW

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরঃ রংপুর সিটি কর্পোরেশন নগরীর সৌন্দর্য বর্ধনের কাজের পরিদর্শনের স্থির চিত্র

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরঃ ১৭ নং ওয়ার্ডে টেক্সটাইল এলাকার ড্রেনের কাজ পরিদর্শনের স্থির চিত্র

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরঃ রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় হরিজন সম্প্রদায়ের আবাসন প্রকল্পের কাজের শুভ উদ্বোধনের স্থির চিত্র

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরঃ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ০৯ নং ওয়ার্ডের রাস্তার কাজ পরিদর্শনের স্থির চিত্র